প্রাচীন ভারতে

দণ্ডনীতি ও বিচার পদ্ধতি

কলিকাতা

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের

প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

১৩৩৩

মূল্য ১।৵

প্রিণ্টার
শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার
বেঙ্গল প্রিণ্টারস্ লিমিটেড
১৩ নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে হিন্দুজাতির ফৌজদারী আইন ও বিচার পদ্ধতি কিরূপ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সংক্ষেপে তাহা দেখাইবার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। রাজ্য ও সমাজ শৃঙ্খলার অনুরোধে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তরূপ সামাজিকদণ্ড এই উভয়বিধ দণ্ডই যে অপরাধীকে গ্রহণ করিতে হইত ইহা এই পুস্তকের প্রথম প্রতিপাদ্য, প্রাচীনভারতীয় দণ্ডবিধি সকল অমার্জ্জিত ও কুরুচিসম্পন্ন, ইহা বর্ত্তমান সভ্যতার ধারণা। দণ্ডবিধির কঠোরতা পর্য্যালোচনা করিলে এই ধারণা যে, একেবারে অমূলক আমি তাহা বলিতে চাহি না, তবে সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে ভারতীয় ঐরূপ অপরাধানুরূপ রাজদণ্ডবিধির সহিত পাপের ও জন্মান্তরীয় ফলাফলের একটা যে সামঞ্জস্য অনুভূত হয় তাহা সুধীজনের অনুভবনীয়, এবং হিন্দুশাস্ত্রে কঠোর শাস্তির পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডেরও যে বিধান ছিল, তাহাও প্রমাণ দ্বারা এই পুস্তকে সমর্থন করা হইয়াছে।

এই কঠোর দণ্ডের বিধান কেবল যে ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রেই ছিল তাহা নয়, ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় মুশলমান রাজত্ব কালে এবং ইউরোপেরও নানাস্থানে ঐরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মুশলমান রাজত্ব কালে শূলে আরোপণ, বিবাহিত পুরুষের পরস্ত্রীগমনে বা বিধর্ম্মীকর্ত্তৃক মুশলমানের ধর্ম্মহানিতে লোষ্ট্রনিক্ষেপে বধ, ভয়ানক ডাকাইতি বা রাহাদানী ও নরহত্যায় শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সাধারণ স্থানে বা বৃক্ষোপরি লম্বমান করা প্রভৃতি অতীব কষ্টকর দণ্ডবিধির পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়, বিলাতেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে গাঁটকাটা দোকান হইতে পাঁচশিলিং মূল্যের দ্রব্য অপহরণ, পত্র চুরি, বলপূর্ব্বক কাহারও গৃহে প্রবেশ বা অশ্ব মেষাদির অপহরণ প্রভৃতি অপরাধেও

প্রাণদণ্ডের বিধান পাওয়া যায়, এমন কি, স্ত্রীজাতির প্রতিও কোমল শাস্তি ছিল না, স্বামী কিম্বা প্রভুবধ বা মুদ্রা প্রস্তুত করা প্রভৃতি অপরাধে তাহাদিগকেও অগ্নি মধ্যে প্রক্ষেপ করা শাস্তি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; ইহা ইতিহাস পর্য্যালোচনায় জানা যায়। স্থূল কথা এই, যে সমাজে যখন যে অপরাধ গুরুতর বলিয়া সংস্কার থাকে সে সমাজে তাহার দমন ও নিবারণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডও সেই পরিমাণে গুরুতর হওয়া স্বাভাবিক।

এই পুস্তকে যে যে বিষয় যে যে পত্রে আরম্ভ করা হইয়াছে সূচিপত্রে তাহার তালিকা দেওয়া হইল। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি কোন আধুনিক পুস্তক হইতে কোন অংশ উদ্ধার করি নাই। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনায় যাহা পাইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আবশ্যক বিবেচনায় ও সাধারণের অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য মূল বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল নিম্নে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। যে যে পুস্তক অবলম্বনে ও সাহায্যে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহারও তালিকা উদ্ধার করিলাম।

মনুসংহিতা, কুল্লূকভট্টের টীকা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মিতাক্ষরা, বিষ্ণু সংহিতা, উনবিংশতিসংহিতা, নারদস্মৃতি, জীমূতবাহনকৃতদায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃতদায়ভাগ টীকা, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মৎস্যপুরাণ, গৌতমধর্ম্মসূত্র, ভবিষ্যপুরাণ, চণ্ডেশ্বরকৃতবিবাদরত্নাকর, কৌটিল্যঅর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতিসার, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ভগবদ্গীতা, শুদ্ধিতত্ত্ব, ইণ্ডিয়ানপিনালকোড, ব্যবহারতত্ত্ব, দিব্যতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, দায়ভাগপ্রবোধিনী।

বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট করিতে হইলে পুস্তকের কলেবর আরও অনেক বর্দ্ধিত হয়, এবং তাহা সুদীর্ঘ সময়সাধ্য। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট স্থলে দণ্ডপরিমাণেরও একটা স্থূলতালিকা দেওয়া হইল, তবে ঐ দণ্ডপরিমাণ দিগ্‌দর্শনের জন্য আংশিক মাত্র, স্থানে স্থানে তাহাতেও ঋষিগণের মতভেদ ও প্রতিপ্রসব পরিলক্ষিত হয়।

দণ্ডপ্রয়োগে যে সকল সাধারণ নীতি এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও দুই একস্থানে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

দণ্ডবিধি সম্বন্ধে এরূপ কোন নিবন্ধ গ্রন্থ দেখা যায়না যাহাতে ঋষিগণের তাবৎ মতবাদ সকল সুমীমাংসিত হইয়া সিদ্ধান্তিত আছে।

বিবাদপদ সমূহের আলোচনায় জানা যায়, মনু অষ্টাদশবিধ বিবাদ পদ পরিভাষা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং বিবাদপদ অষ্টাদশ সংখ্যার অতিরিক্তও যে আছে তাহাও ৮ম অধ্যায়ের [illegible]ম শ্লোকদ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য, বিবাদপদ সকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বদ্ধ করেন নাই, কিন্তু অষ্টাদশ অপেক্ষা অতিরিক্তও ধরিয়াছেন, নারদও অষ্টাদশ গণনায় বিবাদপদ সকল বদ্ধ করেন নাই, কিন্তু গণনা করিলে প্রকীর্ণ বিবাদপদ পর্য্যন্ত গ্রহণে অষ্টাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে পারা যায়। তিনি প্রকরণ হিসাবে ৫টি প্রকরণের ভিতরে ১৮টি বিবাদপদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, দ্যূত ও সমাহ্বয় এই চারিটি বিবাদপদই এক প্রকরণে ধরিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদমতে প্রকীর্ণ একটি স্বতন্ত্র বিবাদ-পদ, মনু অষ্টাদশ গণনায় বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য একেরই অন্তর্গত করিয়াছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য উহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন। "অভ্যুপেত্য অশুশ্রূষা" নামক বিবাদপদ মনু ধরেন নাই, কিন্তু নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য ধরিয়াছেন, আবার "স্ত্রী পুং ধর্ম্ম" নামক বিবাদপদ মনু ও নারদ ধরিয়াছেন কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ধরেন নাই। "দ্যূত ও সমাহ্বয়" নামক বিবাদপদ মনু ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঐ উভয় বিবাদপদ ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে অষ্টাদশসংখ্যা ও অষ্টাদশ সংখ্যার বিষয়ীভূত বিবাদপদ সকল অনিয়ত হওয়ায় আমি এই পুস্তকে অষ্টাদশবিধ বিবাদপদ গণনায় "অভ্যুপেত্য অশুশ্রূষা" ও "দায়ভাগ" অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করি নাই, এবং আবশ্যক বোধে প্রকীর্ণ বিবাদপদ অষ্টাদশ অপেক্ষা অতিরিক্ত হইলেও সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

অনেকস্থলে বর্ত্তমান ইংরাজী আইনের সহিত তুলনা করিয়াও লিখিয়াছি, বিষয় অতি দুরূহ ও সময়সাধ্য সুতরাং পুস্তকের প্রতি-পাদ্য বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠকগণের বিবেচনাধীন। অলমতি বিস্তরেণ। সন ১৩৩৩ সাল ২৪শে চৈত্র।

শ্রীশিতিকণ্ঠ শর্ম্মা

সূচীপত্র

[*The Principles governing the administration of Criminal Law in Ancient India and the procedure adopted in the administration thereof.*]

"প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি

ও

বিচার পদ্ধতি।"

(মুখবন্ধ)

Law—ইংরাজি "ল" শব্দ আমরা আধুনিক প্রচলিত বঙ্গভাষায় "আইন" শব্দদ্বারা অনুবাদ করিয়া থাকি। পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইংরাজি "ল" শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থবোধক যথার্থ প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রের "বিধি" শব্দ, সামান্যাকারে "ল" শব্দের [illegible] অর্থবোধকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইংরাজিতে "ল" এর [illegible] রাজাদেশ বা প্রজাসভার অনুমোদন দ্বারা, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধির প্রামাণ্য অপৌরুষেয় বেদদ্বারা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বিধির বক্তা বা সঙ্কলয়িতা। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি "ল" এর সহিত ধর্ম্ম (Religion) নীতি (Ethics বা Morality) বা পাতকের (Sin) সহিত কোন সংশ্রব বা সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিসকল কেবল মাত্র লৌকিক ব্যবহারিক বিষয়ে পর্য্যবসিত নহে। সমুদয় বিধিই ধর্ম্মমূল, বিশেষতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা ধর্ম্ম নীতি ও পাতকের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। জগতের প্রাচীন সভ্যজাতির

মধ্যে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বরং অনেক স্থলেই দেখা যায়। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইংরাজি "ল" শব্দ সংস্কৃত বিধি শব্দের ব্যাপ্য এবং বিধিশব্দ "ল" এর ব্যাপক। এইরূপে "ল" ও বিধিশব্দের অর্থগত বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত থাকিলেও ব্যাপক বিধায় বিধিশব্দকে আইন অর্থেও প্রয়োগ করা যায় বলিয়া আইনের অনুবাদে শাস্ত্রকারগণও বিধি শব্দই প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। (১)

Crime—মনুষ্যকৃত অধিকাংশ অবৈধ বা অন্যায় কার্য্য মাত্রের তিনটি স্বভাব দেখা যায়—(১ম) রাজ্য বা সমাজে শৃঙ্খলাবিধিভঙ্গ এবং তাহার ফলে সমাজ বিশৃঙ্খল বা লোকযাত্রানিরোধ ও সাধারণের অমঙ্গল, (২তীয়) ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি। (৩তীয়) পাতক বা পাপ। ইংরাজিতে এবং অধিকাংশ সভ্যজাতির মধ্যে বর্ত্তমানকালে (Crime) অর্থে অন্যায় বা অবৈধ কার্য্যের (কার্য্য অর্থে এখানে অকর্ত্তব্য সাধন ও কর্ত্তব্যত্রুটি দুইই বুঝিতে হইবে) যে তিনটি স্বরূপ উক্ত হইয়াছে তাহার প্রথম স্বরূপটিই গৃহীত হয় এবং অন্যায় কর্ত্তার রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। যে অবৈধকার্য্য রাজশৃঙ্খলা বা শান্তিবিরোধী এবং যাহা সমাজের অশুভজনক এবং যাহার জন্য রাজদণ্ডের বিধান আছে [illegible]ই ইংরাজিতে (Crime) বলে। অবৈধকার্য্যজনিত ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি বা অবৈধকর্ত্তার পাতকের প্রতিবিধান বর্ত্তমানকালে (Criminal Law) বা ফৌজদারী আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে। অবৈধকার্য্যজনিত ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিপূরণ বর্ত্তমানকালে দেওয়ানি আইনের বিষয়ীভূত। কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, আদিমকালে অবৈধকার্য্য মাত্রই ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে

(১) দণ্ডাবোধী সংজ্ঞাপ্রয়োজনসম্ভবাদিতি শূলপাণিঃ প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইত অর্থাৎ অবৈধকার্য্যের উক্ত তিনটি স্বরূপের দ্বিতীয় স্বরূপই গৃহীত হইত, এবং তাহার ফলে অপরাধী ব্যক্তি অপরাধজনিত ব্যক্তিবিশেষের অর্থাদি দ্বারা ক্ষতি পূরণ করিলেই অব্যাহতি পাইত। এমন কি ইউরোপে ব্যবহার নীতির প্রবর্ত্তক ব্যবহার কুশল রোমানজাতির মধ্যেও দেখা যায় যে, চৌর্য্য ও সাহসাদি স্থলেও অপরাধী, ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ করিয়াই নিষ্কৃতি পাইত। অবৈধ কার্য্য, উপরিউক্ত প্রথম স্বরূপে গণ্য না হওয়ায় অর্থাৎ অপরাধীর অপরাধ, সমাজের বিরুদ্ধে গৃহীত না হওয়ায় অপরাধীর প্রতি রাজদণ্ডের কোন বিধান ছিল না। মুসলমানদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, শারীর অপরাধের প্রতিবিধান, প্রতিহিংসা বা ক্ষতিপূরণ দ্বারা, এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধের প্রতিবিধান, অবস্থানুসারে চোরিতদ্রব্যের প্রত্যর্পণ বা নষ্টদ্রব্যের মূল্য প্রদানাদিদ্বারা অর্থাৎ ক্ষতি-পূরণ দ্বারা করা হইত। মুসলমান দণ্ডনীতিতে এমন কি হত্যাস্থলেও দেখা যায় হত্যাকারীর নিকট হইতে রক্তের মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক হতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের ক্ষমা করিবার অধিকার ছিল এবং উক্তরূপে ক্ষমা করিলে হত্যাকারী নিষ্কৃতি পাইত। প্রাচীন জারম্যান (German) দণ্ডনীতিতেও ঐরূপ নীতি দেখা যায়। বঙ্গদেশে উক্ত মুসলমান দণ্ডনীতি খৃষ্টাব্দ ১৭৯০ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত ছিল দেখা যায়, এবং ঐ বৎসরে ঐ রূপে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্র-শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজা যখন সমাজ শৃঙ্খলাবিধান ও শান্তিস্থাপন ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন তদবধি অপরাধ মাত্রই প্রজা মণ্ডলীর অশুভজনক বিবেচিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে গৃহীত না হইয়া সমাজের বিরুদ্ধে গণ্য হইতে লাগিল।

ভারতীয় দণ্ডনীতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অতি প্রাচীন

কাল হইতে অবৈধকার্য্যকারীকে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধী হিসাবে রাজদণ্ডগ্রহণ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধী হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান, এবং পাতকী হিসাবে অনুতাপ পূর্ব্বক ব্রতনিয়ম উপবাসাদি দ্বারা চরিত্র গঠন উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত। ভবিষ্যতে এ সকল বিষয় বিস্তীর্ণ ভাবে উল্লিখিত হইবে। যে সকল অবৈধকার্য্যে রাজদণ্ড হয় তাহা অপরাধ নামে এবং তাহাতেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায় তাহা কিল্বিষ বা পাপ নামে ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হয়, তবে সমস্ত অপরাধই পাতক পর্য্যায় ভুক্ত ছিল, কিন্তু সমস্ত পাপ (রাজদণ্ডার্হ) অপরাধ পর্য্যায়ভুক্ত ছিল না ইহা প্রতীয়মান হয়। কেন না সমস্ত অপরাধেই রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত প্রসক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় পরন্তু অনেক বিধি ভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত বিধান পাওয়া যায় পরন্তু রাজদণ্ডের বিধান দেখা যায় না, যেমন সন্ধ্যানুষ্ঠান বিধির সকৃৎভঙ্গেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু তাহাতে রাজদণ্ড নাই, ঐ রূপ বিধিভঙ্গে রাজদণ্ড ব্যবস্থা করিতে হইলে রাজ্যশাসন অসম্ভব হইয়া উঠে।

অপরাধ ও পাতক

উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্বারা ইহা স্বীকৃত হইল যে, ইংরাজি মতে বর্ত্তমান সময়ে অপরাধ ও পাপ বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ তন্মতে অপরাধের শাস্তির দণ্ডবিধি আছে উহার সহিত পাপের শাস্তির কোন বিধান নাই প্রাচীন ভারতের হিন্দুজাতির শাস্ত্রীয় দণ্ডবিধির সহিত এই স্থানেই বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কারণ হিন্দু দণ্ডবিধিতে অপরাধ ও পাপ একই পর্য্যায় ভুক্তরূপে পরিগৃহীত। সুতরাং যে কোন অপরাধে অপরাধীকে ধর্ম্মাধিকরণে রাজদণ্ড ও বিদ্বৎসভার আদেশে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিতে হইত আমরা সেই **দ্বিবিধ দণ্ডকেই** ভারতীয়

দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। তবে যে সমস্ত অপরাধ ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইত না সে স্থলে কেবল প্রায়শ্চিত্তই দণ্ডবিধির স্থানীয় হইত। পক্ষান্তরে সেই সকল অপরাধই ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তরূপ সামাজিক দণ্ড উভয়বিধই অপরাধীকে গ্রহণ করিতে হইত। এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক শূলপাণির প্রায়শ্চিত্ত/বিবেক গ্রন্থে সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে বিশ্বরূপ (যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার) বলিয়াছেন, "দমনার্থং দণ্ডঃ প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপক্ষয়ার্থং" অর্থাৎ দমনের জন্য অপরাধীর দণ্ড ও পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত অপরাধীর প্রতি উভয়ই প্রযোজ্য। নারদ স্মৃতির 'স্ত্রীপুংসযোগ" নামক বিবাদপদস্থলে অগম্যাগমন বিষয়ে উক্ত আছে, রাজা অগম্যাগামীর প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পাপের বিশোধন হইবে। (১) ব্রহ্মহত্যা সুরাপানাদি মহাপরাধে তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া রীতি ছিল কিন্তু দণ্ড গ্রহণের পর প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে চিহ্নকরণ ব্যতীত অন্য রাজদণ্ড মাত্র গ্রহণ করা বিধি ছিল ইহা দ্বারাও প্রতীতি হয় অপরাধীর প্রতি রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই প্রযুক্ত হইত। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর ও স্তেয়প্রকরণে ইহা উক্ত করিয়াছেন তিনি মিতাক্ষরায় বলিয়াছেন দণ্ড গ্রহণের উত্তরকালে প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছুক না হইলে তাহাকেই চিহ্নিত করিয়া দিবে। (২)

কেহ কেহ বলেন উক্ত মত সর্ব্ববাদী সম্মত বলা যায় না তাঁহাদের মতে অপরাধী, রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত ইহার যে কোন একটা গ্রহণ

(১) অগম্যাগামিনশ্চাস্ত দণ্ডোরাজ্ঞা প্রচোদিতঃ।
প্রায়শ্চিত্তবিধানন্তু পাপানাংস্তাদ্বিশোধনং ॥
নারদ স্মৃতি, স্ত্রীপুংসযোগ প্রকরণ ৭৭ শ্লোক।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২৭০, স্তেয় প্রকরণ, মিতাক্ষরা।

করিলেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কেননা মনুই বলিয়াছেন মানুষ পাপ করিয়া রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইলেই নিষ্পাপ হইত, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রমাণেও পাওয়া যায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের অপনোদন হয়, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে না তাহাদের পক্ষেই রাজদণ্ড দ্বারা পাপক্ষয় হয়, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত বিহীন এবং রাজদণ্ডবিহীন তাহারাই নরকভোগী হয়। (৩) এ মতে প্রায়শ্চিত্ত ও রাজদণ্ড ইহার যে কোন একটা গ্রহণেই অপরাধী নিষ্কৃতি পাইতে পারে ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। শাস্ত্রে অপর মতও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, অপরাধী রাজাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আনীত হইলে তাহার প্রতি রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই প্রযোজ্য, এবং অনুতপ্ত হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে যে কোন একটা প্রযোজ্য। (৪) এ মতে, অপরাধী রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বা স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাদী কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া রাজার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলে তাহার প্রতি উভয়বিধ দণ্ডই প্রযোজ্য এ তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত ত্রিবিধ মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মত ও তৃতীয় মত সমীচীন বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় মত সমীচীন বলা যায় না, কারণ দেখা যায় প্রায়শ্চিত্ত মুখ্যরূপে ও অসমর্থক্ষেত্রে অনুকল্পরূপে বিহিত আছে। এবং প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার ভার সাধারণতঃ বিদ্বৎসভার উপরেই থাকিত।

---

(৩) মনু ৮ম, ৩১৮ শ্লোক। প্রায়শ্চিত্তবিবেক সুবর্ণস্তেয়প্রকরণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

(৪) আনীয়তে বলাদ্‌যস্তু স্তেনোবৈ পার্থিবং প্রতি।
প্রায়শ্চিত্তস্তু তস্যোক্তং দণ্ডশ্চ সুরসত্তম॥ ভবিষ্যপুরাণ, স্বর্ণস্তের প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত।

স্বয়ংতু গমনপক্ষে ব্রাহ্মণস্য নৃপং প্রতি।
দণ্ডদানস্যচাশক্তৌ বিজ্ঞেয়স্তু তপোগুহ!॥ প্রায়শ্চিত্তবিবেক, স্বর্ণস্তেয়প্রকরণ ভবিষ্যপুরাণ।

অবশ্য বিদ্বৎসভাও রাজার অনুমোদিত ছিল ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে তাহা প্রদর্শিত হইবে। তবে অপরাধী যদি মূল প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ কঠোর ব্রত নিয়ম তপস্যাদি না করিয়া অনুকল্প গোমূল্যাদি দান মাত্রে অব্যাহতি পায় তবে রাজ্য শাসন, সমাজ শৃঙ্খলা, রাজদণ্ডভয় একেবারেই থাকে না। সুতরাং অপরাধী রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই গ্রহণ করিবে এই মতই সমীচীন এবং তৃতীয় মতে অপরাধী অনুতপ্ত হইয়া রাজার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলে রাজা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড ইহার অন্যতর বিধান করিতেন ইহাও বলা যাইতে পারে, কেননা এ ক্ষেত্রে রাজা একটি দণ্ড দিয়া অপরটি ক্ষমা করিতেও পারেন। প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প বিধান না থাকিলে অপরাধী মুখ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে অন্যতর দণ্ড স্বীকার বরং করা যাইতে পারে।

তবেই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় অপরাধ হইলেই সে পাপী, সে অপরাধের জন্য রাজদণ্ড ও পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইত একই কার্য্যে মানুষ অপরাধী ও পাপী হইতে পারে এই মর্ম্মের উপরেই জীমূতবাহনের দায়ভাগে উক্ত হইয়াছে যে, বিভাগের পূর্ব্বে কোন অংশী, যদি সাধারণ সম্পত্তির কোন অংশবিশেষ, গোপন করিয়া রাখেন এবং বিভাগের পর তাহা অবগত হওয়া যায় তবে কোন কোন মীমাংসক, অপহ্নবকারী অংশীকে চোর ও পাপী এই উভয় শব্দেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রে গোপনকারী,চোর বলিয়া রাজদণ্ডার্হ, এবং পাপী বলিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ, ইহাই তাৎপর্য্য, (১) অবশ্য জীমূতবাহন অপহ্নবকারীকে পাপী বা চোর বলেন নাই কারণ চৌর্য্যের লক্ষণ ঐ স্থলে ঘটে নাই কাজেই সে চোরও নয় পাপীও নয়। এবং যে স্থলে অনাবৃত বনস্পতির

(১) অত্রচ সাধারণধনে পরধন মপ্যস্তীতি তন্নিহ্নবে স্তেন এব ভবতি কিল্বিষীচেতি যে মন্যন্তে তান্ প্রত্যুচ্যতে ইতি দায়ভাগ, বিভাগকালে নিহ্নুত পশ্চাৎ অবগত বিভাগ প্রকরণ।

ফল মূল হোমীয় কাষ্ঠ বা গোগ্রাসার্থ তৃণ আহরণে চৌর্য্য হয় না ইহা প্রমাণ করিয়াছেন সেস্থলেও কুল্লুকভট্ট সেই প্রমাণের টীকায় চৌর্য্য না হওয়ায় রাজদণ্ড নাই এবং পাপ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তও নাই একথা উক্ত করিয়াছেন। (২) এবং পঞ্চবর্ষন্যূন বয়স্কের অপরাধ ও পাপ হয় না এ প্রমাণেও রাজদণ্ডভোগের জন্য ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য অপরাধ ও পাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) তবেই প্রাচীন ভারতে দেখা যায় শাস্ত্রকারগণ অপরাধীর দণ্ডবিধি দ্বিবিধশাখায় বিভক্ত করিয়াছেন, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত, অপরাধ ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে এবং সে জন্য অপরাধী রাজশাসনে দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে সেই দণ্ডবিধি, অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রায়শ্চিত্তশাসনে দণ্ডিত হইলে সেই দণ্ডবিধি; ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, যে-স্থলে একই ধর্ম্মশাস্ত্রে উভয়বিধ দণ্ডের উক্তি হইয়াছে সেস্থলে বিভিন্ন প্রকরণে উভয়বিধ দণ্ডের ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। এবং প্রায়শ্চিত্তকে সামাজিক দণ্ডও বলা যাইতে পারে, অবস্থা ক্ষেত্রে এরূপও শাস্ত্রের উক্তি আছে যে, কারণ বশতঃ অপরাধীর প্রতি দণ্ড, দ্বিগুণ বিহিত হইলে প্রায়শ্চিত্তও দ্বিগুণ বিহিত হইয়া থাকে, দণ্ডের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান" এই সাধারণ নীতিই প্রায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। (৪)

---

(২) বানস্পত্যং মূল ফলং দার্ব্বগ্ন্যর্থং তথৈবচ।
তৃণঞ্চগোভ্যো গ্রাসার্থং অস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ॥ মনু৮ম, ৩৩৯ শ্লোক টীকা।

(৩) ঊনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাধিকস্য চ।
চরেদ্গুরুঃ সুহৃদ্বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥
ততোন্যূনতরস্যাস্য নাপরাধোন পাতকং।
নচাস্য রাজদণ্ডোঽস্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ধৃত অঙ্গিরাঃ॥

(৪) দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তীতিশ্রুতেস্তথা ব্যবহারাচ্চ। প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব।
কালাতিরেকেদ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
দ্বিগুণং রাজদণ্ডঞ্চ দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ স্মৃতিসাগরসার।
"সম্বৎসরাভিশস্তস্য দুষ্টস্য দ্বিগুণো দমঃ॥" মনু৮ম, ৩৭৩ শ্লোক

এই উভয়বিধ দণ্ড হিন্দু রাজা হইলে হিন্দু প্রজার প্রতিই সম্ভাবিত হইতে পারে, রাজা হিন্দু না হইলে এবং প্রজাও হিন্দু না হইলে এরূপ দ্বিবিধ দণ্ডের প্রয়োগ অপরাধীর প্রতি সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে অপরাধীকে কেবল রাজদণ্ডই গ্রহণ করিতে হয় পাপের দণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা সম্ভাবনা হইতেই পারে না। প্রাচীন ভারতে রাজা, প্রজাবর্গের ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিপালক থাকায় ঐরূপ বিধান সম্ভাবিত ছিল।

ইদানীন্তন দণ্ডবিধি ও প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধির ফলগতও বৈশিষ্ট্য ছিল, দেখা যায়, বর্ত্তমান ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রধানতঃ দুইটি ফল, প্রথম, অপরাধী শাস্তি পাইলে দণ্ডভয়ে পুনর্ব্বার সে তাদৃশ অপরাধে লিপ্ত না হয়, দ্বিতীয়, অপরাধীর দণ্ড দর্শনে অন্য ব্যক্তি সেরূপ অপরাধে অগ্রসর না হয়। পরন্তু এই দণ্ড, পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে স্বীকার করা যায় না কারণ, এমতে অপরাধ ও পাপ এক নয়। অপরাধ ও পাপ এক না বলিবার আরও যুক্তি এই, যে দণ্ড, অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে মাত্র অপরাধীর শাসন ও রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলা মাত্র সাধন করে সে দণ্ডকে প্রকৃত পাপের দণ্ড বলা যায় না কেননা সে দণ্ড, অপরাধীর আত্মার কলঙ্ক রেখা প্রোঞ্ছন করিতে বা অধ্যাত্মভাবের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, পক্ষান্তরে যে দণ্ড, অপরাধীর আত্মার সাত্ত্বিক ভাব সংস্থাপন করতঃ আত্মমালিন্য দূরীকরণে সমর্থ, সেই দণ্ডই পাপের দণ্ড, সুতরাং প্রাচীন ভারতে হিন্দু মতে ফৌজদারী দণ্ড বিধির ফল তিন প্রকার, প্রথম, অপরাধের দণ্ডরূপে রাজদণ্ড অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া তাহার শাসন দ্বারা বারান্তরে তাহাকে তাদৃশ অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করে, দ্বিতীয়, তাদৃশ দণ্ড দর্শনে অন্য ব্যক্তিও তাদৃশ অপরাধ হইতে দূরে

থাকে এবং তৃতীয় ভগবদ্ভাবনানুপ্রাণিত ব্রত সংযমাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড প্রয়োগ করিয়া অপরাধীর আত্মভাবের উন্নতি সাধন দ্বারা আত্মগত পাপ অপনোদন পূর্ব্বক জন্মান্তরীয় নরক হইতে অপরাধীকে নিবৃত্ত করে। এবং ইহাও দেখা যায় যে, ইংরাজিমতের রাজদণ্ড, যেমন প্রধানতঃ দৈহিক ও আর্থিক ভেদে দ্বিবিধ হইয়া অপরাধীর শাসন ও রাজ্যস্থ প্রজাগণের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ করে, প্রাচীন ভারতের দণ্ড বিধি যাহা অপরাধ ও পাপের দণ্ড স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট, তাহাতেও দৈহিক ও আর্থিক ভেদে দ্বৈবিধ্য পরিলক্ষিত হয়, (১) এবং তাহাতেও উক্ত রূপ ফলই সম্পাদন করে, অধিকন্তু, প্রায়শ্চিত্ত রূপ দণ্ডবিধি অপরাধীকে স্বধর্ম্মে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার চরিত্র গঠন করে ও পাপীকে জন্মান্তরীয় নরক হইতে পরিত্রাণ করে। যেহেতু অপরাধ ও পাপ এতন্মতে একই পর্য্যায়ভুক্ত স্বীকৃত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তরূপ দণ্ডস্থলে দৈহিক দণ্ড ছিল সর্ব্ব প্রথমে মস্তক মুণ্ডন, ইহা সমস্ত প্রায়শ্চিত্তেই বিহিত। দ্বিতীয়, উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণ, ইহাকেও দৈহিক দণ্ড বলা যাইতে পারে, তবে দ্বিতীয়, দৈহিকদণ্ড উপবাসাদির সহিত ভগবদ্ভাব অনুপ্রাণিত থাকায় তাহা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ মঙ্গল সংসাধন করিত। পরন্তু এই প্রায়শ্চিত্তরূপ শাসনকে **দণ্ডনীতির** শাসন বলিয়া অভিহিত করা যায় না ইহা সত্য কথা, যেহেতু ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। যাহা রাজনীতির অন্তর্গত তাহাই দণ্ডনীতির শাসন, তবে এই দণ্ডবিধির সহিতও রাজার সম্বন্ধ ছিল, বস্তুতঃ রাজার সম্পর্ক ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত রূপ দণ্ড বিধির বিধান, কেবল প্রজাবর্গ দ্বারাই এরূপ পরিপুষ্ট

(১) "শারীরশ্চার্থদণ্ডশ্চ দণ্ডোহিদ্বিবিধঃ স্মৃতঃ" নারদস্মৃতি।

হইতে পারিত না, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড ব্যবস্থা বিদ্বৎ সভা আদেশ করিলেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে বড় বড় পাপে রাজাও স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন (১) এবং প্রায়শ্চিত্ত রূপ শাসনবিধিতে যে আর্থিক দণ্ড ছিল সে অর্থ, রাজা লইতেন না তাহা ব্রাহ্মণ উদ্দেশে প্রদত্ত হইত, ঐ দান কোন কোন স্থলে মুখ্যপ্রায়শ্চিত্ত রূপে উক্ত আছে, এবং অধিকাংশ স্থলে মুখ্যপ্রায়শ্চিত্ত কষ্টকর বিধায় অপরাধী তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে। ধেনুদান বা তাহার অনুকল্প রূপে ধেনু মূল্য দান রূপ গৌণ ভাবে উক্ত আছে। এখনও সামাজিকতা বা আস্তিক্য বুদ্ধির প্রেরণায় হিন্দুজাতির মধ্যে পাপের অপনোদন জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তবে সে ব্যবস্থার সহিত এক্ষণে রাজার কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রাচীন ভারতে অর্থশাস্ত্র নির্ম্মিত দণ্ডের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মিত দণ্ডবিধির সামঞ্জস্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মিত দণ্ড বিধির সহিত অবস্থা বিশেষে রাজার সম্বন্ধ থাকার কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ শাসনাধিকৃত দেশে ফৌজদারী আইনের প্রণয়ন কর্ত্তা স্বয়ং রাজা, সাম্রাজ্য শাসনের অনুকূলে রাজা স্বয়ং শাসন আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা দ্বারা প্রজা শাসন করিতেছেন, তবে এরূপ বিধান কেবল মাত্র ব্রিটিশ শাসন ভিতরেই নয়। যিনি যখন সম্রাট্ হইয়াছেন তখন তিনিই স্বীয় সাম্রাজ্য শাসনের জন্য শাসনানুকূল দণ্ড বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহা দ্বারা প্রজাশাসন করিয়া গিয়াছেন, পরন্তু প্রাচীন ভারতে রাজা স্বয়ং দণ্ডবিধির সৃষ্টি কর্ত্তা ছিলেন না, দণ্ড বিধি ও বিচার পদ্ধতির বিধান কর্ত্তা ছিলেন আর্য্য মহর্ষিগণ, ইহা প্রথমেই সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। রাজা, মহর্ষিগণের সেই উজ্জ্বলপ্রতিভাপ্রণীতবিধি

(১) স্বয়ং বা ব্রাহ্মণৈঃ কৃচ্ছ্রং মলদোষে বিধীয়তে।
রাজ্ঞাচ ব্রাহ্মণৈশ্চৈব মহৎসু পরিচক্ষ্যতে॥ দেবলবচন। প্রায়শ্চিত্তবিবেক

সকল অবলম্বন করিয়া প্রজা শাসন করিতেন। তবে বর্ত্তমান ইংরাজি ফৌজদারী নীতিও অনেক স্থলে ভারতীয় দণ্ড নীতির সহিত অবিকল সমান দেখিতে পাওয়া যায় এই পুস্তক পাঠ কালে পাঠক তাহা স্থানে স্থানে বুঝিতে পারিবেন। দেওয়ানি বিধি বা আইন সকল, তত্তদ্দেশবাসীর, প্রাচীন মৌলিক শাস্ত্র মূলক হইলেও বর্ত্তমান ফৌজদারী আইন সকল রাজা স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছেন এবং ঐ সকল আইন রাজা বা গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন, দেখা যায় বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনের যেরূপ ধারা আছে ঐ রূপ ধারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দণ্ডবিধির ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে হিন্দু শাস্ত্রে নাই। তবে যে সকল অপরাধের দণ্ড, শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করেন নাই, বা যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধির শাস্ত্রে উল্লেখ নাই অপরাধের বা পাপের অবস্থা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সে স্থলে দণ্ড, বা প্রায়শ্চিত্ত, কল্পনা করা হইত। এবং অপরাধেরও শ্রেণী বিভাগ ছিল। ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র যে কোন শাস্ত্র মূলক দণ্ডবিধি হউক না কেন তাহার মূলে "ধর্ম্ম" কথাটি ওত-প্রোত ভাবে নিহিত, হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে ধর্ম্ম শব্দটি ত্যাগ করিয়া কোন বৈধ কর্ম্ম নাই, সেই ধর্ম্মের প্রমাণ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি, সুতরাং হিন্দু রাজাগণ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসনের অনুরোধে ধর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত বা অর্থ শাস্ত্র বিহিত, সর্ব্ববিধ নৈতিক দণ্ড বিধির উপরেই দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইতেন, এই জন্যই ধর্ম্ম শাস্ত্র নিয়মিত দণ্ড বিধি যাহার ব্যবস্থা বিদ্বৎ সভাই দিতেন তাহাতেও অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ মহৎ পাপে রাজাকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিধান করিতে হইত।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু জাতির কি শিক্ষা কি সভ্যতা কি আচার কি ব্যবহার, কি রাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু জাতির যাহা কিছু শাস্ত্র আছে সমস্ত শাস্ত্রেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধান উল্লিখিত আছে, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ছাড়িয়া কোন কর্ম্মই হিন্দু জাতির নাই, কাজেই রাজনীতি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোত ভাবে সম্বদ্ধ, তাহার ফলে ইদানীন্তন শাসন প্রণালী যেমন বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে সমান, প্রাচীন ভারতে তাহা ছিল না, তখন একই অপরাধে ব্রাহ্মণের যে দণ্ড হইত অন্য জাতির তাহা হইত না, কখনও অপরাধ বিশেষে ব্রাহ্মণের দণ্ড অধিক ও অন্য জাতির দণ্ড, বর্ণভেদে স্তরে স্তরে স্বল্প ছিল, কখন বা অপরাধ বিশেষে ব্রাহ্মণের দণ্ড স্বল্প, অন্য জাতির দণ্ড অধিক ছিল, যেমন ব্রিটিশ শাসনে দেখা যায় যেরূপ অপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয়, সে অপরাধ সকল জাতির পক্ষে সমান, তাহাতে বর্ণভেদে দণ্ডভেদ নাই। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুশাসন দণ্ডবিধির এরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। তাহাতে দেখা যায় প্রাণদণ্ডোপযুক্ত অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড নাই, ব্রাহ্মণ যদি প্রাণদণ্ডোপযুক্ত অপরাধ করেন, তবে তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইত, কঠোর শারীর দণ্ড ব্রাহ্মণের ছিল না, যেমন বিষ্ণুসংহিতা মহাপাতক অপরাধে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতিই বধার্হ হইবেন ইহা বলিয়াছেন (১) এই মহাপাতক অপরাধের মধ্যে ব্রহ্মহত্যা একটি অন্যতম, রাজনৈতিক দণ্ডবিধির ভিতরে মহাপাতক অপরাধ, যাহা প্রায়শ্চিত্ত বিধির অন্তর্গত তাহার উল্লেখ থাকায়, প্রতীয়মান হয় যে, রাজদণ্ড ও সামাজিকদণ্ড পরস্পর মিশ্রিত ছিল এবং সামাজিক দণ্ডের উপরেও রাজবিধান ছিল অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় সামাজিক দণ্ড গ্রহণ করিলে রাজদণ্ড

---

(১) মহাপাতকিনোব্রাহ্মণবর্জ্জংসর্ব্বেবধ্যাঃ। ন শারীরো ব্রাহ্মণস্যদণ্ডঃ স্বদেশাৎ-কৃতাঙ্কং ব্রাহ্মণং বিবাসয়েৎ। বিষ্ণুসংহিতা ৫ম অধ্যায়।

কিছু অল্পই হইত যেমন মহাপাতক অপরাধে সামাজিক দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্রাহ্মণকে রাজা কেবল নির্ব্বাসিত করিবেন, পরন্তু তাহাকে চিহ্নিত করিয়া দিতেন না। (২) আরও দেখিতে হইবে সামাজিক দণ্ডের সহিত রাজার সম্পর্ক না থাকিলে, যে সকল গুরুতর অপরাধে রাজদণ্ড ছিল, **অপরাধীর মৃত্যু**, ঠিক সেই সকল গুরুতর অপরাধে বিদ্বৎসভা ও, অপরাধীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান করিতে পারিতেন না, রাজাকে অপেক্ষা না করিয়া মৃত্যুদণ্ড বিধান করা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই কারণেই রাজনৈতিক দণ্ড ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত দণ্ড অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তদণ্ড উভয় দণ্ডই প্রাচীন ভারতে ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবং প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডের ফল ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধই ছিল, ঐহিক ফল যাহা প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে দৈহিক দণ্ড অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন এবং উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণ ছিল তাহা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, তদতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধির আরও একটি ঐহিক দণ্ড ছিল সামাজিক শাসন অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহার কেহ করিতেন না। এই সামাজিক অব্যবহার্য্যতাও শাস্ত্রানুমোদিত ছিল, শাস্ত্রে পাপস্থলে পাপের দ্বিবিধ শক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, একটি নরকোৎপাদিকা, দ্বিতীয়, ব্যবহারবিরোধিকা, অর্থাৎ পাপ করিলে পাপী জন্মান্তরে নরক ভোগ করিবে, এবং সমাজে অব্যবহার্য্য হইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপের ঐ দ্বিবিধ শক্তিই নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে আধুনিক কতকগুলি নিবন্ধকার বলেন অতি বৃহৎ পাপে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহার নাই,

(২) প্রায়শ্চিত্তন্তু কুর্ব্বাণাঃ সর্ব্বেবর্ণাযথোদিতং।
নাঙ্ক্যা রাজ্ঞা ললাটেতু দাপ্যাস্তূত্তমসাহসং॥ মনু ৯ম, ২৪০ শ্লোক।

সেস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মাত্র জন্মান্তর ভাবি নরক নিবৃত্ত হইবে, তাহার ফলে পাপীকে জন্মান্তরীয় ফলভোগ করিতে হইবে না, তবে এ সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করেন নাই, কোন কোন প্রাচীন নিবন্ধকার ঠিক ইহার বিপরীত বলেন তাঁহাদের মতে অতি বৃহৎ পাপেও প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপী সমাজে ব্যবহার্য্য হইবেন কিন্তু নরকের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। (১) এ মতে বৃহৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে অব্যবহার্য্যতা দোষ একেবারেই থাকিবে না, তবে ছোট পাপে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তাহা দ্বারা পাপের দ্বিবিধ শক্তির ধ্বংস হইবে ইহা প্রাচীন ও নবীন উভয় নিবন্ধকার সম্মত। যে সকল পাপে সামাজিক অব্যবহার্য্যতা স্বীকার আছে তাহার নির্দ্দেশ পরে করিব।

বিষ্ণু সংহিতার ন্যায় মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা শাস্ত্রেও ব্রহ্মহত্যা অপরাধে এবং অন্যান্য মহাপাতক পাপ, যেমন সুরাপান ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণ বিমাতৃগমন, এবং অন্যান্য বধযোগ্য অপরাধেও ব্রাহ্মণের বধদণ্ড, রাজনৈতিক দণ্ডরূপে বিহিত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ঐ সকল পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধিস্থলে ব্রাহ্মণের বধদণ্ড বিহিত হইত। উক্ত মহাপাতক পাপের মধ্যে একমাত্র সুরাপান ব্যতিরিক্ত অপরগুলি সমস্ত বর্ণেরই মহাপাতক। এবং সমস্ত মহাপাতকেই মুখ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মরণ প্রায়শ্চিত্তই সর্ব্বত্র বিহিত হইয়াছে অবশ্য, মরণে অসমর্থ

(১) প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতংভবেৎ।
কামতোব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে ॥
যাজ্ঞবাল্ক্য প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ ২২৬ শ্লোক

মিতাক্ষরা দেখ।

ব্যক্তির পক্ষে অনুকল্প বিধানও আছে, মরণের অনুকল্প চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত, ঐ ব্রত অত্যন্ত কঠোর। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্থল মাত্রেই মুখ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে কঠোর ব্রতের বিধান হইয়াছে, যাহার অনুষ্ঠানে পাপীর অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ হয় এবং সেই বিশুদ্ধির ফলে তাহার ঐহিক শুভ ও জন্মান্তরীয় শুভ ঘটিয়া থাকে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুশাস্ত্র মতে অপরাধ ও পাপ একই পর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ অপরাধ করিলে তাহাকে অপরাধ ও পাপ উভয়ের শাস্তিই গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং অপরাধ যেমনই হউক না কেন তাহাই পাপ স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার ফল ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ত্রই দেখা যায়। প্রসঙ্গ ক্রমে এস্থলে আরও দুই একটি কথা আমার বলা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষিগণ জন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদী, জগতের অবস্থা বৈচিত্র সমাধানের উত্তরে জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ ভিন্ন অন্য কোন সদুত্তর নাই ইহাই তাঁহাদের মত। তাঁহারা আর্ষপ্রতিভা বলে পাপ কর্ম্মের গতি জন্মান্তরেও দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে পরিদৃশ্যমান এই জগৎ কর্ম্মফলের উপরেই পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও ধ্বংসদ্বারা পরিভ্রমণ করিতেছে। জীব যেদিন বাসনামুক্ত হইয়া কর্ম্মপাশ ছেদন করিবে সেই দিনই জন্মান্তরের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎস্বরূপে পর্য্যবসিত হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করিবে। তাঁহাদের মতে পাপের ফলে জন্মান্তরে জীবের নানারূপ কষ্ট ঘটিয়া থাকে, মৃত্যুর পর জীবের পাপের ফল প্রথমতঃ নরক ভোগ, নরকভোগের পর পাপের অবশিষ্ট ফলানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবকে নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়। যেমন ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগের পর কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, পরে মনুষ্যশরীর প্রাপ্তিতেও তাহাকে সাতজন্ম নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত থাকিতে হইবে।

কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মান্তরীয় মহাপাতকেরই শেষপাপের সূচক বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করেন। এইরূপ সমস্ত পাপেরই ফল নরকের পর রোগ-শোক দুঃখাদিরূপে জীব ভোগ করিয়া থাকে ইহা ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু জপ, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি কঠোর ভগবদুপাসনা ও দানাদিরূপধর্ম্মদ্বারা পাপের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ গতি, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জীবের ভাবিদুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ হয়, একারণ প্রায়শ্চিত্তরূপ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করে। (১)

পাতক (sin)—পাপের ছোট বড় শ্রেণী বিভাগ নির্দ্দেশস্থলে শাস্ত্র প্রণেতাগণ নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী দেখাইয়াছেন। একটি কথা এ-স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, হিন্দুশাস্ত্র মতে বিধির ব্যতিক্রম করিলেই পাপ হয়, পরন্তু সমস্ত বিধি ইংরাজি মতের আইন অর্থে প্রযুক্ত নয় বা হিন্দু-মতানুযায়ী রাজদণ্ড বিধিরও অন্তর্গত নয় অথচ সে বিধির অতিক্রম করিলে মানবকে পাপী বলিতে হইবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও আছে তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম বলে। ধরিয়া রাখিতে হইবে সেই সকল পাপগুলি প্রায়শ্চিত্তরূপ দণ্ডবিধির অন্তর্গত হইলেও রাজকীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ভুক্ত হইবে না, ইহা মুখবন্ধেও উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য পাপে প্রায়শ্চিত্ত ও রাজকীয় দণ্ড উভয়ই প্রযুক্ত হইবে। এ জন্য দণ্ডপ্রকরণের ভিতরেও রাজা অপরাধীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন একথার উল্লেখও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া

১ তপসোঽন্তে বিশুধ্যন্তি কর্ম্মণাং বা পরিক্ষয়াৎ।
তস্মাৎ কর্ত্তব্য মেতৈস্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥ যমঃ।

যায় (১) হিন্দুশাস্ত্র মতে পাপের শ্রেণীবিভাগ যথা, অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ, ও প্রকীর্ণ। এই শ্রেণীবিভাগে নববিধপাপ দেখা যায়, ইহার ভিতরে অধিকাংশ স্থলে রাজশাসন ও প্রায়শ্চিত্তশাসন উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পাপ হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত, যথা, অগম্যা স্ত্রী সম্ভোগ, নরহত্যা, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, (সাহস) অভক্ষ্যভক্ষণ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবলা, নিরপরাধ ব্যক্তিকে রাজার নিকট দোষী বলিয়া প্রকাশ করা, গুরুজনের উপর মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা, বেদ বিস্মৃত হওয়া ও বেদ নিন্দা করা, কূট সাক্ষ্য দেওয়া, গবাদিবৃহৎ পশু হত্যা, শৃগাল কুকুরাদি জীব হত্যা, মৎস্যাদি জলচর ও কীটপতঙ্গাদি হত্যা, অযাজ্য যাজন করা, অসৎপ্রতিগ্রহ, অসৎঅধ্যাপন, আত্মবিক্রয়, অকারণে পিতামাতা পুত্রাদি ত্যাগ, পরিবেদন করা, কন্যা দূষিত করা, আরব্ধ ব্রত হইতে চ্যুত হওয়া, অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করা, অপক্কদশায় ধান্যাদি নষ্ট করা, স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করিয়া তদুপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, পরহিংসা, ঋণ পরিশোধ না করা, নাস্তিকতা করা, ঋণ অপলাপ করা, বৃক্ষাদি ছেদন, অসৎশাস্ত্রের অনুশীলন, শাস্ত্র বিরুদ্ধ নৃত্যগীতাদির অনুশীলন বাপী, কূপ, উপবন, সেতু, তড়াগ, যজ্ঞ করিবার স্থান, প্রাচীর ও দেবগৃহাদি ভঙ্গ করা, প্রতিমা ভঙ্গ করা, অভিসম্পাত ও শপথ করা, আশ্রমচ্যুতি, মিথ্যা অ:-যুক্ত হওয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা করা, বলপ্রয়োগে নীচজাতীয় দাসত্ব, উচ্ছিষ্টভোজনাদি করাইয়া দেওয়া, জলে ও অগ্নিতে

(১) বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ ত্রয়াণাম্ বশেষতঃ।
অকার্য্যকারিণঃ সর্ব্বান্ প্রায়শ্চিত্তানিকারয়েৎ। মৎস্যপুরাণ ২২৭ অধ্যায়
রাজধর্ম্ম দণ্ড প্রকরণ।

মলমূত্র প্রক্ষেপ করা প্রভৃতি। এই সকল পাপের ভিতরে যে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই অথচ সে সকল কার্য্য অবৈধ, তাহা নবমপাতক প্রকীর্ণের অন্তর্গত, এই সকল পাপের ভিতরেও অনেক পাপ, রাজদণ্ডের অন্তর্গত অপরাধের মধ্যে পড়িবে না, পরন্তু প্রায়শ্চিত্ত বিধির অন্তর্গত হইবে, একারণ রাজা প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক বিধায় আবশ্যক হইলে সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেন, রাজ-গোচরীভূত করিবার আবশ্যক না হইলে পণ্ডিত মণ্ডলীই তাহার প্রায়-শ্চিত্ত বিধান দিতেন। (২) ইহার ভিতরে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অতি-পাতক, জ্ঞানতঃ মহাপাতক, ও বিশেষ বিশেষ অনুপাতকে পাপী সমাজে অব্যবহার্য্য হইতেন।

আরও দেখিতে হইবে, যে কার্য্যে শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে তাহা হিন্দুশাস্ত্রমতে অপরাধ ও পাপ, সুতরাং তাদৃশ কার্য্যে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই প্রদত্ত হইত। এ কারণ অনেক স্থলে দেখা যায় বাদী প্রতিবাদী বিবাদের কথা না উঠাইলেও রাজার গোচরে কোন কোন অপরাধ বা পাপ আসিলে রাজা তাহার দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার বিধান করিতেন, দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায় যেমন "সুরাপান", সুরাপান করিয়া যদি কোন অপরের অনিষ্ট সাধন না করে এবং তাহার প্রতিবাদীভাবে বিবাদ রাজদ্বারে উপস্থিত না হয় তবে ইংরাজী ফৌজদারী বিধিতে তাহার দণ্ড নাই, দণ্ড তুলিবার অধিকারও কাহারও নাই, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রমতে দেখা যায় সেরূপ ক্ষেত্রেও রাজা সুরাপায়ীকে রাজদণ্ড দিতেন যদি সুরা-

একো দ্বৌ বা ত্রয়োবাপি যদব্রূয়ুর্ধর্ম্ম পাঠকাঃ।
স ধর্ম্ম ইতিবিজ্ঞেয়ো নেতরেষাংসহস্রশঃ॥
যদ্বদন্তিতমোমূঢ়া মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ
তৎপাপংশতধাভূত্বা তদ্বক্তৄনমুগচ্ছতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক যমঃ

পান রাজার গোচরে আসিত, রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তদণ্ড বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় সকল বর্ণের পক্ষে সুরাপানে অর্থাৎ যাদৃশ সুরাপানে পরের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয় নাই বা সামাজিক অনিষ্ট হয় নাই তাহাতে দণ্ডবিধান ছিল না, যেমন শূদ্র সুরাপান মাত্র করিলে কোন রাজদণ্ডও নাই প্রায়শ্চিত্তও নাই, সুরাপান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ যাহারা দ্বিজাতির অন্তর্গত তাহাদের পক্ষেই মহাপাতক পাপ, (১) তবে সুরাপায়ী রাজদণ্ড পাইবায কারণ ঘটাইলে হিন্দুমতে শূদ্রও রাজদণ্ড পাইত, এবং বর্ত্তমান ইংরাজী ফৌজদারী বিধিতেও দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হিন্দুশাসন মতে বর্ণ ভেদে এইরূপ দণ্ডের তারতম্য থাকিবার যুক্তি এই, যাঁহারা জ্ঞানে ও সদ্‌গুণে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, এবং সম্মানে যাঁহারা সকলের উপর সমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ জাতি, অপরাধ করিলে কোন কোন স্থলে (অর্থাৎ অপরাধ বিশেষে, কেননা অনেক অপরাধে ব্রাহ্মণেরও দণ্ড অধিক দেখা যায়)(২) অল্প দণ্ড পাইতেন, অন্য বর্ণের তদপেক্ষায় দণ্ড অধিক হইত, জাতি অনুসারে গুণবত্তাই ঐরূপ দণ্ডতারতম্যের হেতু ছিল, এবং জাতি অনুসারে গুণবত্তার ক্রমিক ন্যূনতাই পর পর বর্ণের দণ্ডাধিক্যের হেতু ছিল, এই নীতি (principle) যে একেবারেই এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, এখনও দেখা যায় বর্ণভেদে না হউক সমাজের ভিতর যাঁহারা বিশেষ সম্মানার্হ ও

(১) ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বাঙ্গনা গমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপিতৈঃ সহ॥
সুরাবৈ মলমন্নানাং পাপ্মাচ মল মুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাংপিবেৎ॥ মনু ঃ

(২) বিদুষোঽতিক্রমে দণ্ডভূয়স্ত্বং। গোতম ধর্ম্মসূত্র, ১২।১৫।

গুণবান্, তুল্য অপরাধে তাঁহাদের অপেক্ষা নীচ লোকের দণ্ড অধিক হইয়া থাকে, (যথামানহানি)। কেবল যে, জাতির তারতম্যই প্রাচীন ভারতে দণ্ড তারতম্যের হেতু ছিল তাহা নয়, অপরাধীর জাতি, শক্তি, গুণ, বয়স, কাল, অপরাধ প্রথম কি পুনঃ পুনঃ কৃত, অভিসন্ধি, অর্থাৎ অপরাধোপার্জ্জিত অর্থে মাতৃপোষণ বা পরদারাদিকরা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য হইত। (১) প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড উভয়ত্রই নীতি (principle) সমান এবং বর্ত্তমান শাসন প্রণালীতেও এই নীতি অনুসৃত আছে। বয়স বিবেচনায় বর্ত্তমান শাসন প্রণালীতে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে দেখা যায়,

ধারা ৮২। ৭ বৎসরের নীচে কোন বালকের অপরাধ নাই।

,, ৮৩। ৭ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইতে উনদ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকের অপরাধ গণ্য হইবে না, যদি তাহার বিচার বুদ্ধি না হইয়া থাকে অর্থাৎ সে কৃত কার্য্যের ফল যদি না বুঝিতে পারে।

,, ৮৪। অপরাধ করিবার সময়ে বিকৃত মস্তিষ্কতা হেতু কার্য্যের ফলাফল যাহার বোধ নাই তাহারও অপরাধ নাই।

,, ৮৫। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতাল হইয়া (অর্থাৎ জোর করিয়া মাতাল করিয়া দিলে) যদি অপরাধ করে তবে সে অপরাধী হইবে না।

---

(১) অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশ কালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥ মনু ৮ম ১২৬।
প্রকাশেচ রহস্তেচ অভিসন্ধ্যাত্তপেক্ষয়া।
জাতিশক্তিগুণান্ দৃষ্ট্বা সকৃদ্ বুদ্ধিকৃতং তথা ॥
অনুবন্ধাদিকংদৃষ্ট্বা সর্ব্বংকার্য্যংযথাক্রমং ॥
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, বিশ্বামিত্র।

পরন্তু প্রাচীন ভারতে "দণ্ডের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তবিধি" এই নীতির অনুসরণে (২) প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিধির রীতি প্রায় সর্ব্বত্র সমান হইলেও বয়ঃক্রম বিষয়েপ্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিধির কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন বালকের অপরাধ বা পাতক হয় না সুতরাং পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালক পর্য্যন্তের প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড নাই। * কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত স্থলে পঞ্চবর্ষাধিক ও একাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্কের পাদ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত, তবে ঐ প্রায়শ্চিত্ত, বালকের প্রতিনিধি রূপে আত্মীয় স্বজনে করিয়া দিবেন একাদশবর্ষের পর পঞ্চদশ বয়স্ক পর্য্যন্ত অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত, তাহার পর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত প্রযুক্ত হইবে। এবং অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ, স্ত্রীজাতি ও রোগীর প্রতিও অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত বিহিত। (৩)

রাজদণ্ডবিষয়ে প্রাচীন ভারতে, স্ত্রী, বালক, উন্মত্ত বৃদ্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তি সাধারণ অপরাধ করিলে রাজা তাহাদিগকে অর্থদণ্ড না দিয়া বেণুদল বা রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা দণ্ড প্রদান করিতেন।(৪) তবে স্ত্রীধন থাকিলে স্ত্রীজাতিও অর্থদণ্ডদানে বাধ্য হইতেন। বালকশব্দের সাধারণপরিভাষা, প্রায়শ্চিত্ত-স্থলে ঊনষোড়শ পর্য্যন্তই দেখা যায়। তবেই জানা গেল ৫ বৎসরের পর পূর্ণ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালক দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইলে

(২) "দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্তানিভবন্তীতি ন্যায়ঃ" প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

* ৮ পৃষ্ঠার নিম্নে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

(৩) পাদো বালেষু দাতব্যঃ সর্ব্বপাপেষ্বয়ংবিধিঃ" লঘুহারীতঃ
অশীতির্যস্যবর্ষাণি বালোবাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তিস্ত্রিয়োরোগিণ এবচ॥ শাতাতপ।

(৪) স্ত্রীবালোন্মত্তবৃদ্ধানাং দরিদ্রাণাঞ্চ রোগিণাং।
শিফাবিদলরজ্জ্বাদ্যৈর্বিদধ্যান্নৃপতির্দমং॥ মনু ৯ম ২৩০।

সে সামান্য শাসনও প্রাপ্ত হইত একেবারেই যে দণ্ড হইত না তাহা নয়। তবে এ সকল বিষয়ে অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা পূর্ব্বক বিচারপতি দণ্ডের বিধান করিতেন। প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে ইহাও পাওয়া যায়, দ্বিজাতিগণ ৮ বৎসর পর্য্যন্ত খাদ্যাখাদ্য, পেয় অপেয়, বাচ্য অবাচ্য বা মিথ্যা বাক্যে পাপী হইবে না সুতরাং ঐ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র পাপে প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু পাপ গুরুতর হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, যেমন ঐ বয়সের ব্রাহ্মণ বালক যদি মদ্যপান করে তবে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ বা বহুকাল পর্য্যন্ত যদি ম্লেচ্ছাদির অন্ন ভোজন বা তাহাদের ভৃত্য থাকা বা তাহাদের উচ্ছিষ্টমার্জ্জনাদি করিলে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ, তবে প্রায়শ্চিত্ত কিছু স্বল্প।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অপরাধ বিবাদস্থলে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে বাদী প্রতিবাদীর মোকদ্দমা বিচার পূর্ব্বক রাজাদণ্ড বধান করিতেন, এবং সমাজ শাসন মতে অপরাধীকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইত, অপরাধ ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত না হইলে অপরাধী প্রায়শ্চিত্ত মাত্র সমাজ শাসন গ্রহণ করিতেন। পরন্তু ইহাও দেখা যায় বিবাদ ক্ষেত্র নয় অথচ রাজা অপরাধ জানিতে পারিয়াছেন তাহাকেও রাজা দণ্ড দিতেন, যেমন যে কোন বর্ণ, সে যদি নিজের জাতিনাশক অভক্ষ্য ভক্ষণাদি করে তবে রাজা তাহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। (১) বর্ত্তমান দণ্ড বিধিতে ঐরূপ আকারে রাজার নিকট কোন ব্যক্তির অপরাধ জানাইবার অধিকার নাই, যদি তাহার কোন ক্ষতি না হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণতার উপর রাজকর্ত্তব্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় প্রাচীন ভারতে হিন্দুশাস্ত্র মতে ঐরূপ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা হইয়াছে, কেননা যে কোনরূপে দণ্ডার্হ

(১) জাতিভ্রংশ করস্য অভক্ষ্যস্য ভক্ষয়িতা বিবাস্যঃ।

বিষ্ণুঃ বিবাদরত্নাকরসাহসতরঙ্গ

হইলেই তাহাকে রাজা দণ্ড না দিলে এবং অদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে, (১) তিনি নরকগামী ও অযশস্বী হইতেন।

প্রাচীন ভারতে দণ্ডবিধির উদারতা বা অপক্ষপাতিতা আলোচনা করিলে উহার উপরে বিশেষ শ্রদ্ধা হয়, প্রজাসাধারণের সহিত নির্ব্বিশেষে রাজা, বিশেষ আত্মীয়গণকেও অপরাধ অনুসারে দণ্ড দিতেন। এমন কি, পুত্র ভ্রাতা শ্বশুর মাতুল প্রভৃতি অপরাধ করিলে রাজা তাহাদিগকে দণ্ড দিতেন, তবে কেহ কেহ বলেন, পিতামাতা অপরাধ করিলে রাজা নিজের পিতা মাতাকে দণ্ড দিবেন না, পরন্তু মনু পিতামাতার প্রতিও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থায় কুণ্ঠিত হন নাই (২) এমন কি যে অপরাধে রাজ ব্যতিরিক্ত অন্য প্রাকৃত জনের এক পণ দণ্ড হইতে পারে এরূপ অপরাধ যদি রাজা স্বয়ং করেন, তবে রাজারও সহস্রপণ দণ্ড হইবে,রাজার দণ্ড জলে অথবা ব্রাহ্মণকে দিবে এরূপ বিধান থাকায় রাজাও স্বয়ং দণ্ডার্হ অপরাধে দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু ইংরাজি আইনে স্বয়ং রাজা অপরাধ করিলেও তিনি দণ্ডার্হ হইবে না। ("Cf. The King can do no wrong.") বিবাদরত্নাকরের মতে রাজার দণ্ড অধীনস্থ রাজার প্রতিই প্রযোজ্য ইহা জানা যায় তবে শারীর দণ্ড কোন রাজার প্রতিই থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এলফিনষ্টোন্ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলিয়াছেন প্রাচীন ভারতে ফৌজদারীদণ্ডবিধি সুরুচিসম্পন্ন ইহা বলা যায় না বরং

(১) অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজাদণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশোমহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥ মনু ৮ম, ১২৮।

(২) পিতাচার্য্যঃ সুহৃদ্‌ভ্রাতা মাতাপুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যোনামরাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি। মনু ৮ম, ৩৩৫।

বর্ব্বরতা মূলক বলা যাইতে পারে যে হেতু দেখা যায় হিন্দুশাস্ত্রে অপরাধ যে অঙ্গদ্বারা করা হইত তাহার সেই অঙ্গে দণ্ড হইত, যদি কোন শূদ্র শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করে অথবা পাদ উত্তোলন করে তবে হস্তউত্তোলনে হস্তচ্ছেদন ও পাদউত্তোলনে পাদচ্ছেদন দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে এইরূপ উৎকৃষ্টজাতির সহিত একাসনে উপবেশন করিলে শূদ্রকে লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। (১) অথবা যেন মৃত্যু না হয় এরূপ করিয়া তাহার কটিদেশ কর্ত্তন করিয়া দিবে। এরূপ দণ্ডবিধি অমার্জ্জিত ও কুরুচি সম্পন্ন এলফিনষ্টোন্ সাহেব যাহাই বলুন এই নীতি ইউরোপেও পূর্ব্বে পরিগৃহীত ছিল না ইহা বলা যায় না, ঈজিপ্ট্ ও রোম প্রদেশে চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু উদ্ধরণ করার কথা এখনও প্রচলিত আছে (Eye for eye.) তবে এই নীতি অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুশাসন হইতেও বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহার ও পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন তীর্থধ্বংস গ্রন্থিভেদ (গাঁট্‌কাটা) প্রভৃতি অপরাধে প্রথমবার যাহাতে সন্দংশচ্ছেদ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীচ্ছেদন বা ৪৫ পণ দণ্ড, দ্বিতীয়বারেও ঐরূপ ছেদন বা ৩০০ পণ দণ্ড, তৃতীয়বারে দক্ষিণ হস্তচ্ছেদন বা ৪০০ পণ দণ্ড চতুর্থ বারে বধদণ্ড, এস্থলেও দেখা যায় অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্ত্তে জরিবানাও বিধান ছিল। (২) এইরূপ অঙ্গচ্ছেদন যোগ্য অন্যান্য অপরাধেও অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডের বিধান প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। হিন্দুজাতির ঐরূপ দণ্ডনীতির সহিত পাপের ফলাফলের একরূপ সামঞ্জস্য অনুভব করা যায়, আমি পূর্ব্বে উক্ত করিয়াছি অপরাধ ও পাপ একই কথা, অপরাধের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত না হইলে তাহার ফল, সুদূর ভবিষ্যৎ জন্মান্তর পর্য্যন্ত গামী হয়, অলৌকিকপ্রতিভা

(১) মনু ৮ম ২৭৯। ২৮০। ২৮১ দ্রষ্টব্য। যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায় ২১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(২) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, একাঙ্গবধনিষ্ক্রয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সম্পন্ন মনীষী মহর্ষিগণ আর্ষ ও প্রাতিভ চক্ষুদ্বারা পাপের জন্মান্তর ফল দর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায় হিন্দুজাতির অপরাধের ঐহিক দণ্ডের বিধানের সহিত জন্মান্তরীয় দণ্ডের ও সামঞ্জস্য আছে, যে অঙ্গদ্বারা অপরাধ করিবে অপরাধী সেই অঙ্গে যেমন ঐহিক রাজদণ্ড গ্রহণ করে জন্মান্তরেও তত্তৎ অঙ্গদ্বারা পাপের ফল গ্রহণ করিবার বিধান ও দেখা যায়। শরীর বাক্য বা মনের দ্বারা জীব যে সকল শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করে তদনুরূপ জন্মান্তরে উত্তম মধ্যম ও অধম কর্ম্ম জন্য গতিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শারীর পাপের ফল জীব জন্মান্তরে শরীর দ্বারাই উপভোগ করে, এইরূপ মনের দ্বারা মানস পাপের ফল ও বাক্যের দ্বারা বাচিক পাপের ফল জীব ভোগ করিয়া থাকে, যথা জন্মান্তরে স্থাবরতালাভ শারীর পাপের ফল, যাহারা অস্ফুটভাষী অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি সেই যোনিতে জন্মলাভ বাচিক পাপের ফল, বাক্যে পাপ করিলে যে জন্মে বাক্য অস্ফুট হয় তাদৃশ পশুপক্ষী যোনিতে জন্ম হয় এবং অন্ত্যজ জাতি, যাহাদের মন, তমঃ স্বভাব পূর্ণ সেই জাতিতে জন্মগ্রহণ করা মানস পাপের ফল, সুতরাং দেখা গেল শরীর বাক্য ও মন ইহার মধ্যে যাহা দ্বারা পাপ করিবে জন্মান্তরে ও ঠিক্ তাহা দ্বারাই সেই পাপের ফল উপভোগ করিবে। (১) ঋষিগণ এই তত্ত্বের দৃষ্টান্তে ঐহিক রাজদণ্ডের বিধানও পাপের পরিণাম ফলের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ইহা বর্ব্বরতা মূলক বলা যায় না।

(দণ্ডবিভাগ ও দণ্ডশব্দার্থ)

দণ্ড, প্রধানভাবে দ্বিবিধ দেখা যায়, অর্থদণ্ড ও শারীরদণ্ড, অপরাধীর নিকট হইতে ধনগ্রহণের নাম অর্থদণ্ড এবং কারাগারে অবরোধাদি

(১) মনু ১২শ ৮।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জীবনান্ত পর্য্যন্তকে শারীরদণ্ড বলা যায়। অর্থদণ্ডে সামান্য কাকিনী হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাধ বিশেষে অপরাধীর সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত পর্য্যন্ত ও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও দুই প্রকার দণ্ড, হিন্দুশাস্ত্রে আছে প্রথম ধিগ্‌দণ্ড, দ্বিতীয় বাগ্‌দণ্ড, অপরাধীকে ভৎসনাদি ধিক্কার দিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার নাম ধিগ্‌দণ্ড, এবং নিন্দাশাপাদ করার নাম বাগ্‌দণ্ড, অপরাধীর অপরাধের অবস্থানুসারে বিচারক ঐ সকল অপরাধের একটি দুইটি তিনটি বা অবস্থা বিশেষে চারিটি দণ্ডই প্রয়োগ করিতে পারিতেন। যদ্যপি এই সকল দণ্ডবিধি রাজারই প্রযোজ্য বলিয়া উক্ত আছে তথাপি গ্রামাধিপতি বা মণ্ডলাধিপতিগণও এ সকল দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন। হিন্দুশাস্ত্রে শারীর দণ্ড, বধদণ্ডনামে অভিহিত, অর্থাৎ যে দণ্ডে অপরাধীর শারীর ক্লেশ আছে সে দণ্ড, অপরাধের অনুরূপ বেত্রাঘাতই হউক বা জীবনান্তই হউক তাহাকেই বধদণ্ড বলিয়াছেন। (১) হিন্দুশাস্ত্রে দণ্ডশব্দের অর্থ যাহা দ্বারা দমন হয় ব্রহ্মা দণ্ডরূপে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি লোভী বুদ্ধিহীন চঞ্চল, ন্যায়ানুসারে তিনি দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, পক্ষান্তরে যিনি অপ্রতারক শুচি বুদ্ধিমান্ সহায়সম্পন্ন নীতিকুশল ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধানের যোগ্য, শাস্ত্র অতিক্রম পূর্ব্বক লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া দণ্ডবিধান করিলে ঐহিক যশ ও পারত্রিক স্বর্গ ফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং শাস্ত্রোক্ত পথে দণ্ড বিহিত হইলে তাহা স্বর্গ কীর্ত্তি ও জয়ের হেতু হয়।

(অর্থ দণ্ডপ্রয়োগ)—বর্ত্তমান ফৌজাদরী বিধিতে অর্থদণ্ড, বর্ত্তমান মুদ্রাদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে ক্রয় বিক্রয়াদি ও

(১ ধিগ্‌দণ্ডস্ত্বথবাগ্‌দণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা।
যোজ্যাব্যস্তা সমস্তাবাহ্যপরাধবশাদিমে ॥ যাজ্ঞবল্ক্য আঃ ৩৬৭ শ্লোক।

অর্থদণ্ড বিষয়ে অর্থ পরিমাণের একটা পরিভাষা ছিল ; এবং ধান্যাদি মাপ করিবারও পল কুম্ভ দ্রোণ খারী প্রভৃতি স্বতন্ত্র পরিভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতের মুদ্রার আকৃতি বা ওজন যাহাই থাক্, অপরাধের অনুরূপ পরিভাষিত অর্থদণ্ডের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপ ছিল। পরিমাণ বোধক যে সকল পরিভাষা আছে তাহার মধ্যে প্রথম পরিমাণ, ত্রসরেণু। গবাক্ষ বিবর হইতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে যে ধূলি সমূহ উড্ডীয়মান হয়, উহার মধ্যে যে রজঃ সূক্ষ্মরূপে দৃষ্ট হয় উহাকে ত্রসরেণু বলা যায়। তাহার অষ্টগুণে এক লিক্ষা পরিমাণ হয়। তিন লিক্ষায় এক রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ, ছয় গৌরসর্ষপে একযব, তিনযবে এক কৃষ্ণল (রতি) পাঁচ কৃষ্ণলে একমাষা, ষোল মাষে এক সুবর্ণ (৮০ রতি) চারি সুবর্ণে একপল, দশপলে একধরণ, এগুলি প্রধানতঃ স্বর্ণেরই বোধক। অর্থাৎ ষোল মাসে যে এক সুবর্ণ হয় ঐ সুবর্ণ পরিমাণ, স্বর্ণের বোধক; তবেই সুবর্ণ শব্দে অশীতিরাত্তিকা পরিমিত স্বর্ণকেই বুঝাইবে, এই নীতির উপরেই "ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণরূপ মহাপাতক" বিষয়ের বিচারস্থলে এক সুবর্ণ শব্দেই সুবর্ণ পরিমাণ স্বর্ণহরণ মহাপাতক ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং সিদ্ধান্ত-কারীগণ আরও বলেন যে মাষ, বাপল প্রভৃতি শব্দ উহা প্রধানতঃ স্বর্ণেরই পরিমাণ জ্ঞাপক, দ্রব্যান্তরে ঐ সকল পরিমাণ বাচক শব্দ যে প্রযুক্ত হয় তাহা মুখ্যরূপে নয় পরন্তু লাক্ষণিক অর্থে। অর্থাৎ স্বর্ণভিন্নদ্রব্যের পরিমাণ জ্ঞাপনের জন্য যদি পল, মাষ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা যায় তাহা ঐ ঐ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ নয় কিন্তু লক্ষণাবৃত্তি বোধ্য।

উক্তরূপে স্বর্ণের মান বলিয়া রৌপ্যের মান বলিয়াছেন, এইরূপ দুই কৃষ্ণলে (২ রতিতে) এক রৌপ্যমাসক, ষোল রৌপ্যমাসে এক রৌপ্য ধরণ বা রাজত পুরাণ হয়। দশ ধরণে এক শতমান বা পল হয় পূর্ব্বোক্ত চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক হয়, ইহা রাজত নিষ্ক।

তাম্রের পরিমাণ এই রূপ যথা, পুর্ব্বে চারি সুবর্ণে যে একপল সংজ্ঞা বলা হইয়াছে সেই পলের চতুর্থ অংশের নাম এক কর্ষ অর্থাৎ ৮০ রতি। তৎপরিমিত তাম্রবিকার একপণ হয়, এই পণকে কার্ষাপণ ও (কাহন) বলে। পণ ও কার্ষাপণ তাম্রের পরিমাণ। এজন্য ৮০ রতি তাম্রে পণ শব্দ ব্যবহৃত হয় ইহা নানা স্থানে পরিদৃষ্ট হয়, এ স্থলে তাম্রপরিমাণক্ষেত্রে পণ ও কার্ষাপণ এক পর্য্যায়ের শব্দ হইলেও অঙ্কস্থলে দেখা যায় ৮০ বরাটকে (কড়ি) একপণ তাহার ষোড়শপণে এক পুরাণ বা কার্ষাপণ সংজ্ঞা আছে। এতদ্ভিন্ন অঙ্ক ও পরিমাণ বোধক শব্দ অনেক আছে, এবং এই সকল সঙ্কেতের অঙ্ক ও পরিমাণ, বর্ত্তমান সময়েও অনেক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন ২০ গণ্ডায় একপণ ষোলপণে এককাহন (কার্ষাপণ) ইত্যাদি। কাহণকে পুরাণও বলে, ১) এবং পুর্ব্বোক্ত নিষ্কশব্দে নানা পরিমাণ উক্ত দেখা যায়, চারি ভরি স্বর্ণকে নিষ্ক বলে, ১০৮ ভরি সুবর্ণকে নিষ্ক বলে, ২৮ রোপক পরিমাণে একদীনার হয়, এক দীনারকেও নিষ্ক বলে। অর্থাৎ ৮০ রতি সুবর্ণকে ৭০ অংশ করিলে তাহার এক অংশের নাম রোপক, তাহার ২৮ রোপকে একদীনার। এগুলি স্বর্ণের পরিমাণ, এবং রাজত নিষ্কও পুর্ব্বে উক্ত করিয়াছি।

এই প্রকার হিন্দুশাস্ত্রে পরিমাণ ও অঙ্কের সাঙ্কেতিক ভাষা নানাবিধ আছে, সে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ বর্ত্তমান সময়ে কিছু কিছু ব্যবহৃত হইলেও সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার নাই, এ জন্য ক্রয় বিক্রয়াদি বা দণ্ড বিধিতে প্রযুক্ত সেই সকল সাঙ্কেতিক পরিমাণ ও অঙ্ক আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে শীঘ্র পারি না, যে সময়ে ঐ সকল সঙ্কেতের সর্ব্বদাই ব্যবহার ছিল তখন সহজেই সকলের

(১) অশীতিভির্ব্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।
তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাৎ রজতং সপ্তভিস্তুতৈঃ॥ ভবিষ্যপুরাণ।

হৃদয়ঙ্গম হইত। এবং দেশ জাতি বয়স অপরাধের অবস্থা প্রভৃতি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক, নিষ্ক মাষাদি শব্দ কোন স্থলে সৌবর্ণ কোন স্থলে বা রাজত রূপে প্রযুক্ত হইত।

অর্থদণ্ড, দণ্ডবিধিতে সাধারণতঃ তিনভাগে(১) প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বিভক্ত পাওয়া যায়, প্রথম সাহস, মধ্যমসাহস, ও উত্তম সাহস। ১০৮০ পণে বা কর্ষাপণে উত্তম সাহসদণ্ড, তাহার অর্দ্ধ মধ্যম সাহস, তাহার অর্দ্ধ প্রথম বা অধম সাহসদণ্ড(১) এস্থলে মনু প্রভৃতির মতে পণ ও কার্ষাপণ একপর্য্যায়ের শব্দ হওয়ায় অঙ্ক হিসাবে ২০ গণ্ডায় এক পণ ও ১৬ পণে এক কাহন বা বর্ত্তমান হিসাবে ১ টাকার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ এক সিকি ধরিয়া ১০৮০ সিকিতে ২৭০ টাকা উত্তম সাহস দণ্ড বলা যাইতে পারে। পরিমাণ হিসাব ধরিলে ৮০ রতি পরিমাণ তাম্রে ১ পণ, তাহার ১০৮০ পণ পরিমাণ তাম্রে বা তাম্র মুদ্রায় এক উত্তম সাহস দণ্ড। (২) কেননা পরিমাণ বাচক শব্দে পণ ও কর্ষাপণ তাম্রেরই পরিমাণ বোধক। সুতরাং যেখানে যেখানে ঐ রূপ পণ বা কার্ষাপণ শব্দ দ্বারা দণ্ডবিধি উক্ত আছে সেই সেই স্থলে তাম্র পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। মতান্তরে দশ মাষ পরিমিত অর্থাৎ ৫০ রতি পরিমিত তাম্র মুদ্রা পণ, তাহার সহস্রপণে উত্তম সাহস(৩)। অপরাধের লাঘব গৌরব ও অপরাধীর আর্থিক অবস্থানুসারে উক্ত ত্রিবিধ দণ্ডের তারতম্যও ছিল, যেমন চতুর্ব্বিংশতি পণ হইতে ষণ্ণবতি পণ পর্য্যন্ত প্রথম সাহস, দ্বিশত হইতে পঞ্চশত পণ পর্য্যন্ত মধ্যম সাহস,

(১) সাশীতিপণসহস্রং দণ্ড উত্তম সাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায়। ৩৬৬ শ্লোক।

(২) "তাম্রকর্ষকৃতামুদ্রাবিজ্ঞেয়ং কার্ষিকঃ পণঃ। বৃহস্পতি। বিবাদ রত্নাকর মানসংজ্ঞাতরঙ্গ।

(৩) "দশমাষামিতং তাম্রং তৎপণোরাজমুদ্রিতং"। শুক্রনীতিসার, ৪র্থ অ০।

পঞ্চশতের পর সহস্র পণ পর্য্যন্ত উত্তম সাহস, এরূপ অন্তবিধও মতভেদ পরি-লক্ষিত হয়, অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা বিশেষই এইরূপ তারতম্যের কারণ ইহা শাস্ত্রকারগণই নির্দ্দেশ করেন।

“দণ্ডের ন্যায় প্রয়শ্চিত্ত বিধি” এই নীতির অনুসরণে প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও জ্ঞানকৃত মহাপাপে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতের অনুকল্পে ঠিক্ ১০৮০ কাহন দানও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে উক্ত আছে, এ বিষয়ে অধিক লেখা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এতদ্ভিন্ন অর্থদণ্ড আরও অনেকবিধ ছিল, যেমন বধদণ্ডার্হ ব্যক্তি, শত সুবর্ণ দণ্ড দিবে, উত্তম সাহস দণ্ড অপেক্ষায় শত সুবর্ণ অর্থাৎ ১০০ ভরি স্বর্ণ মূল্য অনেক অধিক ইহা সহজেই জানা যায়। তবে এরূপ অর্থদণ্ডও উত্তম সাহসের অন্তর্গত। (১) এবং যে যে স্থলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ বিশেষ উক্ত হয় নাই সে স্থলে তাম্র পণই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের চৌর্য্যাপবাদরূপ নিষ্ঠুর ভাষণ করে, তবে শত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, এরূপ স্থলে শতপণ দণ্ড ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সর্ব্বত্র বুঝিয়া লইতে হইবে।

(১) বধার্হঃ সুবর্ণশতং দমদাপ্যস্তু পুরুষঃ। বৃহস্পতি।

অষ্টাদশ

(বিবাদপদ)

গুরুলঘু ভেদে পাপ যেমন নবধাবিভক্ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ, যে যে বিষয় লইয়া সাধারণতঃ বিবাদ হয় তাহার ও একটা তালিকা হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়, নির্দ্দিষ্ট তালিকার মধ্যে কতকগুলি দেওয়ানি বিধি ও কতক গুলি ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বলিয়া আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হয়, সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট তালিকার মধ্যেও নানাশাখাপ্রশাখা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিধির পরিচয় সম্যক্ পাওয়া যায়। তবে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ শাসনে যেমন দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি সকল সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে উপন্যস্ত আছে, প্রাচীন ভারতে সেরূপ ছিল না, সমস্ত অপরাধই একসঙ্গে অর্থাৎ দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্য্যবিধির আলোচনা তদানীং এক সঙ্গেই ছিল, দেওয়ানি ও ফৌজদারী বলিয়া কোন প্রভেদ ছিল না। ইদানীন্তন বহু শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা আছে প্রাচীন ভারতের দেওয়ানি কার্য্যবিধি সকল যেরূপ দায়ভাগাদি গ্রন্থ দ্বারা মার্জ্জিত ও সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট পাওয়া যায় ফৌজদারী কার্য্যবিধি তদ্রূপ পাওয়া যায় না, পরন্তু ঐ ধারণা ভ্রান্তিমূলক, তদানীং শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিষয়ই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহার কোন বিষয়ই অপরিপুষ্ট করিয়া যান নাই। তবে সকলে সকল কথা একসঙ্গে বলেন নাই ইহা স্বীকার্য্য, কালভেদে গ্রন্থভেদে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এরীতি সকলদেশে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজেই আছে, সমস্ত গ্রন্থ কখন এককালে হইতে পারেনা, সভ্যতার বিকাশও এক

সঙ্গে সমাজে বা দেশমধ্যে পরিস্ফুট হয় না। যে সকল বিবাদাস্পদ বিষয় লইয়া একজন ঋষি সংখ্যানির্দ্দেশ পূর্ব্বক সাধারণ ভাবে এক প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল বিবাদ পদ বিষয়ই গ্রন্থান্তরে শাখা প্রশাখা ভাবে আবার সবিস্তর উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এবং সেই সকল সবিস্তর নির্ণীত বিবাদ পদের ভিতর হইতে বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনের তুলনায় কতকগুলি বিবাদ, ফৌজদারী আইনের অন্তর্গত গ্রহণ করিতে হয়, কেননা হিন্দুশাস্ত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারী পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারীবিধি সকল পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ না থাকিবার কারণ এই, সকল বিবাদেই রাজার দণ্ড দেওয়া পদ্ধতি ছিল, অর্থাৎ জরিবানা ছিল, ক্রমে আমি তাহা প্রদর্শন করাইব।

বিবাদপদ, স্থূলতঃ অষ্টাদশ প্রকার, অষ্টাদশ সংখ্যক বিবাদ বিষয়ের মধ্যে প্রথম ঋণাদান, অর্থাৎ কি প্রকার ঋণ দেয়, কি প্রকার বা দেয় নয় তদ্বিষয়ক বিবাদ, নিজের ধন অন্যের নিকটে গচ্ছিত রাখাকে "নিক্ষেপ" বলে, যে ধনের যে স্বামী নয়, তৎকর্ত্তৃক সে ধনের বিক্রয়কে "অস্বামিবিক্রয়" বলে, মিলিত হইয়া বাণিজ্যকারী বৈশ্যাদিদিগের কার্য্যানুষ্ঠানের নাম "সম্ভূয় সমুত্থান", সম্প্রদানের প্রতি অপকর্ষবুদ্ধি, বা ক্রোধাদি প্রযুক্ত দত্তবস্তু গ্রহণ করার নাম "দত্তাপ্রদানিক", ভৃত্যাদিগের বেতন না দেওয়াকে "বেতনাদান" বলে, সকলে মিলিয়া এই সৎকার্য্য করিব এমত প্রতিজ্ঞার উল্লঙ্ঘনকে "সম্বিদ্ব্যতিক্রম" বলে, কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ প্রত্যাশায় পশ্চাত্তাপ করার নাম "ক্রয়বিক্রয়ানুশয়," স্বামী ও পশুপালের বিবাদের নাম "স্বামীপালবিবাদ" গ্রাম ও ক্ষেত্রাদির সীমা বিষয়ক বিবাদকে "সীমা বিবাদ" বলে, গালাগালি দেওয়া প্রভৃতি নিষ্ঠুর ভাষা কথনকে "বাক্‌পারুষ্য" (মানহানি) বলে, মারামারি করার নাম

"দণ্ডপারুষ্য", পরধন হরণের নাম "স্তেয়", বলপূর্ব্বক পরধন হরণাদির নাম "সাহস", পর পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্পর্ক বিষয়ক বিবাদকে "স্ত্রীসংগ্রহ" বলে, স্ত্রীর সহিত পুরুষের যে ধর্ম্ম তাহাকে "স্ত্রীপুংধর্ম্ম" বিষয়ক বিবাদপদ বলে, পাশকাদি ক্রীড়ার নাম "দ্যূত" এবং পণ পূর্ব্বক পক্ষী মেষ প্রভৃতির যুদ্ধকে "আহ্বয়" নামক বিবাদপদ বলে' এবম্প্রকারে বিবাদপদ অষ্টাদশ প্রকার পরিভাষিত হইয়াছে। এই সকল বিবাদপদের বিষয়সমূহ নানা শাখা প্রশাখায় নানাগ্রন্থে বহু বিস্তৃত হইয়াছে, প্রায়শ অপরাধই এই পরিভাষিত বিবাদপদের শাখা প্রশাখার অন্তর্গত, এতদ্ভিন্ন কতকগুলি অপরাধ প্রকীর্ণ অপরাধের অন্তর্গত, নারদাদি ঋষিগণ তাহা সম্যক্‌রূপে উক্ত করিয়াছেন। (১) পূর্ব্বোক্ত পাতক গণনায় যে সমস্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই সেসমস্ত পাতক যেমন প্রকীর্ণ পাতকের অন্তর্গত এবং সে সমস্ত পাতকে প্রায়শ্চিত্ত যেমন কল্পনা করিয়া দিতে হয়, অপরাধেও তদ্রূপ। উল্লিখিত বিবাদপদসকলই নারদ ১৩২ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। (২)

তথিম্মান্ পিনাল কোডেও বর্ত্তমান ফৌজদারী অপরাধের কতকগুলি অপরাধের বিভাগ পরিভাষিত আছে। যেমন,

(১) রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ।

(২) সৈন্য ও নৌবিভাগ বিরুদ্ধে অপরাধ।

(৩) সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ।

(৪) রাজকীয়কর্ম্মচারীদ্বারা ও তৎসম্বন্ধে উৎকোচ দিয়া অপরাধ।

(৫) রাজকীয় কর্ম্মচারীর আদেশ তুচ্ছ করা অপরাধ।

---

(১) "নদৃষ্টং যচ্চ পূর্ব্বেষু সর্ব্বং তৎস্যাৎ প্রকীর্ণকং" নারদ-স্মৃতি

(২) "এষামেব প্রভেদোঽন্যো দ্বাত্রিংশদধিকংশতং" নারদস্মৃতি ২০ শ্লোক

(৬) মুদ্রা ও গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে অপরাধ।

(৭) পরিমাপক বস্তুর সম্বন্ধে অপরাধ।

(৮) সাধারণ স্বাস্থ্য, নিরাপদ্‌ভাব, সাধারণ সুবিধা ও ভদ্রতানীতির বিরুদ্ধে অপরাধ।

(৯) ধর্ম্ম সম্বন্ধে অপরাধ, অর্থাৎ পরের ধর্ম্মে দোষারোপ করা প্রভৃতি।

(১০) মনুষ্য শরীর সম্বন্ধে অপরাধ। (দণ্ডপারুষ্য)

(১১) সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ ধানকাটা, পরের গাছ কাটা ইত্যাদি।

(১২) দলিল, ট্রেড্‌মার্ক ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (জালিয়াতি)।

(১৩) চুক্তিভঙ্গ অপরাধ।

(১৪) বিবাহ সম্বন্ধে অপরাধ (বিবাহিত স্ত্রী সম্বন্ধে ব্যভিচার দোষ ঘটনাদি)।

(১৫) মানহানি (বাক্‌পারুষ্য)।

(১৬) ভীতি প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্ত করা অপরাধ।

(১৭) অপরাধের উদ্যম করা অপরাধ।

এই সকল অপরাধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নানা ধারায় যেমন পরিগণিত আছে, হিন্দুশাস্ত্রেও তদ্রূপ পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিবাদপদ সকল শাখা প্রশাখায় নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যদ্যপি বর্ত্তমান আইনের ভিতর ঋণাদান বা নিঃক্ষেপ (গচ্ছিত রাখা) প্রভৃতি ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত হইতে পারে না, এগুলি দেওয়ানি বিধির অন্তর্গত, তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় সকল বিবাদগুলিতেই রাজার দণ্ডবিধান ছিল একারণে তাবৎ অপরাধই এক প্রকরণের ভিতরেই কথিত হইয়াছে একথা আমি পূর্ব্বেও উক্ত করিয়াছি। যেমন, অধমর্ণ বিচারালয়ে

উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব স্বীকার করিয়া যদি না দেয় তবে শতকরা কুড়ি ভাগের এক ভাগ রাজাকে দণ্ড দিবেন, এবং ধারি না বলিয়া ঋণ অপলাপ করিলে শতকরা ১০ ভাগের ১ ভাগ রাজাকে দণ্ড দিবেন, এ স্থলে ঋণ তো দিতেই হইবে অধিকন্তু রাজাকে জরিবানাও দিতে হইবে। (১) এবং উত্তমর্ণ, অধমর্ণ হইতে যে স্থলে স্বেচ্ছামতে আত্মধন আদায় করিতেছে, সে স্থলে অধমর্ণ, যদি আমি রাজার প্রিয়পাত্র এই গর্ব্ব করিয়া উত্তমর্ণের নামে নালিশ করে তবে রাজা উহাকে ঋণের এক চতুর্থভাগ দণ্ড করিবেন এবং ঋণও দেওয়াইবেন। (২) তবেই জানা গেল, অর্থ দণ্ড, বর্ত্তমান আইনে ফৌজদারী বিধিরই অন্তর্গত পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আইনে সর্ব্বপ্রকার বিবাদেই প্রায় অর্থদণ্ডের কথা পাওয়া যায়। এবং চৌর্য্যাদিস্থলে, ক্ষতিপূরণ, অর্থদণ্ড ও শারীরদণ্ড এই তিন প্রকারই পাওয়া যায়, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

নির্দ্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদের মধ্যে সাধারণতঃ বাক্‌পারুষ্য (মানহানি) দণ্ডপারুষ্য, (মারামারি) প্রকাশ বা অপ্রকাশস্তেয়, সাহস, (ডাকাতি প্রভৃতি) স্ত্রীসংগ্রহ, অর্থাৎ বলাৎকার প্রভৃতি, দ্যূত, (জুয়া খেলা) আহ্বয়, (পক্ষী বা মেষাদি প্রাণী দ্বারা জুয়া খেলা) এবং স্ত্রীলোক ঘটিত যাবতীয় বিবাদ, মিথ্যা সাক্ষ্য, জালকরা, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা, হত্যা, বর্ণসঙ্কর, পরস্ত্রীগমন, পতিব্যতিরেকে গর্ভোৎপাদন, গর্ভপাতন, ভীতি প্রদর্শন, শস্যনাশ, গৃহাদিতে অগ্নিদান, রাজদ্রোহ, রাজার মুদ্রা-নাশক, রাজার মন্ত্রণা ভেদ, কারারুদ্ধের বিমোচন, অস্বামিক দ্রব্যের

(১) ঋণেদেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পঞ্চকংশতমর্হতি।
অপহ্নবেতদ্দ্বিগুণং তন্মনোরনুশাসনং॥ মনু ৮ম, ১৩৯।

(২) যঃ সাধয়ন্তং ছন্দেন বেদয়েৎ ধনিকংনৃপে।
স রাজ্ঞা তচ্চতুর্ভাগং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনং॥ মনু ৮ম, ১৭৬।

বিক্রয় দান ও ভাগ, রাজারঘোষণাকে গোপন করা, প্রভৃতি কার্য্য বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার বিবাদপদ মধ্যে অনেকগুলিই অবস্থাভেদে বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত ইহাও স্বীকার্য্য, বিশেষতঃ অস্বামিবিক্রয়, স্বামিপাল বিবাদ, এ সকল বিবাদপদ, বর্ত্তমান ফৌজ-দারী বিধির অন্তর্গত বলিতেই হইবে। কেননা, যে ব্যক্তি যে বস্তুর স্বামী নয় সে যদি তাহা বিক্রয় করে, এবং ক্ষেত্রে পশু যদি শস্য নষ্ট করে তবে পশুস্বামী ও পূর্ব্বোক্ত অস্বামিদ্রব্য বিক্রেতা যে দণ্ডার্হ, এগুলি বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত। সাহস নামক বিবাদ পদের ভিতর বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য স্তেয় বা স্ত্রীসংগ্রহ সমস্তই আছে তথাপি রাজদণ্ড ও জনসাধারণের চীৎকার প্রভৃতি অপেক্ষা না করিয়া রাজপুরুষ ও জনসাধারণের সমক্ষে হত্যা, আঘাত, হরণ, পরদারপ্রধর্ষণ প্রভৃতি করাকেই সাহস বলে এবং ইহাতে দণ্ডেরও আধিক্য আছে এজন্য সাহসকে স্বতন্ত্র বিবাদ পদের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। সহঃ শব্দে বল এবং বলপূর্ব্বক কৃত অকার্য্যের নাম সাহস (১) সাহস অপরাধে অবস্থা বিশেষে প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস, ও উত্তম সাহস, অর্থ-দণ্ডের বিধান, এবং প্রাণদণ্ড; সর্ব্বস্বহরণ, নির্ব্বাসন, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি গুরুতর উত্তমসাহসদণ্ডও বিহিত আছে। এবং কোন কোন মতে সমস্ত প্রকারের জালিয়াতি এই সাহস অপরাধেরই অন্তর্গত। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রে ফৌজদারী বা দেওয়ানি বিধির বাচক কোন নির্দ্দিষ্ট শব্দ না থাকায় ঋষিগণ দণ্ডার্হ তাবৎ অপরাধই এক সঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

(১) সহসাক্রিয়তে কর্ম্মযৎকিঞ্চিদ্‌বলদর্পিতৈঃ।
তৎসাহসমিতিপ্রোক্তং সহোবলমিহোচ্যতে॥ নারদ।

তাহার মধ্য হইতেই বর্ত্তমান প্রচলিত ইংরাজিমতের ফৌজদারী বিধি সকল গ্রহণ করিয়া লইতে হয়।

বাদী প্রতিবাদীভাবে ধর্ম্মাধিকরণে ঋণাদানাদি বিষয়ক বিবাদ উপস্থিত না হইলে রাজা বা রাজনিযুক্ত পুরুষ স্বয়ং লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিবাদ উত্থাপন করিবেন না, এ নীতি বর্ত্তমান ইংরাজী আইনেও আছে। এবং বাদী প্রতিবাদী বিবাদ উপস্থিত করিলে আবেদিত বিষয় ধনলোভে রাজা উপেক্ষাও করিবেন না। (১) তবে স্তেয় বা সাহসাদি বিষয়ে রাজা দেশ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য স্বয়ংই তাহাদিগের নিগ্রহে উদ্যোগী হইবেন। (২)

প্রাচীন ভারতে চৌর্য্য, জালিয়াতি, রাজদ্রোহ, নরহত্যা, ডাকাতি, অগম্যা গমন প্রভৃতি অপরাধ যে স্থলে গুরুতর হইত সে স্থলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত, বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধিতে সকলস্থলে ঐ রূপ দণ্ড প্রচলিত নাই। পরন্তু ইংরাজ শাসনের প্রথমেও জালিয়াতি অপরাধে প্রাণ-দণ্ডের পরিচয় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসে পাওয়া যায়। সুসভ্য সমাজে

(১) নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্যপুরুষঃ।
ন চ প্রাপিতমন্যেন গ্রসেদর্থং কথঞ্চন॥ মনু ৮ম ৪৩ শ্লোক।
ন রাগেণ ন লোভেন ন ক্রোধেন গ্রসেন্নৃপঃ।
পরৈরপ্রাপিতানর্থান্নচাপি স্বমনীষয়া॥
শুক্রনীতিসার ৪র্থ অধ্যায়, পঞ্চম প্রকরণ ৬৯ শ্লোক।

(২) পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহেনৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশোরাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে॥ মনু ৮ম, ৩০২।
ছলানি চাপরাধাংশ্চ পদানি নৃপতেস্তথা।
স্বয়মেতানি গৃহ্নীয়াৎ নৃপস্ত্বাবেদকৈর্বিনা॥
সূচকস্তোভকাভ্যাংবা শ্রুত্বাচৈতানি তত্ত্বতঃ।
শুক্রনীতি ৪,৫।৭০ শ্লোক।

গুরুতর অপরাধেও প্রাণদণ্ড, সুরুচিঅনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এ সকল বিষয় লইয়া ইদানীং যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে, এ মতে, গুরুতর অপরাধী হইলেও তাহার চরিত্র সংশোধন করিয়া দেওয়াই উচিত কদাচ প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, অপরাধীর, নিজব্যক্তিগত বিবেচনার ফলে একজনকে হত্যা বা অন্য কোন রূপ একটা গুরুতর অপরাধ করা তাহার পক্ষে তত গুরুতর বলা যায় না, যত গুরুতর, সমবেত সভা কর্ত্তৃক সেই অপরাধের প্রতিদানস্বরূপ তাহার বিষয়ে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রাণদণ্ডাদি আদেশ করা। সুতরাং ব্যক্তিগত বিবেচনার কার্য্য বিচার সিদ্ধ না হইতে পারে, তাই বলিয়া জনমণ্ডলী দ্বারা বহু বিবেচনাপূর্ব্বক হত্যার ফলে পুনশ্চ হত্যা কখনই বিচার সিদ্ধ নয়। এ সকল বিষয় লইয়া হিন্দুশাস্ত্রেও যে আলোচনা একেবারে ছিল না তাহা নয়। হিন্দুশাস্ত্রও বলিয়াছেন, অপরাধী ব্যক্তিকে অপরাধের গুরুলঘুতা অনুসারে এক মাস তিন মাস, ছয় মাস, বৎসর, বা যাবজ্জীবন কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া নিকৃষ্ট কর্ম্ম করাইবে পরন্তু প্রাণদণ্ড দিবে না, শ্রুতিও বলিয়াছেন প্রাণীবধ করিতে নাই, অতএব রাজা সর্ব্বথা বধদণ্ড পরিত্যাগ করিবেন। (১) এইরূপ নীতি থাকিলেও পুনঃ পুনঃ গুরুতর অপরাধে বা অন্যায় পুর্ব্বক হত্যাদি গুরুতর অপরাধ করিলে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করার অনুরোধে রাজাকে বাধ্য হইয়া বধদণ্ডের আদেশ দিতে হইত। বর্ত্তমান সমালোচনায় পুনঃ পুনঃ অপরাধ করা একপ্রকার ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত বিবেচনায় তাহার চিকিৎসা হওয়া উচিত এরূপও সিদ্ধান্তবাদ চলিতেছে।

পরন্তু হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জগৎ স্বভাবতই বিষয়ের বশীভূত

---

(১) ন নিহন্যাচ্চ ভূতানি ইতি জাগর্ত্তি বৈ শ্রুতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বধদণ্ডং ত্যজেন্নৃপঃ॥ শুক্রনীতি চতুর্থ অধ্যায় ১ম প্রঃ ৯৩।

এই বিষয়পরাধীন জগতে সাধুবৃত্ত ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ, প্রায় সকলেই পরস্পর কামিনীকাঞ্চনাদি বিষয়ে লোলুপ, কেবল দণ্ডভয়ে সনাতন ও সাধুসেবিত পথে জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন অন্যথা জগৎ চলিতে পারে না, রাজা কারাগার প্রবেশন, নিগড়াদি বন্ধন, তাড়ন, করচরণাদিচ্ছেদন রূপ নানাপ্রকার বধদণ্ড দ্বারা অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সৎপথে আনীত করিবেন। সুতরাং দণ্ডবিধান চরিত্রগঠনেরও অনুকূল, তবে অপরাধের অত্যন্ত গুরুতায় প্রাণদণ্ডের আদেশ হিন্দুশাস্ত্র করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই উক্ত করিয়াছি যে হিন্দুশাস্ত্র ও তদনুসারে হিন্দুজাতির শিক্ষা প্রভৃতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং রাজনীতিও তাহার সহিত সর্ব্বাঙ্গে মিশ্রিত, একারণ ব্রাহ্মণ যত বৃহৎ অপরাধই করুন তাহার প্রাণদণ্ড আদেশ ছিল না। সর্ব্বপ্রকার গুরুতর পাপ করিলেও ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন করতঃ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ডই ছিল। (১) যে স্থলে প্রাণদণ্ড হইত সে স্থলে প্রাণদণ্ডের বিধান, কুক্কুরদংশন, জলে নিমজ্জন, দাহন, শূলনিপাতন, তীক্ষ্ণশস্ত্রাঘাত, মুষলাঘাত প্রভৃতি দ্বারা সাধিত হইত ইহার যথেষ্ট পরিচয় হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমান বিধানের অনুরূপ উদ্বন্ধনে (ফাঁসি দ্বারা) প্রাণদণ্ডের পরিচয়ও হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়। (২) মহাপাতকাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও নানাবিধ প্রকারে প্রাণদণ্ডের বিধান পাওয়া যায়। যে সকল প্রাণদণ্ডের বিধি অত্যন্ত কষ্টকর ছিল, গ্রন্থকলেবর গৌরব ভয়ে সে সকল এস্থলে উল্লেখ করিব না। মুসলমান রাজশাসনেও শূল বা

(১) ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বাপাপেষ্বপিস্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিস্কুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্॥ মনু ৮ম ৩৮০

(২) সাক্ষিচ্ছেদো হৃতং ত্যাজ্যাঃ শূলমারোহয়েত্ততঃ।
তথাপাস্থমুখোবৃক্ষে গলেবদ্ধাবলম্বয়েৎ॥ বৃহস্পতিঃ।

কুক্কুর দংশন প্রভৃতি কষ্টকর দণ্ড ছিল, এক্ষণে সে রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা সমাজের পক্ষে সমীচীন, সে বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই।

হত্যাপরাধ

(হত্যা)—হত্যা কাহাকে বলে, প্রাণবিয়োগ ফলক ব্যাপারের নাম হত্যা, হত্যাপরাধ, দণ্ড পারুষ্য অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইলেও বিস্তৃত সমালোচনার জন্য অগ্রেই উল্লিখিত হইল।

হত্যাপরাধে বধদণ্ড, ব্রাহ্মণের প্রতি ছিলনা সত্য, কিন্তু দেখা যায় মহাকবি শূদ্রক নৃপতি, যাহাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং যিনি কালিদাসাদি অপেক্ষা অতি প্রাচীন, তিনি স্বরচিত মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি স্ত্রীহত্যা অপরাধে ধর্ম্মাধিকরণে বিচার দ্বারা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন, যদ্যপি মৃচ্ছকটিক রামায়ণ বা মহাভারতাদির ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত নয়, কেবল কবিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি তাৎকালিক রাজ্যশাসনের রীতি নীতি গ্রহণ করা গ্রন্থকারের স্বাভাবিক হওয়াই উচিত, ইহা সুধীগণের চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণের বধদণ্ড নিষিদ্ধ এই বিধির প্রতিকূলে ভারত ইতিহাসের আলোচনায় মাণ্ডব্য ঋষির শূলে নিপাতন দণ্ডও সুধীজনের চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণের বধদণ্ড নিষিদ্ধ হইলেও

শাস্ত্র অনুসন্ধানে জানা যায় কোন কোন অপরাধবিশেষে ব্রাহ্মণেরও বধদণ্ড ছিল, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র বলিয়াছেন, রাজ্য কামুক, রাজার অন্তঃপুরের বিঘাতক, রাজার শত্রুপক্ষের উৎসাহ দাতা, দুর্গ রাষ্ট্র বা রাজদণ্ডের বিরোধী ব্যক্তিকে হস্তমস্তকাদি দগ্ধ করিয়া বধ করিবে এবং

ব্রাহ্মণ ঐ অপরাধ করিলে তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিবে। (১) অনেকের ধারণা, প্রাচীন সৌত্রযুগে বর্ণনির্ব্বিশেষে বধে বধদণ্ড বিহিত ছিল, তদনুসারেই হত্যাপরাধে বা রাজদ্রোহাদি অপরাধে কৌটিল্য প্রভৃতি শাস্ত্র, ব্রাহ্মণের প্রতিও বধদণ্ডের বিধান করিয়াছেন, পরবর্ত্তী সময়ে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাবল্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্ববিধ অপরাধেও বধদণ্ড নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা সংহিতাগ্রন্থরাশিকে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির পরবর্ত্তী বলেন। পরন্তু যাঁহারা বেদ ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের সনাতনত্ব রক্ষা করেন তাঁহাদের মতে এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র বলিয়াছেন পুরুষবধ, স্তেয় ও ভূম্যাদান অর্থাৎ স্থাবর অপহরণ করিলে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক বধ করিবে, এবং ব্রাহ্মণ এই সকল অপরাধ করিলে তাহার চক্ষুনিরোধ অর্থাৎ নেত্রাবরোধ করিবে, এস্থলেও ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড স্বল্পই বিহিত হইয়াছে, তবে অপরাধের সন্দেহ স্থলে দণ্ড দিবে না এই নীতি প্রাচীন ভারতেও ছিল। (২)

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যজাতির পক্ষে হত্যাপরাধ মাত্রেই বধদণ্ডের বিধান ছিল তাহাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণভেদে তারতম্যের পরিচয় হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, পরন্তু হত্যাপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্থলে প্রত্যেক বর্ণভেদে প্রায়শ্চিত্ত ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেস্থলে ব্রহ্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত যত কঠোর, ক্ষত্রিয়াদি হত্যায় তাদৃশ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। ইণ্ডিয়ান পিনালকোডে যে যে রূপহত্যায় হত্যাপরাধ সংঘটিত হয়, হিন্দুশাস্ত্রেও

(১) রাজ্যকামুকমন্তঃপুরপ্রধর্ষকমটব্যমিত্রোৎসাহকং দুর্গরাষ্ট্রদণ্ডকোপকং বা শিরোহস্তপ্রাদীপিকং ঘাতয়েৎ। ব্রাহ্মণং তমপঃ প্রবেশয়েৎ। কৌটিল্য ৪।১১

(২) ন চ সন্দেহে দণ্ডং কুর্য্যাৎ॥ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২তীয় প্রশ্ন ৫ পটল।

জ্ঞানকৃত হত্যাপরাধ ঠিক্ সেই সেই রূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, যেমন মতলব করিয়া হত্যা করা, বা আঘাতকারী যদি জানে যে হন্যমান ব্যক্তির প্লীহাদিতে রোগ আছে এবং ঐ স্থানে আঘাত করিলে হন্যমান ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া সম্ভব এরূপ জ্ঞান সত্ত্বে যদি সেই স্থানে গুরুতর আঘাত হয়, বা রোগাদি না থাকিলেও যে আঘাত দ্বারা সাধারণতঃ মৃত্যু হওয়া সম্ভব, মতলবপূর্ব্বক যদি তাদৃশ আঘাত হয় যেমন মস্তকাদিতে আঘাত, বা মারিবার অভিপ্রায় না রাখিয়া মৃত্যুজনককার্য্য যদি করে, যে সময়ে সে জানে ইহা দ্বারা হত্যা ঘটিবার সম্ভবনা আছে, যেমন আকস্মিক উত্তেজনার ফলে জনতার ভিতরে গুলি বা লাঠী প্রয়োগ করা। এগুলি ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে নরহত্যাপরাধ ধারায় উক্ত হইয়াছে, এবং এগুলি হিন্দু শাস্ত্রেও জ্ঞানকৃত পাপ বা অপরাধের অন্তঃপাতী।

হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানকৃত অপরাধের বিচার স্থলে বলিয়াছেন, যে স্থলে জ্ঞান ও কামনা দুইই আছে সেই স্থলে অপরাধ জ্ঞানকৃত, যেমন ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে এবং তাহাকে যদি হত্যা করে তবে তাহা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা, যেহেতু তথায় ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান ও হত্যার কামনা দুই আছে, যে স্থলে শূদ্রভ্রমে ব্রহ্মহত্যা করিবে সে স্থলে জ্ঞানকৃত ব্রহ্ম হত্যা নয় যেহেতু সে স্থলে হত্যার কামনা আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান নাই, তবে ব্যক্তিমাত্র জ্ঞান থাকায় সাধারণ নরহত্যাপরাধ হইবে। এবং সেস্থলে অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কারণ প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়স্থলেই প্রযুক্ত আছে। তবেই মতলব পূর্ব্বক অপরাধ মাত্রই জ্ঞানকৃত অপরাধ। পশুপক্ষী প্রভৃতি মারিবার জন্য প্রক্ষিপ্ত বাণ বা গুলি দ্বারা যদি নরহত্যা ঘটে তবে সে স্থলে বাণাদির প্রক্ষেপ্তা হত্যাপরাধে অপরাধী হইবে না, যেহেতু সে স্থলে অভিসন্ধি নাই। পরন্তু সেস্থলেও অজ্ঞানকৃত হত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে

হইবে। যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞান বা বলাৎকার সর্ব্বত্রই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। এবং অভিসন্ধি ব্যতীত কারণান্তরে স্থাপিত বিষ ভোজনপূর্ব্বক যদি কেহ মরে, বা ব্যাঘ্রাদিবধের জন্য স্থাপিত যন্ত্রাদিতে যদি অন্যের মৃত্যু ঘটে, বা সদুদ্দেশে কৃত কূপ খাতাদিতে পড়িয়া যদি কেহ মরে তবে কূপাদিকর্ত্তা ঐ ঐ ব্যক্তি হত্যাপরাধী হইবে না, এবং ঐ ঐ স্থলে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইবে না,মরণাভিসন্ধানপূর্ব্বক কূপাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিলে হত্যাপরাধী হইবে, এবং এরূপ সংশয় স্থলে যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে যে স্থলে মরণ শঙ্কা বলবতী আছে সে স্থলে যদি কেহ মরে তবে যন্ত্রাদির স্থাপনকর্ত্তা হত্যাপরাধী হইবে যেহেতু সেস্থলে পক্ষান্তরে মরণাভিসন্ধান রহিয়াছে, জনতার ভিতরে গুলি বা লাঠি চালানর ন্যায় (১)। পিনাল্ কোডে হত্যাপরাধের ব্যতিরিক্ত স্থল (Exception) বলিয়াছেন, ভ্রমক্রমে বা দৈবাৎ যদি হত্যা ঘটে তবে হত্যাপরাধ হইবে না হিন্দুশাস্ত্রেও ঠিক্ ইহার অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাহা সচ্চরিত্রের পক্ষে বলিয়াছেন। (২) এবং অপরাধের সামান্যাভাব বলিয়াছেন কেবল হত্যা বলিয়া নয়।

ইংরাজি আইনে দেখা যায়, মতলবপূর্ব্বক না হইয়া আত্মরক্ষার্থ সীমা অতিক্রম না করিয়া যদি হত্যা করে তবে তাহা হত্যাপরাধ নয়। হিন্দু আইনেও এইরূপ ছিল, যেমন প্রাণাত্যয় স্থলে যদি অকার্য্য করিয়া ফেলে তবে সেস্থলে দণ্ড হইবে না। (৩) এতদ্ব্যতীত আততায়ীক্ষেত্রে

(১) প্রায়শ্চিত্তবিবেক ব্রহ্মহত্যাপ্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(২) সদ্বৃত্তানান্তু সর্ব্বেষামপরাধোষ। ভবেৎ।
অবশেনৈব দৈবাত্তু তত্র দণ্ডং ন কল্পয়েৎ॥ কাত্যায়ন বিবাদরত্নাকর।
অবশেন ভয়াদিবশাৎ, দৈবাৎপ্রমাদাৎ। দণ্ডোৎকর্ষাদি প্রকরণ।

(৩) প্রাণাত্যয়ে তু যত্র স্যাদকার্য্য করণং কৃতং।
দণ্ডস্তত্র তু নৈবস্যাদেষধর্ম্মঃ স্মৃতো ভৃগুঃ। বিবাদরত্নাকর, দণ্ডোৎকর্ষাদিতরঙ্গ।

কোন বিচার না করিয়া হত্যা করিতে পারে, তাহাতেও অপরাধ হইবে না। অগ্নি ও বিষদাতা, শস্ত্রপাণি, ধন ক্ষেত্র, বা স্ত্রীঅপহারী প্রভৃতিকে আততায়ী বলে, আততায়ী ব্যক্তি গুরু বালক বৃদ্ধ এমন কি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেও বিচার না করিয়াই তাহাকে বধ করিবার বিধি ছিল (১), তাহাতে হত্যাপরাধ হয় না, এবং শাস্ত্র বিহিত তাড়নাদি করিলে শিষ্য বা পুত্রাদি যদি মরিয়া যায়, তবে তাড়নাদি কর্ত্তা হত্যাপরাধী হইবে না, কেননা দাস দাসী ভার্য্যা পুত্র বা শিষ্য ইহারা অপরাধ করিলে অভিভাবকগণ রজ্জু বা বেণুদল দ্বারা তাহাদিগকে তাড়না করিতে পারেন তবে তাহাদের নিম্ন অঙ্গে প্রহার করিবে কদাচ মস্তকে প্রহার করিবে না মস্তকাদিতে প্রহার করিলে প্রহারকর্ত্তা চৌর্য্য অপরাধে লিপ্ত হইবেন।

হিন্দুশাস্ত্র আততায়ী স্থলে আরও বিচার করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অপকৃত হয় নাই সে যদি আততায়ী হইয়া আসে তবেই তাহাকে অবিচারে হত্যা করিতে পারে, এবং তাহার বধে অপরাধ ঘটিবে না, কিন্তু পূর্ব্বে অপকৃত হইয়া প্রত্যপকার করিতে আসিলে তাদৃশ আততায়ী বধে হত্যাপরাধ ঘটিবে ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, এবং ইহা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, ইংরাজি আইনে অপকৃত ব্যক্তির প্রত্যপকার করিবার অধিকার নাই, সে ধর্ম্মাধিকরণে জানাইতে পারে, প্রত্যপকার করিতে যাইলে আততায়ী মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং তাহাকে বধ করিলে বধাপরাধ হইবে না। হিন্দুশাস্ত্রে আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আততায়ী ব্যক্তি যদি হন্যমান ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকগুণবান্ হয়েন তবে তাদৃশ আততায়ীকে হত্যা করা নিষেধ, এই জন্যই ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন, ভীষ্ম দ্রোণাদি আততায়ী

(১) গুরুংবাবালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥ মনু ৮ম, ৩৫০

হইলেও তাহাদিগকে হত্যা করিলে আমাদের পাপ হইবে। (১) এস্থলে আততায়ীর জন্ম ও বিদ্যাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বই অবধ্যতার হেতু।

ঘাতক কাহাকে বলে

ঘাতক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, হত্যা উদ্দেশে শস্ত্রধারী হইয়া যদি বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে একজনের আঘাতে হত্যা সাধিত হয় সে স্থলেও সকলেই ঘাতক নামে অভিহিত। এই ঘাতক বা বধী পাঁচ প্রকার, কর্ত্তা, প্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক, ও নিমিত্তী, ঘাতক পঞ্চবিধ স্থির করায় ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় শাস্ত্রপরিগণিত বধনিষ্পাদক মাত্রই ঘাতক, শাস্ত্র পরিগণিত একথা বলায় বাণ প্রস্তুতকারী বা বন্দুকাদি প্রস্তুতকারী ব্যক্তি পরম্পরায় বধ কার্য্যের সাহায্যকারী হইলেও ঘাতক মধ্যে পরিগণিত নয়। কেননা তাহারা শাস্ত্রপরিগণিত ঘাতক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নয়। প্রযোজক দ্বিবিধ, স্বতঃপ্রবৃত্ত পুরুষকে বেতনাদি দ্বারা যিনি প্রবর্ত্তন করেন এবং স্বতই প্রবৃত্ত পুরুষকে মন্ত্রণা উপায় বা উপদেশাদি দ্বারা যিনি প্রোৎসাহিত করেন। প্রথমোক্ত প্রযোজক, কোন কোন মতে সাক্ষাৎ ঘাতক অর্থাৎ কর্ত্তার মধ্যে পরিগণিত। বধ্যব্যক্তির পলায়নাদির প্রতিরোধক, বা স্বল্পপ্রহর্ত্তাকে অনুগ্রাহক বলে, অনুমন্তাও দ্বিবিধ, কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধ থাকায় যদি হত্যা কার্য্য সাধিত না হইতে পারে তাহার নিরোধকারী ব্যক্তি একপ্রকার অনুমন্তা, এবং আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিতেছি এইরূপ বলিলে নিকটস্থ ব্যক্তি যদি একেবারেই কোনরূপ

(১) পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। গীতা ১ম অঃ ৩৬

নিষেধ না করে সে ব্যক্তিও অনুমন্তা বলিয়া পরিগণিত অর্থাৎ নিষেধের সামর্থ্য সত্ত্বে নিষেধ না করা অনুমতির মধ্যে। (১)

ধনাদি অপহরণ করিলে অমুক নিশ্চয়ই মরিবে এরূপ অভিসন্ধি সত্ত্বে অন্যায়পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির ধনাদি অপহরণ করিলে সে ন্যায় প্রার্থনায় যাহাকে উদ্দেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিমিত্তী বলে এবং আত্মঘাতী পুরুষের আত্মহত্যার অনুকূলে যদি কেহ অভিসন্ধিপূর্ব্বক ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দেয় সেও নিমিত্তীনামক ঘাতক। কোন কোন মতে সাক্ষাৎ কর্ত্তা প্রযোজক ও অনুমন্তা এই তিন প্রকারই ঘাতক, অপর দুইটী এই তিনের অন্তর্গত, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র এই তিন প্রকারেরই উল্লেখ করিয়াছেন। (২)

ঘাতক পাঁচ প্রকার হইলেও ইহাদের রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত বিধি সকলের পক্ষে সমান নয়, হত্যা কার্য্যের ব্যবধান ও অব্যবধান অনুসারে দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য হইবে।

বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া একজনের অঙ্গভঙ্গাদি করিলে বা বধ করিলে প্রত্যেকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। (৩) এই দণ্ড সবর্ণ বিষয়ে বুঝিতে হইবে, কারণ হন্তা ও হন্যমানের মধ্যে উত্তম বর্ণ ও অধম বর্ণ (ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি) ভেদ থাকিলে দণ্ড, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণরূপ অবস্থা ভেদে কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবার বিধি ছিল। জাতির প্রতিলোম অনুলোমভেদে বাক্-

---

(১) পরবচনমপ্রতিষিদ্ধ মনুমতং ভবতীতি ন্যায়বিদঃ।

(২) প্রয়োজয়িতা অনুমন্তা, কর্ত্তেতি স্বর্গনরক ফলেষু কর্ম্মসুভাগিনঃ। যোভূয় আরভতে তস্মিন্ ফল বিশেষঃ। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে,

(৩) সমূহস্থাঃ প্রবৃত্তাস্তুপাপেষু পুরুষাধমাঃ।
যথোক্তাদ্বিগুণংদণ্ডং একৈকস্ত প্রকল্পয়েৎ। বিবাদরত্নাকর।
"একংঘ্নতাং বহুনাঞ্চযথোক্তাদ্দ্বিগুণোদমঃ"। যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যঃ দঃ ২২১।
সম্ভূয়নিঘ্নতেকং ঘ্নতো প্রত্যেকং দ্বিগুণোদমঃ কৌটিল্য ৩ অধি, ২১ অ।

পারুষ্য অর্থাৎ গালাগালি অপরাধে যেরূপ দণ্ড কল্পনীয়, দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মারামারি অপরাধেও তদ্রূপ। এই দণ্ড কল্পনা করিবার রীতি পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। বিশেষ এই, যে যে অপরাধে প্রাণ দণ্ডের বিধান আছে সেস্থলে হিন্দুশাস্ত্রে প্রাণদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয়ই প্রযুক্ত হইবে ইহা পাওয়া যায়, যেমন বৃহস্পতি বলেন (১) বধার্হ ব্যক্তি একশত সুবর্ণমুদ্রা জরিবানা দিবে, সুতরাং অপরাধীর নিকট হইতে অর্থ দণ্ড আদায় করিয়া পরে তাহার বধাদেশ হইত। তবে এই মত, সর্ব্ববাদী সম্মত বলা যায় না, কারণ, কৌটিল্য মতে পাওয়া যায় কোন দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত পশু, অথবা দেব প্রতিমা, বা মনুষ্য, ক্ষেত্র, গৃহ, সুবর্ণ রত্ন, বা শস্য অপহরণ করিলে তাহার প্রতি উত্তম দণ্ড অর্থাৎ ১০৮০পণ জরিবানা অথবা বধদণ্ড আদেশ করিবে। এস্থলে দেখা যায় বধদণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি অর্থ দণ্ড বা বধদণ্ড ইহার বৈকল্পিক বিধান ও ছিল। (২) শস্য হরণে বধদণ্ডাদেশ নানাশাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে দ্রব্যের পরিমাণ ও কার্য্যের অনুবন্ধাদি সেস্থলে বিচার করিয়া দণ্ডাদেশ হইত, কেননা বধদণ্ড বলিলে কেবল প্রাণদণ্ডই বুঝাইবে না ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বেত্রাঁঘাত হইতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত শরীর দণ্ড মাত্রই বধদণ্ড নামে শাস্ত্রে অভিহিত, সুতরাং দশকুম্ভ পরিমাণের অধিক ধান্য হরণ করিলে যে বধদণ্ড মনু বিধান করিয়াছেন, (৩) তাহাতে ঐরূপ চোরকে একেবারেই প্রাণদণ্ড দিবে না প্রথমে লঘুদণ্ড পরে অপরাধের গৌরব অনুসারে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়ার বিধি ছিল। চৌর্য্য প্রকরণে এ বিষয় বিচারিত হইবে। তবে চৌর্য্যস্থলে প্রাণদণ্ডাদেশ বর্ত্তমান শাসনে একেবারেই নাই।

(১) "বধার্হঃ সুবর্ণশতং দমং দাপ্যস্তু পুরুষঃ" বৃহস্পতি।

(২) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র একাঙ্গবধ নিষ্ক্রয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) "ধান্যংদশভ্যঃ কুম্ভেভ্যো হরতো হ্যধিকংবধঃ"। মনু ৮ম, ৩২০।

আশু মৃতক পরীক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে যেমন করোনার্স কোর্ট (coroner's court) দ্বারা মৃতদেহের পরীক্ষা হয়, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ মৃতদেহ পরীক্ষার প্রণালী পাওয়া যায়। (১) আশু মৃত ব্যক্তিকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া পরীক্ষা করিবার বিধি ছিল। আশু মৃত ব্যক্তির মল মূত্র নির্গত, কোষ্ঠ চর্ম্ম বায়ুপূর্ণ, হস্তপদ চক্ষু উন্মীলিত ও কণ্ঠদেশ শিথিলত দেখিলে তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা বুঝিতে হইবে, তাদৃশ অবস্থায় যদি মৃত ব্যক্তির উরু ও বাহু সঙ্কুচিত থাকে তবে তাহাকে উদ্বন্ধন হত বলিয়া বুঝিবে, মৃত ব্যক্তির গুহ্যদেশ ও চক্ষু নিস্তব্ধ, জিহ্বা দষ্ট ও উদর পূর্ণ, দেখিলে তাহাকে উদক হত অর্থাৎ জলে ডুবাইয়া মারা বুঝিবে। এবং মৃত ব্যক্তির হস্তপদ দন্ত ও নখ বিবর্ণ, এবং শরীরের মাংস রোম ও চর্ম্ম শিথিল ও মুখ ফেনলিপ্ত থাকিলে তাহাকে বিষ হত বলিয়া বুঝিবে। তাদৃশ অবস্থায় দংশন স্থান শোণিতাবশিষ্ট দেখিলে সর্প বা বিষাক্তকীটহত বুঝিবে। এই প্রকারে শব দেহ সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষার প্রণালী প্রাচীন ভারতে ছিল এবং অর্থশাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায় যে, কাম ক্রোধাদি বশতঃ পুরুষ বা স্ত্রী যে কেহ, রজ্জু শস্ত্র বা বিষাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিলে চণ্ডাল দ্বারা তাহাকে রাজমার্গে টানিয়া আনিবে এবং তাহার শ্মশান বিধি বা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবে না পরন্তু যে করিবে তাহাকে সমাজচ্যুত করিবে, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেও তাহার এইরূপ বিধি, পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে আত্মঘাতীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তাদিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া প্রচলিত হইতেছে।

(১) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, "আশু মৃতক পরীক্ষা প্রকরণ" দ্রষ্টব্য।

পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে যাহা অবৈধ তাহার অনুষ্ঠানে অপরাধ ও পাপ হয় কাজেই অপরাধানুসারে দণ্ড ও পাপানুসারে প্রায়শ্চিত্ত উভয়বিধ দণ্ডই রাজ্য ও সমাজ শাসনের অনুকূলে হিন্দুশাস্ত্র বিধান করিয়াছেন, আত্মঘাতীর পক্ষে রাজদণ্ড সম্ভাবিত নাই, তাহার পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে যাহা করিলে পাপী প্রেতাত্মা আত্মহত্যা জন্য পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জন্মান্তরীয় নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। এই জন্যই উপক্রমে উক্ত হইয়াছে যে, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই হিন্দুশাস্ত্রমতে ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবং আত্মঘাতের উদ্যম করিয়া আত্মঘাত করিতে না পারিলেও তাহাতে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই বিহিত হইবে। (১) বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনেও আত্মঘাতোদ্যমে রাজদণ্ডের বিধান আছে।

হত্যাপরাধে ঘাতক ব্যক্তিকে জানিতে না পারিলে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানিয়া তাহার পুত্র ও বন্ধুবান্ধবকে মৃত ব্যক্তির সহিত কাহারও কলহ ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিবার বিধি ছিল। এবং তাহার স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহাকে পৃথক্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে এবং হত্যাস্থানের সমীপস্থ ব্যক্তিগণকে ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিবে, মৃত ব্যক্তির সহিত কাহারও শত্রুতা থাকিলে তাহাকে ধরিয়া ঘাতকের অনুসন্ধান রাজপুরুষগণ করিতে পারিতেন এবং আশঙ্কা করিয়া কোন ব্যক্তিকে ধরিলে সে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত শপথাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি প্রমাণ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিত। ঘাতককে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিলে তাহার সহায় ও

(১) জলাগ্ন্যুদ্বন্ধন ভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানশনচ্যুতাঃ।
বিষ প্রপতন প্রায় শস্ত্রঘাতচ্যুতাশ্চ যে॥
সর্ব্বেতে প্রত্যবাসিতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবাহিষ্কৃতাঃ।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেযুস্তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বয়েনবা॥ যম, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।

বান্ধবগণ যাহারা সাহসকারী ঘাতক জানিয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই তাহাদিগের সহিত বিচিত্র ও জনসাধারণের উদ্বেগজনক বধোপায় দ্বারা ঘাতককে রাজা হত্যা করিতেন, উক্ত সহায় ও বান্ধবগণ ঘাতকের অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে এইরূপ দণ্ডাদেশের বিধি হইত, অন্যথা সহায় বা বান্ধবগণ যদি ঘাতকের সহিত ব্যবহিত থাকে তবে তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রযোজক বা অনুগ্রাহক প্রভৃতির অন্তর্গতরূপে অপরাধের গুরু-লঘুতানুসারে দণ্ডের ন্যূনতা ভোগ করিত। (১)

ক্লেশকর উপায়ে অথবা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বা প্রহার দ্বারা গর্ভনাশ করিলে প্রথমসাহস, মধ্যমসাহস, ও উত্তমসাহস দণ্ড, ক্রমান্বয়ে গর্ভপাতকারীর প্রতি বিধান ছিল এবং গর্ভপাত করাইতে গিয়া যদি গর্ভিণীও হত হইত তাহার প্রতি বিচিত্র বধের আদেশ হইত। তবে বর্ণভেদে গর্ভপাতের দণ্ডের বৈষম্য ছিল ইহা পাওয়া যায়। হত্যাকারী ব্যক্তির নিকট হইতে মাত্র অর্থদণ্ড গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃতি দিবার ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে একেবারেই ছিল না। হত্যা প্রকাশ্যেই হউক বা অপ্রকাশ্যেই হউক লোকহিতকারী রাজা তাহাকে কখনই মুক্তি দিবেন না। ভয়প্রযুক্ত বা লোভবশতঃ রাজা ঘাতকের প্রতি বধাদেশ না করিলে তাঁহার রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। (২)

স্ত্রীজাতি পতি গুরু বা প্রজা হত্যা করিলে বা অগ্নি বা বিষ দ্বারা গৃহ

(১) অবিজ্ঞাত হতস্যাশু কলহং সুতবান্ধবাঃ।
প্রষ্টব্যা যোষিতশ্চাস্য পরপুংসিরতাঃ পৃথক্॥
স্ত্রীদ্রব্য বৃত্তিকামোবা কেন বা সাহসং গতঃ।
তৎপ্রদেশ সমাসন্নং পৃচ্ছেৎবাপি শনৈঃ শনৈঃ॥ ইত্যাদি, বিবাদরত্নাকর ঘাতকান্বেষণ তরঙ্গ দেখ।

(২) বিবাদ রত্নাকর সাহস তরঙ্গ দেখ।

দাহ বা লোক হত্যা করিলে বা সন্ধিচ্ছেদ করিলে গোদ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করিয়া ফেলা রাজদণ্ড ছিল কিন্তু স্ত্রী জাতি গর্ভিণী হইলে প্রসবের পর ঐ রাজদণ্ড বিহিত হইত, (১) প্রায়শ্চিত্ত স্থলে ব্যভিচার দোষেও দেখা যায়, গর্ভিণীস্ত্রীলোক ব্যভিচার করিলে গর্ভপাত শঙ্কায় প্রসবের পর প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি আছে, তবে ঐ প্রায়শ্চিত্ত মুখ্যরূপে অনুষ্ঠানেই ঐরূপ বিধির সম্ভাবনা, অনুকল্প স্থলে অধিকার থাকিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যে কোন সময় হইতে পারে। (২) এই দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র মুখ্য প্রায়শ্চিত্তস্থলেই প্রসবের পর গর্ভিণীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা অনুভবনীয়।

স্তেয় বা চৌর্য্য অপরাধ (Theft)

চৌর্য্য কাহাকে বলে এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেহ বলেন, গুপ্ত বা প্রকাশ্য ভাবে দিবা বা রাত্রিকালে পরদ্রব্য হরণের নাম চৌর্য্য, (৩) কিন্তু শব্দার্থ বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রকৃত চৌর্য্য লক্ষণ হয় না, কারণ পরদ্রব্য হরণ শব্দের অর্থ কি? পরদ্রব্য হরণ শব্দে যদি পরদ্রব্যে স্বত্ব স্থাপন করা এরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে লক্ষণে দোষ হইল কেননা, চৌর্য্য দ্বারা কাহারও স্বত্ব হয় না, হরণ অর্থে অপ্রকাশ করা, বা আমি লই নাই এরূপ অপলাপ করাও বলা যায় না, কারণ উক্ত লক্ষণে প্রকাশ্য গ্রহণেও চৌর্য্য হয় ইহা বলা হইয়াছে, পরের দ্রব্য

(১) অগর্ভিণীং গর্ভিণীং মাসাবর প্রজাতাং পতিগুরুপ্রজা ঘাতিকাং অগ্নিবিষদাং সন্ধিচ্ছেদিকাং বা গোভিঃ পাটয়েৎ। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র।

(২) অন্তর্বত্নীতু যা নারী সমেত্যাক্রম্য কামিনা।
প্রায়শ্চিত্তং ন কুর্য্যাৎসা যাবদ্ গর্ভো ন নিঃসৃতঃ॥ মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়।

(৩) প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশম্বা রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
যৎপরদ্রব্য হরণং স্তেয়ং তৎপরিকীর্ত্তিতং॥ শূলপাণিধৃত কাত্যায়ন।

স্থানান্তরে সরাইয়া রাখার নাম হরণ ইহাও হরণ শব্দের অর্থ হয় না, কারণ, যেস্থলে কোন ব্যক্তির নিক্ষেপ, (গচ্ছিত রাখা বস্তু) যাহা স্ব স্থানেই আছে তাহা অপলাপ করিলে ঐ লক্ষণানুসারে চৌর্য্য হয় না কেননা সেস্থলে নিক্ষেপ বস্তু স্থানান্তরে অপসারিত হয় নাই, অতএব উক্তরূপ লক্ষণকে প্রকৃত চৌর্য্য লক্ষণ বলা যায় না।

অন্য কেহ বলেন পরের দ্রব্যে পরের অনুমতি ব্যতীত স্বত্ব স্থাপন করাকে চৌর্য্য বলে, স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্য ও ভবদেবভট্ট, এই মত সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে চৌরেরও স্বত্ব হয়, অতএব চৌরও চোরিতদ্রব্যের স্বামী হইতে পারে তবে সে অপ্রশস্ত স্বামী ইহা বলিতে হইবে, কেননা চৌর যদি চোরিতদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধরা পড়ে তবে সেই দ্রব্য পূর্ব্বস্বামী প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাহা অস্বামিবিক্রীত অর্থাৎ অপ্রশস্ত স্বামি-বিক্রীত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) এস্থলে অস্বামী শব্দের অর্থ অপ্রশস্ত স্বামী, নঞর্থ অপ্রাশস্ত্য, এই মতে তাঁহারা চৌরের স্বত্ব বিষয়ে প্রমাণ বলেন যে, কোন ও ব্যক্তি খাদ্যাভাবে জীবন ধারণে অসমর্থ হইলে সে দস্যু বা চণ্ডালাদির দ্রব্য হরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন বুভুক্ষিত ব্যক্তি খাদ্যাভাবে তিন দিন উপ-বাসের পর ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্যক্তির দ্রব্য হরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, মনুও এই মত সমর্থন করিয়াছেন এবং সেই চোরিতদ্রব্য দ্বারা বলিবৈশ্বদেব কর্ম্মও হইতে পারে ইহাও উক্ত আছে। (২) তবে ঐ নিয়ম নিতান্ত অশক্তের পক্ষে, সমর্থ পক্ষে চৌর্য্যে নরক হয় ইহার যথেষ্ট

(১) "দ্রব্যমস্বামিবিক্রীতং পূর্ব্বস্বামী সমাপ্নুয়াৎ।" যাজ্ঞবল্ক্য, অস্বামিবিক্রয় প্রঃ ১৬০ শ্লোক টীকা দেখ।

(২) তথৈব সপ্তমে ভক্তে ভক্তানি ষড়নশ্নতা।
অশ্বস্তন বিধানেন হর্ত্তব্যং হীন কর্ম্মণঃ॥ শুদ্ধিতত্ত্বধৃত মনু।

প্রমাণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও প্রদর্শন করাইয়াছেন। তবেই হরণ করায় বিধি ও হৃতদ্রব্য দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের বিধান থাকায় হৃতদ্রব্যে চৌরের স্বত্ব অবিসম্বাদী।

কিন্তু এই চৌর্য্যস্বত্ববাদ সমীচীন বলা যায় না, পরদ্রব্যে পরের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বত্ব স্থাপন করাকে যে চৌর্য্য বলিয়াছেন উহা প্রকৃত চৌর্য্য লক্ষণ হইতে পারে না। কেননা স্বত্ব কাহাকে বলে, প্রাচীনমতানুসারে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার্যত্ব যদি স্বত্ব হয় তবে অব্যবহারকালে স্বত্বাভাব প্রতীতি হয়, ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার যোগ্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রবোধ্যত্ব তাহাই স্বত্ব, এরূপ যদি স্বত্বের লক্ষণ হয় তবে বুঝিতে হইবে চৌর্য্য বিষয়ে কোন শাস্ত্র নাই, এবং কোন স্মৃতিকারই চৌর্য্যকে অর্জ্জন অর্থাৎ স্বত্ব হেতু ভূত ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

যদ্যপি শাস্ত্রকারগণ অর্জ্জন অর্থাৎ স্বত্ব হেতু ভুত ব্যাপার ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক, এবং প্রত্যেকটিই আবার সাত প্রকার, এবং ঐ ত্রিবিধ অর্জ্জন উপায়ে অর্জ্জিত দ্রব্য ও ত্রিবিধ এবং প্রত্যেক দ্রব্যই সাত প্রকার যেমন শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, তপস্যা, বিবাহ, শিষ্য, যজমান এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা অর্জ্জিত হয় তাহা সাত্ত্বিক দ্রব্য, এবং সুদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুল্ক, গান, পরের তোষামোদ বা কৃতোপকার ব্যক্তি হইতে যাহা অর্জ্জিত হয় তাহা রাজসিক দ্রব্য, এবং পার্শ্বিক, দ্যূত, চৌর্য্য, আর্ত্তি, প্রতিরূপক, সাহস, ও ছলনাপূর্ব্বক যাহা অর্জ্জিত হয় তাহা তামস দ্রব্য, (১) সুতরাং পাওয়া যাইতেছে চৌর্য্যও একবিধ

(১) দানের অপাত্র ব্যক্তি যদি আমি দানপাত্র এরূপ প্রকাশ করিয়া অর্থ অর্জ্জন করেন তিনি পার্শ্বিক, পর পীড়াকে আর্ত্তি বলে, কৃত্রিম রত্নাদিকে প্রতিরূপক বলে, সমুদ্র যান বা পর্ব্বতাদি আরোহণাদিকে সাহস বলে, ব্রাহ্মণ বেশে শূদ্র অর্জ্জন করিলে, তাহাকে ছলনা বলে।

পার্শ্বিক দ্যূত চৌর্য্যার্ত্তি প্রতিরূপক সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যৎযত্তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতং॥ শূলপাণি ধৃত, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

অর্জ্জন বটে তবে তাহা তামস, এবং চৌর্য্য দ্বারা অর্জ্জিত দ্রব্য তামস দ্রব্য নামে অভিহিত, তথাপি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এখানে চৌর্য্য শব্দে মুখ্য চৌর্য্য নহে গৌণ চৌর্য্য, যে স্থলে পথে কোন দ্রব্য পতিত থাকে অথচ তাহার স্বামী জানি না এরূপ ক্ষেত্রে সে দ্রব্য গ্রহণ করাও একপ্রকার চৌর্য্য পরন্তু ইহা মুখ্য চৌর্য্য হইতে পারে না এ স্থলে সেইরূপ চৌর্য্যই উক্ত হইয়াছে, ইহাকে মুখ্য চৌর্য্য বলিলে চৌর্য্যের প্রকৃত লক্ষণে যথেষ্ট দোষ ঘটে, মনে কর, পর ও নিজের অনেকগুলি অঙ্গুরীয় একসঙ্গে আছে তাহার মধ্য হইতে নিজের অঙ্গুরীয় ভ্রমে যদি পরের অঙ্গুরীয়টি বিক্রয় করি তবে আমি চোর কিনা? তোমার চৌর্য্য লক্ষণে আমি চৌর, কেননা পরের দ্রব্যে পরের অনুমত ব্যতীত স্বত্বস্থাপন করা এস্থলেও হইয়াছে, এবং অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ মধ্যে কোন ভ্রাতা সাধারণ সম্পত্তির কোন অংশ অপহ্নবপূর্ব্বক বিক্রয় বা ভোগ করিলে সেস্থলেও উক্ত চৌর্য্য লক্ষণ ঘটিয়া যায়, পরন্তু সেস্থলে প্রকৃতই চৌর্য্য হইবে না। এপক্ষে হলায়ুধ, বিশ্বরূপ, শূলপাণি, জীমূতবাহন বাচস্পতিমিশ্র, প্রভৃতি সকলেই একমত, স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনও এপক্ষে ঐকমত্য গ্রহণ করিয়াছেন কারণ তন্মতে চৌর্য্য লক্ষণে পরদ্রব্য অর্থে পর মাত্রের দ্রব্য, অবিভক্ত ধন, পরমাত্রের দ্রব্য নয়, বর্ত্তমান রাজ নিয়মেও সাধারণ দ্রব্যাপহারীর চৌর্য্যহিসাবে কোন রাজদণ্ড নাই। কেবল মিতাক্ষরাকার ও বালক প্রভৃতি কতিপয় নিবন্ধকারই সাধারণধনাপহারস্থলে চৌর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে ধন স্বামী প্রভৃতির অসমক্ষে বঞ্চনাপূর্ব্বক পরদ্রব্য হরণ, বা ধনস্বামীর সমক্ষে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভয়ে আমি ইহা লই নাই এইরূপ সঙ্গোপন করা, এই উভয়ই স্তেয়।

বিভাগের পূর্ব্বে সাধারণ সম্পত্তির অংশ বিশেষ কোন অংশী গোপন করিয়া পরে প্রকাশ পাইলে গোপনকারী ব্যক্তিকে রাজা বলপূর্ব্বক দেওয়াই-

বেন না বরং মিষ্টবাক্যে দেওয়াইবেন, এবং যাহা ভুক্ত হইয়াছে তাহাও সে দিতে বাধ্য হইবে না বরং প্রকাশিত অবশিষ্ট অংশের ভাগও সে পাইবে, যদি তাহার চৌর্য্য সিদ্ধ হইত তাহা হইলে মিষ্টবাক্যে দেওয়ান দূরের কথা তাহার বিশেষরূপ রাজদণ্ডও হইত। (১) সুতরাং পরের দ্রব্যে পরের অনুমতি ব্যতীত স্বত্বস্থাপন করাকে চৌর্য্য বলা যায় না।

প্রকৃত চৌর্য্যের লক্ষণ এই, পরদ্রব্য বলিয়া বিশেষরূপ জ্ঞান সত্বে সেই দ্রব্য, তাহার বিনা অনুমতিতে ইহা আমার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার্য্য এই বুদ্ধিতে ব্যবহার করার নাম চৌর্য্য। উক্ত ব্যবহার, মানসসংকল্পরূপই হউক বা কায়িকদানবিক্রয়াদিরূপই হউক উভয়থাই চৌর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তির অপহরণ চৌর্য্য হইল না কারণ, সে স্থলে এই সম্পত্তির মধ্যে কোন্ অংশ আমার কোন্ টুকু বা পরের ইহার বিশেষরূপ জ্ঞান নাই, যে হেতু তাহার ভাগ হয় নাই। এবং ইহা আমার নিজস্ব এরূপ ভ্রমে যদি পরদ্রব্য বিক্রয় করা যায় তাহা চৌর্য্য হইল না, কারণ সেস্থলেও পরের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান নাই এবং ভূনি-খাত দ্রব্য, যাহা হিন্দুশাস্ত্রে নিধিনামে অর্থাৎ অস্বামিক বস্তু বলিয়া কথিত আছে সেই নিধি দ্রব্যের প্রাপ্তিতেও চৌর্য্য হইল না, কারণ, সে স্থলে ইহা পরের দ্রব্য এরূপ জ্ঞান নাই, কেননা তাহা অস্বামিকও হইতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত আছে, রাজা নিধিলাভ করিলে ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধাংশ দান করিবেন, পরন্তু বিদ্বান ব্রাহ্মণ নিধি লাভ করিলে তাহা সম্পূর্ণই ভোগ করিতে পারিবেন, কেননা ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু। (২) এবং যে স্থলে বস্তু

---

(১) বন্ধুনাপহৃতং দ্রব্যং বলান্নৈব প্রদাপয়েৎ।
বন্ধূনামবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ॥ কাত্যায়ন।
"চৌরং প্রদাপ্যাপহৃতং ঘাতয়েৎ বিবিধৈর্বধৈঃ॥"

(২) রাজালব্ধ্বা নিধিং দদ্যাদ্দ্বিজেভ্যোহর্দ্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ স সর্ব্বস্য প্রভুর্যতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহার অঃ ৩৪ শ্লোক।

চুরি করিয়া তাহার অঞ্চলে অজ্ঞাতভাবে সুবর্ণ প্রাপ্ত হয় সে স্থলেও জ্ঞানতঃ সুবর্ণাপহরণ হইবে না, কারণ অপহরণে স্বর্ণজ্ঞান নাই, যে স্থলে বা অসুবর্ণ বস্তু সুবর্ণ বুদ্ধিতে অপহরণ হয় সে স্থলেও সুবর্ণাপহরণ নয়, কারণ সেখানে ইচ্ছানুরূপ দান বিক্রয়াদি বিনিয়োগে, সুবর্ণ, ব্যবহার কর্ম্মে আসিতেছে না, তবে যে স্থলে সুবর্ণই পারদরসে লিপ্ত থাকায় সীসক বুদ্ধিতে অপহরণ হয়, সে স্থলে ইহা পরের, এরূপ জ্ঞান আছে এবং দান বিক্রয়াদি বিনিয়োগসংকল্পেও সুবর্ণই বিষয়ীভূত হইতেছে সেস্থলে সুবর্ণস্তেয় বটে তবে সুবর্ণ জাতি জ্ঞান না থাকায় অজ্ঞানকৃত সুবর্ণাপহরণ বলিতে হইবে। বস্ত্রচৌর্য্যস্থলেও বস্ত্রাঞ্চল লব্ধ সুবর্ণে সুবর্ণাপহরণ না হইলেও ঐ সুবর্ণ যদি ইচ্ছানুরূপ বিনিয়োগে ব্যবহার করে তবে সেস্থলেও অজ্ঞানকৃত সুবর্ণাপহরণ হইবে, কিন্তু দান বিক্রয়াদি কায়িক ব্যবহারে অথবা আমি ইহা ব্যবহার করিব এরূপ মানস সংকল্পরূপ ব্যবহারে না আনিলে সুবর্ণাপহরণ হইবে না।

স্তেয় বা চৌর্য্যলক্ষণ উক্তরূপ স্পষ্ট হওয়ায় মনু যে অনাবৃত বনস্পতির ফলমূল হোমীয় কাষ্ঠ বা গোগ্রাসার্থ তৃণ পরের হইলেও তাহার গ্রহণকে অস্তেয় বলিয়াছেন তাহা স্তেয় দোষ পরিহারের জন্য, বাস্তবিক স্তেয় হইবেনা এরূপ তাৎপর্য্য সেস্থলে নয়। (১) চৌর্য্য, মুখ্য ও গৌণ রূপে নানাবিধ, দাতার কথিত প্রমাণ অপেক্ষা অধিক প্রমাণ বস্তু গ্রহণ করা, নিক্ষেপ স্বামীকে না বলিয়া তাহার নিক্ষেপ বস্তু ব্যবহার করা, ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, যাচ্ঞা করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ না করা, নিক্ষেপের অপলাপ করা, স্ববৃত্তিসম্ভবে অন্যবৃত্তি অবলম্বনে ধনো-

(১) বানস্পত্যং ফলং মূলং দার্ব্বগ্ন্যর্থং তথৈবচ।
তৃণঞ্চগোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ংমনুরব্রবীৎ॥ মনু ৮ম, ৩৩৯।

পার্জ্জন করা, অর্থাদি দান করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া তাহা না দেওয়া, দেবতার নামে পরের ধন গ্রহণ করা, কূটতুলাদ্বারা বিক্রয়াদি করা প্রভৃতি গৌণ চৌর্য্য। (১)

এই গৌণ ' মুখ্য চৌর্য্যভেদের উপরেই হিন্দুশাস্ত্রে তস্কর, প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ বিশেষণ দ্বারা দ্বিবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা প্রকাশতস্কর ও অপ্রকাশ তস্কর। যাহারা কপট তুলাদি দ্বারা ক্রেতার নিকট অর্থ হরণ করে, যে বৈদ্য রোগীর রোগ বৃদ্ধি করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ হরণ করে, যাহারা জুয়া খেলা করিয়া অর্থ অর্জ্জন করে, যাহারা সভ্য হইয়া অর্থলোভে অন্যায় বলে, যাহারা কার্য্যে অধিকার লাভ করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করে, যাহারা শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত হওয়া শাস্তি না করিয়াই অর্থগ্রহণ করে, কূটশিল্প কূটসাক্ষ্য বা কূটমূল্য ব্যবস্থাপনাদি দ্বারা বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা যাহারা অর্থ হরণ করে, ভয়প্রদর্শন বা আশাদান পূর্ব্বক পরের ধন যাহারা গ্রহণ করে, এই জাতীয় তস্কর, প্রকাশতস্কর নামে অভিহিত, এবং সন্ধিচ্ছেদ, গ্রন্থিভেদ, বা রক্ষকের দৃষ্টিবঞ্চনা পূর্ব্বক যাহারা অপহরণ করে এতজ্জাতীয় ব্যক্তিগণ অপ্রকাশ তস্কর অর্থাৎ মুখ্য চৌর। (২)

৮০ রতি ব্রাহ্মণস্বর্ণহরণ মহাপাতক পাপ, এবং গুরুতর অপরাধ,

(১) অদত্তাদানাদনভিনিসৃষ্ট গ্রহণাদনির্দ্দেশোপযোগাৎ
ভৃত্যোত্যো ভৃত্যাদানাদ্ যাচিতানির্যাতনাৎ
ন্যাসাপনয়নাচ্চ ছদ্মব্যংসনায়া অনুপায়গ্রহণাৎ
প্রতিশ্রুত্যাদানাৎ দেবতাভিসন্ধানাচ্চেতি দশবিধং স্তেয়ং।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃত, হারীত।

(২) মনু ৯ম ২৫৬ হইতে ২৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য—

ঐ পরিমিত ব্রাহ্মণস্বর্ণহরণে প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, স্বর্ণহরণে অনুবন্ধাদি বিবেচনা পূর্ব্বক প্রাণান্তক রাজদণ্ডেরও বিধান আছে, সুতরাং এস্থলে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই চলিতে পারে না, তবে প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প স্বীকার পূর্ব্বক রাজদণ্ডের বিধান হইতে পারে, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অতি গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইবে না সুতরাং অন্যজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পক্ষে দণ্ড স্বল্প হইলেও সাধারণ বস্তুর চৌর্য্যে অন্যজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের দণ্ডাধিক্য হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি মনুই বলেন চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র যদি চৌর্য্য করে, তবে যে বস্তু চুরিতে যে দণ্ড শাস্ত্রোক্ত, উহার আট গুণ ঐ শূদ্রের দণ্ড হইবে, এতাদৃশ বৈশ্যের ষোড়শ গুণ দণ্ড হইবে, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের ছত্রিশ গুণ দণ্ড হইবে, ঐরূপ ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ দণ্ড হইবে, অথবা অতিশয় গুণবান্ ব্রাহ্মণের শতগুণ, তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণের একশত আটাশ গুণ দণ্ড হইবে। (১) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় রাজদণ্ড বিধিও বর্ণাশ্রম ভেদে বিভিন্নরূপে প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল, সুতরাং কোন স্থলে ব্রাহ্মণের দণ্ড স্বল্প, কোন কোন স্থলে বা অন্যাপেক্ষা ব্রাহ্মণের দণ্ড অধিক। অপরিবৃত বনস্পতির মূল ফল হোমীয় অগ্নির কাষ্ঠ গোগ্রাসার্থ তৃণ হরণ করিলে চৌর্য্য হয় বটে তবে ঐ চৌর্য্যে কোন পাপ বা অপরাধ নাই কাজেই প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড নাই এ কথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনে চোর ধরা পড়িলে যদি চোরিত দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ঐ দ্রব্য, দ্রব্যস্বামীকে দেওয়া হয় এবং চোর রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন ভারতে ঠিক্ এরূপ রীতি ছিল না তখন, পরীক্ষা

(১) মনু ৮ম ৩৩৭।৩৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য]

দ্বারা বা পরীক্ষা নিরপেক্ষে যদি কেহ চোর বলিয়া নিশ্চিত হইত, তবে তাহার নিকট হইতে চোরিত দ্রব্য পাওয়া যায় ভালই পাওয়া না যাইলেও চোরিত দ্রব্যের মূল্য কল্পনা করিয়া সেই মূল্য চোরের নিকট হইতে আদায় করিয়া দ্রব্যস্বামীকে দেওয়া হইত, পরে চোর রাজদণ্ড ভোগ করিত, এই রাজদণ্ড, অবস্থা ভেদে প্রথমসাহস মধ্যমসাহস ও উত্তম-সাহস এমন কি অনুবন্ধাদি বিবেচনায় প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিত। (১) আরও বিশেষ এই যে বর্ত্তমান শাসন আইনে কেহ চোর বলিয়া ধৃত হইলে, সেই ধৃত ব্যক্তির কোন প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন হয় না, যে চোর ধরিবে সেই ব্যক্তি (ফরিয়াদী) চোর বলিয়া প্রমাণ করিবে, অর্থাৎ প্রমাণের ভার সম্পূর্ণ ফরিয়াদীর উপর, আসামীর উপর নয় কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, চোর আশঙ্কায় ধৃত ব্যক্তিকেও আমি চোর নই ইহা প্রমাণ করিতে হইত, প্রমাণ করিতে না পারিলে সে চোরদণ্ডভাগী হইত। (২) তবে আশঙ্কিত ব্যক্তির উপরে চৌর্য্যাশঙ্কা সম্ভাবিত হইলেই সে আত্মশুদ্ধি প্রমাণ করিবে, অন্যথা আত্মশুদ্ধি প্রমাণ করা সম্ভব হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের গুরুতর চৌর্য্যাপরাধে সচিহ্ন নির্ব্বাসন দণ্ড ছিল প্রাণদণ্ড ছিল না, এই চিহ্ন ললাটদেশে দেওয়া হইত, ব্রাহ্মণ বিমাতৃগামী হইলে ললাটে যোনিচিহ্ন, সুরাপায়ী হইলে সুরা পাত্রের চিহ্ন, চোর হইলে কুক্কুরপদ চিহ্ন, ব্রহ্মঘাতী হইলে মস্তকহীন পুরুষ চিহ্ন দেওয়া হইত, এই চিহ্ন যাবজ্জীবন স্থায়ী করিবার জন্য তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা করা হইত, তবে যে ব্যক্তি দণ্ডের পর প্রায়শ্চিত্ত করিতে

(১) চৌরং প্রদাপ্যাপহৃতং ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্বধৈঃ।
সচিহ্নংব্রাহ্মণংকৃত্বা স্বরাষ্ট্রাদ্ বিপ্রবাসয়েৎ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, স্তেয়প্রকরণ ২০৭।

(২) গৃহীতঃশঙ্কয়া চৌর্য্যে নাত্মানং চেদ্বিশোধয়েৎ।
দাপয়িত্বা গতং দ্রব্যং চৌরদণ্ডেন দণ্ডয়েৎ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, স্তেয়প্রকরণ ২৬৯।

ইচ্ছুক তাহাকে উক্তরূপে চিহ্নিত করা হইত না কেবল উত্তম সাহস দণ্ডই তাহার প্রতি বিহিত হইত, ইহা আমি পূর্ব্বেও উক্ত করিয়াছি। (১)

প্রাচীন ভারতে চৌর্য্যবিষয়ে আরও নীতি ছিল এই যে, যদি গ্রামের ভিতরে চুরি হইত তবে রাজ নিযুক্ত গ্রামপতি চৌর উপেক্ষা করার দোষে দোষী হইতেন সুতরাং গ্রামপতি চৌর ধরিয়া রাজাকে দিবেন, না পারিলে অপহৃত ধন, ধনস্বামীকে দিবেন, এবং যদি প্রমাণ করিতে পারেন চৌর গ্রাম হইতে নির্গত হইয়াছে অর্থাৎ গ্রামের ভিতরে নাই তবে যে গ্রামে চৌর প্রবেশ করিয়াছে সেই গ্রামপতিই চৌর ও হৃতদ্রব্য ধরিয়া দিবেন, এইরূপে মার্গপাল, সামন্ত, দিক্‌পাল, পঞ্চগ্রাম বা দশগ্রাম হইতে চৌর ও চোরিতদ্রব্যের আদায় করা হইত, হহাদিগের নিকট হইতে হৃতদ্রব্য আদায়ের সম্ভাবনা না থাকিলে রাজা নিজের ধনাগার হইতেও ধনস্বামীকে অপহৃত ধনের সমান ধন প্রদান করিতেন। (২) তবে ইহাও ঠিক্ যে, ধনস্বামী নিজের ধন যে অপহৃত হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিলে তবে ধন পাইতে পারিতেন। (৩) তবেই প্রাচীন ভারতে দেখা যায় চুরি হইলে গৃহস্থ চোরিতদ্রব্য প্রমাণ করিতে পারিলে, গৃহস্থের কোন ক্ষতি হইত না, দোষ হইত গ্রামরক্ষকের এবং গ্রামরক্ষকই চোর ও চোরিত দ্রব্যের দায়ী হইতেন, এইরূপে মুসলমান রাজত্বকালেও ফৌজদারদিগের নিয়োগ পত্রে ঐরূপ সুনিয়ম বিধান পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম রক্ষক চোরিত দ্রব্যের দায়ী হওয়ায় প্রাচান ভারতে চুরির সংখ্যাও স্বল্প হইবার সম্ভাবনা করা যাইতে পারে, এবং চোরের সহিত গ্রামরক্ষকের কোনরূপ সংযোগ থাকাও সম্ভব হইত না। এইরূপ, পথের মধ্যে চুরি হইলে মার্গপাল এবং

---

(১) মনু ৯ম, ২৪০ দ্রষ্টব্য।

(২) চৌরহৃতমবজিত্য যথাস্থানং গময়েৎ স্বকোশাদ্বাদদ্যাৎ। গৌতমধর্ম্মসূত্রে ১০অঃ, ৪৬।৪৭ সূত্র।

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য, স্তেয় প্রকরণ ২৭১।২৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অন্যত্র হইলে যথানিয়মে পঞ্চগ্রামী প্রভৃতি চৌর ও চোরিত দ্রব্যের দায়ী হইত।

শুল্কস্থানে নিযুক্ত পুরুষকে শুল্কাধ্যক্ষ বলে, স্থান রক্ষায় অধিকৃত পুরুষের নাম স্থানপাল, যদি শুল্কাধ্যক্ষ বা স্থানপাল পুরুষ, কোন নষ্ট বা অপহৃতদ্রব্য প্রাপ্ত হয়েন এবং তত্তদ্দ্রব্যের অধিকারী ব্যক্তিকে তৎকালে পাওয়া না যায় তবে রাজা সম্বৎসর কাল সেই দ্রব্য চতুর্দ্দিকে ঘোষণা পূর্ব্বক স্বয়ং রক্ষা করিবেন, সম্বৎসরের মধ্যে সেই সেই দ্রব্যের স্বামী উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে সেই দ্রব্য দিতেন, সম্বৎসর অতীত হইলে রাজা তত্তদ্দ্রব্যের অধিগন্তা অর্থাৎ লাভকারীকে এক চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। (১) এজন্য শুল্কাধ্যক্ষাদিগণ অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সেই দ্রব্য রাজার কাছে গিয়া উপস্থিত করিবার নিয়ম ছিল, আত্মসাৎ করিবার নিয়ম ছিল না, এবং মনু বলেন, যে ধনের স্বামী জ্ঞাত নাই উক্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া রাজা পটহাদি দ্বারা ঘোষণা করিয়া স্বামীর অপেক্ষায় বর্ষত্রয় পর্য্যন্ত উক্ত ধন আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন, তিন বর্ষের মধ্যে স্বামী আগত হইলে সাক্ষ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়া ঐ ধন তিনি পাইবেন, তিনি বৎসর মধ্যে ধন স্বামী না আসিলে রাজা উক্ত ধনের ব্যয় করিতে পারিবেন। (২) চোরিত দ্রব্যের নাম শুদ্ধভাষায় হোঢ়, বা লোপ্ত্র, লোপ্ত্রের সহিত ধৃত হইলে চোর অবধারিত হইল, লোপ্ত্র না পাইলে নিম্নলিখিত কারণে চোর বলিয়া আশঙ্কায় ধৃত হইতে পারে।

১। জন সাধারণ যাহাকে চৌর বলিয়া প্রখ্যাপন করে।

২। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কোন সময়ে চৌর বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

(১) গৌতম ধর্ম্মসূত্র দশম অধ্যায় ৩৫।৩৬।৩৭ সূঃ।

(২) প্রনষ্ট স্বামিকং রিক্থং রাজা ত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।
অর্ব্বাক্ ত্র্যব্দাদ্ধরেৎস্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ॥ মনু ৮ম, ৩০ শ্লোক।

৩। গ্রামের ভিতরে এমন ব্যক্তি বাস করে, তাহার বাসস্থান কোথায় কেহ জানে না।

৪। গ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জাতি নাম ধাম গোপন করে বা অপলাপ করে।

৫। জুয়াখেলা মদ্যপান ও বেশ্যাসক্ত পুরুষ বা অসৎ ব্যক্তির সহিত এক কার্য্যে যে ব্যক্তি লিপ্ত থাকে।

৬। চৌর্য্য বিষয়ক জিজ্ঞাসিত পুরুষের মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক এবং কণ্ঠস্বর বিভিন্ন হইলে বা ললাট দেশ ঘর্ম্মাক্ত হইলে।

৭। যাহারা পরের অর্থাদি ও বাসভবনাদি অনুসন্ধান করে।

৮। যাহারা বেশান্তর গ্রহণ করিয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করে।

৯। আয় নাই অথচ যে বহুতর ধন ব্যয় করে।

১০। যাহারা চোরাই দ্রব্য বিক্রয় করে।

এইরূপ নানাবিধ চিহ্ন দ্বারা যে ব্যক্তি চোর বলিয়া আশঙ্কিত হয় তাহাকেও চোর কিনা তদ্বিষয়ে সম্যক পরীক্ষা করিবার রীতি ছিল, সম্যক্ পরীক্ষা দ্বারা চোর বলিয়া নিশ্চিত হইলে সেই ব্যক্তি আমি চোর নহি এইরূপ আত্মশুদ্ধির প্রমাণ দিবে, প্রমাণ দিতে না পারিলে, সে ব্যক্তি চোরের দণ্ড প্রাপ্ত হইত ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (১)

বর্ত্তমান সময়ে যেমন চোরাদি ধরিবার জন্য গুপ্তচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ ছিল, চৌর গ্রহণে তৎপর, বিচিত্রবাদী ও সতর্ক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাজা চৌর অনুসন্ধান করিতেন তবে চোরের সহিত অচৌর ব্যক্তি দৃষ্ট হইলে রাজা যদৃচ্ছাক্রমে অবিচারে তাহাকে দণ্ড দিতেন না। (২)

(১) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা স্তেয়প্রকরণ ২৬৬।২৬৭।২৬৮ শ্লোক।

(২) বিবাদ রত্নাকর চৌরান্বেষণ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

গ্রামের মধ্যে যাহারা জ্ঞানতঃ ও স্বেচ্ছাক্রমে চোরকে থাকিবার স্থান, আহারাদি দান, ও চৌর্য্যোপকরণ শস্ত্রাদির সাহায্য করিবে, বা চোরিত দ্রব্য ক্রয় বা প্রতিগ্রহ করিবে বা যাহারা চোরকে প্রচ্ছাদন করিবে, বা ধরিবার সামর্থ্য সত্বে চোরকে পরিত্যাগ করিবে তাহারাও হিন্দুশাস্ত্র মতে চোর সদৃশ দণ্ডনীয় হইত। বিশেষতঃ গ্রামাদি রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত পুরুষ যদি গ্রামের উপদ্রব ক্ষেত্রে, বা চৌর্য্যদর্শনে চোর ধরিবার জন্য যত্ন না করে তবে রাজা তাহাদিগকে সপরিবারে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন (১) ইংরাজি ফৌজদারী আইনেও চোরের সাহায্যকারী চোরের সদৃশ দণ্ডনীয় এই নীতি আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অপরাধীমাত্রই পাপী সুতরাং অপরাধী অপরাধানুরূপ রাজদণ্ড ও পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত যেমন প্রাপ্ত হইত, আবার তাহাকে ক্ষতিপূরণও দিতে হইত, তবেই চোরকে ক্ষতিপূরণ, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তরূপ সামাজিক দণ্ড তিনই গ্রহণ করিতে হইত, তবে চোর ধরা না পড়িলে চৌরোদ্ধর্ত্তা, গ্রামাধ্যক্ষ, মার্গপাল, সীমান্দার, যাহাদের উপরে যে স্থানের রক্ষাভার অর্পিত তাহারাই চোরিতদ্রব্যের দায়ী হইত, অবশেষে রাজা পর্য্যন্তও স্বীয় রাজকোষ হইতে হৃতদ্রব্য পরিমিত ধন, ধনস্বামীকে প্রদান করিতেন।

শাস্ত্রকারগণ কোন কোন স্থানে প্রাচীন ভারতের উচ্চ সামাজিক চিত্রও দেখাইয়াছেন, এরূপ চিত্র বর্ত্তমান সময়ে প্রায় কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। যথা, চোর চুরি করিয়া অনুতপ্ত হইয়া স্বয়ং রাজার নিকট গিয়া বলিত, আমি চুরি করিয়াছি, আমাকে আপনি শাসন করুন, রাজা তাহাকে শাসন করিবেন, শাসন না করিলে চোরের পাপ রাজাতে বর্ত্তিবে, এরূপ অপরাধীর স্বাপরাধ স্বয়ং জ্ঞাপন করা রূপ উচ্চ আদর্শের

(১) মনু ৯ম, ২৭১।২৭৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য, শুক্রনীতিসার চতুর্থ অধ্যায় ৩১৮ শ্লোক।

সমাজ চিত্র বর্ত্তমান সময়ে প্রায়ই দেখা যায় না, তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, ঐরূপ ক্ষেত্রে পাপীর শাস্তি অতি অল্প হইত, যেমন, অপরাধীর রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয় গ্রহণস্থলে অপরাধী অনুতপ্ত হইয়া রাজাকে স্বীয় অপরাধ জ্ঞাপন করিলে দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত উভয়ের মধ্যে একটা গ্রহণ করিলেও তাহার নিষ্কৃতি হইত, এবং এই মর্ম্মের উপরেই ব্রাহ্মণ স্বামিক-সুবর্ণস্তেয় প্রকরণে শূলপাণিও ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে অন্যতর বিধান করাও প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছেন। (১)

অপরাধী রাজার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলে দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত অন্যতরের মধ্যে একটা করিলেই চলিত, এই নীতি যদ্যপি সুবর্ণস্তেয় প্রকরণে কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই আদেশের প্রমাণ দেখা যায়, তথাপি সমস্ত বর্ণের পক্ষেই ঐ নীতি অনুসরণীয় এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, সুতরাং মাত্র ব্রাহ্মণের প্রতি ঐরূপ আদেশের প্রমাণ, কেবল প্রদর্শন মাত্রের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে, রাজদণ্ড স্থলে যেমন চোর ধরা পড়িলে চোরের নিকট হইতে চোরিত দ্রব্য আদায় করার ব্যবস্থা ছিল, চোরের প্রায়শ্চিত্ত স্থলে ও চোরিত দ্রব্য ধন স্বামীকে প্রদান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের বিধান উক্ত হইয়াছে (২) এই ক্ষতি পূরণ কেবল যে চৌর্য্যস্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নয়, যে যে স্থলে ক্ষতি পূরণ সম্ভাবিত আছে সর্ব্বত্রই ক্ষতি পূরণ করিতে হইত। কাহারও কোন পশু হত্যা করিলে পশু স্বামীকে তত্তুল্য পশু বা তাহার মূল্য দিয়া পরে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত

---

(১) স্বয়ং গমন পক্ষেতু ব্রাহ্মণস্য নৃপং প্রতি।
দণ্ডদানস্য চাশক্তৌ বিজ্ঞেয়ন্ত তপো গুহ ॥
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত সুবর্ণস্তেয় প্রকরণীয় ভবিষ্যপুরাণ।

(২) যদ্‌যস্যাপহৃতং দ্রব্যং তত্তস্যৈব নিবেদয়েৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কুর্য্যাৎ এবং শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত ভবিষ্য পুরাণ।

অপরাধীকে গ্রহণ করিতে হইত। (১) এবং অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্ত-পাত করিয়া দিলে আঘাতিত ব্যক্তির সুস্থতার জন্য ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয় দিতে হইত, না দিলে রাজা উহার নিকট হইতে ঐ ব্যয় ও দণ্ড দেওয়াইতেন। এবং মনুর মতে যে সকল দ্রব্যের দণ্ডবিশেষ কথিত হয় নাই অর্থাৎ কটক, তাম্রঘট প্রভৃতি দ্রব্য, যাহার ঐ সকল দ্রব্য যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ নষ্ট করিয়া দিবে, সে দ্রব্যান্তর দিয়া দ্রব্য স্বামীর সন্তোষ করিবে এবং রাজাকে দণ্ড দিবে। (২) এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে ছিল, বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনে ঐরূপ ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক স্থলে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা থাকিলে দুষ্ট ব্যক্তিগণ চৌর্য্যাদি অপরাধ করিতে সহসা সাহসী হয় না, এজন্য অপরাধীর নিকট হইতে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা মন্দ ছিল না বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ তস্কর ও অপ্রকাশ তস্কর উভয়বিধ তস্করের প্রতিই অবস্থানুসারে, ও চোরিত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থদণ্ড ও শারীর দণ্ড উভয়বিধ দণ্ডই প্রযুক্ত হইত। দেখা যায়, যাহারা জাল সুবর্ণ পুনঃ পুনঃ প্রস্তুত করিয়াছে তাহাদের শরীর ক্ষুর দ্বারা কণ কণ করিয়া ছেদন করিবে, এরূপ কঠোর দণ্ডেরও বিধান ছিল।

ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে আরও একটি বিশেষ নীতি পরিলক্ষিত হয় যে, প্রভুর আজ্ঞায় চোর যদি পররাষ্ট্র হইতে ধনাদি অপহরণ করিয়া আনে তবে তাহার শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অংশ বিশেষ রাজাকে দিয়া অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং

(১) প্রমাপণে প্রাণভৃতাং প্রতিরূপস্তু দাপয়েৎ।
তস্যানুরূপং মূল্যং বা দাপ্যমিত্যব্রবীন্মনুঃ॥ পরাশর সংহিতা ৯ম অধ্যায়।

(২) মনু ৮ম, ২৮৭।২৮৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য

গ্রহণ করিতে পারিত, ঐরূপ চৌর্য্যে কোন দণ্ড বিধান হইত না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সুদুর প্রাচীন গ্রীস দেশেও স্পার্টান্ জাতীর ভিতরে ঐরূপ নীতি প্রবর্ত্তিত ছিল দেখা যায়। (১)

(বাক্‌পারুষ্য অপরাধ)

বাক্‌পারুষ্য অর্থে মানহানি, (Defamation) কোন ব্যক্তির প্রতি দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি উদ্দেশপূর্ব্বক অবচনীয় ভাষায় আক্রোশবাণী বাক্‌পারুষ্য নামে অভিহিত; যেমন, গৌড়দেশবাসী কলহপ্রিয় ইহা দেশাক্রোশ, বিশ্বামিত্রবংশীয়গণ বড় ক্রুরচরিত্র ইহা কুলাক্রোশ, ব্রাহ্মণগণ বড় লোভী ইহা জাত্যাক্রোশ, এইরূপ বিদ্যা শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক আক্রোশবাণীও বাক্‌পারুষ্য। এই বাক্‌পারুষ্য তিন প্রকার নিষ্ঠুর, অশ্লীল, ও তীব্র, এবং এই ত্রিবিধ বাক্‌পারুষ্য উত্তরোত্তর গুরু অর্থাৎ নিষ্ঠুর অপেক্ষা অশ্লীল গুরু ও অশ্লীল অপেক্ষা তীব্র গুরু, ইহার দণ্ডও উত্তরোত্তর গুরু, সাধারণ নিন্দনীয় ভাষা নিষ্ঠুরবাক্‌পারুষ্য, যেমন ধিক্ মূর্খ! এইরূপ আক্রোশ বাণী নিষ্ঠুর বাক্‌পারুষ্য, অশ্লীল ভাষায় নিন্দা করা অশ্লীল বাক্‌পারুষ্য এবং মহাপাতকাদি দোষ সংযুক্ত নিন্দনীয় ভাষাকে তীব্র বাক্‌পারুষ্য বলে, যেমন "তুমি সুরাপায়ী" এরূপ আক্রোশ বাণী তীব্র বাক্‌পারুষ্য। এই বাক্‌পারুষ্য ভেদে দণ্ডের তারতম্য বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনেও আছে। তবে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত থাকায় যে কোন অপরাধে বর্ণভেদে দণ্ডের তারতম্য বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বাক্‌পারুষ্যেও সমান ও অসমান বর্ণে দেখা যায় দণ্ডবিধি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আক্রোশক ও আক্রোশ্য

(১) পররাষ্ট্র হ্নানং যৎস্যাৎ চৌরৈঃ স্বাম্যজ্ঞয়াহৃতং।
রাজ্ঞে দশাংশমুদ্ধৃত্য বিভজেরন্ যথাবিধি॥ কাত্যায়ন, বিবাদরত্নাকর

উভয়ে সবর্ণ হইলে আক্রোশকের দণ্ড সমান হইবে। অসমান বর্ণ হইলে শূদ্র ব্যতীত নীচবর্ণ উত্তমবর্ণকে আক্রোশ করিলে ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দণ্ড ভোগ করিবে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্‌-পারুষ্য অপরাধে অপরাধী হইলে সবর্ণে সবর্ণে বাক্‌পারুষ্যে যাদৃশ দণ্ড শাস্ত্রবিহিত, তাদৃশদণ্ড ক্ষত্রিয়ের প্রতি দ্বিগুণ ও বৈশ্যের প্রতি ত্রিগুণ বিহিত হইবে। পরন্তু শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে আক্রোশ করে তবে তাড়ন বা জিহ্বাচ্ছেদনরূপ বধ দণ্ডই হইবে। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্র ক্ষত্রিয়ের প্রতি বাক্‌পারুষ্য অপরাধে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশে যাদৃশ দণ্ডার্হ, এস্থলে ক্রমান্বয়ে তাদৃশ দণ্ডার্হ হইবে এবং শূদ্র বৈশ্যের প্রতি আক্রোশ করিলে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি বা বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশে যাদৃশ দণ্ডার্হ তাদৃশ দণ্ডার্হ হইবে, ইহা প্রতিলোম আক্রোশে জ্ঞাতব্য। অনুলোম বাক্‌পারুষ্যে অর্দ্ধ অর্দ্ধ হানি কল্পনা করা হইত। যেমন ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের প্রতি বাক্‌পারুষ্য অপরাধ করিত তবে ক্ষত্রিয়াদির ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্‌পারুষ্য অপরাধে যাদৃশ দণ্ড শাস্ত্রোক্ত, তাদৃশ দণ্ডের অর্দ্ধ অর্দ্ধ বিধানে দণ্ড কল্পনা করা হইত; এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি উক্ত অপরাধে অপরাধী হইলে বৈশ্য ও শূদ্র, ক্ষত্রিয়ের প্রতি উক্ত অপরাধে যাদৃশ দণ্ডার্হ তাহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ হানি কল্পনা করা হইত, এবং বৈশ্য, শূদ্রের প্রতি উক্ত অপরাধে অপরাধী হইলে শূদ্র বৈশ্যের প্রতি উক্ত অপরাধে যাদৃশ দণ্ডার্হ তাদৃশ দণ্ডের অর্দ্ধভাগী হইত। কিন্তু পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের প্রতি বাক্‌পারুষ্য অপরাধে অপরাধী হইত, সে স্থলে স্ত্রীলোক হীনবর্ণ হইলেও পুরুষের প্রতি অর্দ্ধ বিধান হইত না পরন্তু সবর্ণে সবর্ণে বাক্‌পারুষ্যে যাদৃশ দণ্ড বিহিত তাহার দ্বিগুণ হইত, আক্রোশ্য হীনবর্ণ বিধায় আক্রোশকের দণ্ড স্বল্প হইত না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাক্‌পারুষ্যের উপরেই এই নীতির

অনুসরণে দণ্ডবিধান ছিল এবং বাক্‌পারুষ্যের উত্তরোত্তর গুরুতা অনুসারে প্রথমসাহস, মধ্যমসাহস ও উত্তমসাহস দণ্ড কল্পনা করা হইত।

এবং অন্যকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য আক্রোশবাণী প্রয়োগ করিলেও তাহা বাক্‌পারুষ্য অপরাধের অন্তর্গত হইত, যেমন তোমার হাত ভাঙ্গিয়া দিব, বা পা ভাঙ্গিয়া দিব এরূপ ভাষা কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিলে তাহাতে দেহের হস্তপদাদি অঙ্গ বিশেষের উল্লেখ অনুসারে দণ্ডেরও তারতম্য বিহিত ছিল। অর্থাৎ মস্তক ভগ্ন করিব এরূপ বাক্‌পারুষ্যে যাদৃশ দণ্ড, হস্ত ভগ্ন করিয়া দিব এরূপ বাক্‌পারুষ্যে তাদৃশ দণ্ড হইবে না পরন্তু ন্যূন দণ্ড হইবে। এই নীতি "তোমায় খুন করিব" এরূপ স্থলেও প্রযোজ্য। এবং ঐ সকল স্থলে হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ ব্যক্তি ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে তাহাকে অর্থদণ্ড দেওয়ার পর হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া না দিবার জন্য রীতিমত জামিন দিতে হইত। (১) বর্ত্তমানেও শান্তি রক্ষার জন্য ঐ স্থলে অপরাধীর নিকট হইতে জামিন লওয়া হইয়া থাকে (cf. Security to keep peace).

এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি যথার্থ কাণ, খঞ্জ, পতিত, বা চোর, ব্যঙ্গ বা অপমান করিবার জন্য তাহাদিগকে ঐ ঐ ভাষায় গালি দিলে সত্য কথা হইলেও গালিদাতার এক কার্ষাপণ দণ্ডের বিধান ছিল, (২) কিন্তু

(১) বাহুগ্রীবা নেত্র সক্থি বিনাশে বাচিকে দমঃ।
সত্যস্তদর্দ্ধিকঃ পাদ নাসাকর্ণ করাদিষু॥
যঃ শক্তস্তু বদন্নেবং দণ্ডনীয়ঃ পণান্ দশ।
তথাশক্তঃ প্রতিভুবং দাপ্যঃ ক্ষেমায় তস্য বৈ॥ যাজ্ঞবল্ক্য বাক্‌পারুষ্য ২০৮।২০৯।

(২) কাণং বাপ্যথবা খঞ্জং অন্যং বাপিতথাবিধং।
তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্ষাপণাবরং॥ মনু ৮ম, ২৭৪।

সামাজিক উপকারার্থ, পতিত বা চৌরাদি ব্যক্তির সংসর্গ সাধারণে পরিহার করুক্ এ অভিপ্রায়ে যথার্থ চৌর বা পতিত প্রভৃতিকে তত্তৎভাষায় নিন্দা করিলেও তাহাতে অপরাধ হইত না (১) বর্ত্তমান প্রচলিত দণ্ডবিধিতেও ঐ প্রকার প্রতিপ্রসব দৃষ্ট হয় (cf. Justification) এবং পিতা-মাতা স্ত্রী ভ্রাতা পুত্র গুরুকে নিন্দা করিলে ১০০পণ পর্য্যন্ত দণ্ড হইত। স্বকার্য্য পরায়ণ রাজার প্রতি আক্রোশবাণী প্রয়োগ করিলে জিহ্বাচ্ছেদ অথবা সর্ব্বস্ব হরণ পর্য্যন্ত দণ্ড ছিল, এমন কি রাজা অপরাধী হইলেও যে দুর্ম্মতি রাজাকে প্রহার করিবেন তাহার শত ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা অধিক অপরাধ হইবে তাহাকে শূলে আরোপণ পূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা দাহ করিবার বিধি ছিল। (২) এ প্রসঙ্গ দণ্ডপারুষ্যের অন্তর্গত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

দণ্ডপারুষ্য অপরাধ।

দণ্ডপারুষ্য অর্থে হিংসা, ভস্ম ধূলি প্রভৃতি বা মলমূত্র পঙ্কাদি বা হস্তপাদাদি বা অস্ত্রশস্ত্রাদি বা লোষ্ট্রপাষাণাদি দ্বারা পরগাত্রে হিংসা করার নাম দণ্ডপারুষ্য, (৩) পরগাত্র শব্দের অর্থ জীবদেহ পরস্বামিক স্থাবর ও বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত ধর্ত্তব্য, ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এই দণ্ডপারুষ্য জীবদেহে অবগোরণ (দণ্ড উদ্যত করা) নিঃশঙ্কপাতন (দণ্ড নিপাতন) ও ক্ষতদর্শন (রক্তদর্শন) ভেদে তিন প্রকার। আবার এই ত্রিবিধ দণ্ডপারুষ্য, হীন মধ্যম ও উত্তম

(১) যত্রস্যাৎ পরিহারার্থং পতিতস্তেন কীর্ত্তনং।
বচনাত্তত্র ন স্যাত্তু দোষো যত্র বিভাবয়েৎ॥ বিবাদরত্নাকর দণ্ডপারুষ্য তরঙ্গ।

(২) নারদস্মৃতি বাগদণ্ডপারুষ্য প্রঃ ৩০।৩১।

(৩) নারদস্মৃতি বাগ্‌দণ্ড পারুষ্য প্রঃ ৪ শ্লোক।

ব্যক্তি গত হইলে পুনশ্চ তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। বাক্ কলহই হউক বা দণ্ডকলহই হউক কলহে প্রবৃত্ত উভয়ের মধ্যে যিনি ক্ষমাশীল হইবেন তাহার দণ্ডতো হইবেই না পরন্তু সে ব্যক্তি পূজ্য হইবেন। এবং যে ব্যক্তি প্রথমে কলহে প্রবৃত্ত হইবে সে অধিক দণ্ডার্হ হইবে, দুইজনে মারামারি করিলে উভয়ের অপরাধ বিশেষ জানিতে না পারিলে উভয়ের দণ্ডই সমান প্রযোজ্য হইবে। প্রাচীন ভারতে আরও নীতি ছিল এই যে, যদি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি, উত্তম বর্ণগণের প্রতি অপরাধ করিত তবে উত্তমবর্ণ সজ্জনগণই অন্ত্যজ জাতির প্রতি দণ্ডবিধান করিতেন প্রথমেই রাজার কাছে যাইতে হইত না, সজ্জনগণ দণ্ডদানে অসমর্থ হইলে রাজা দণ্ড দিতেন এবং সেই দণ্ড, শারীর দণ্ড হইত, অর্থ দণ্ড হইত না, কারণ অন্ত্যজ জাতির ধন, মলাত্মক, মলাত্মক ধন দণ্ডরূপে রাজা গ্রহণ করিতেন না। (১)

অবগোরণে অর্থাৎ দণ্ডোদ্যমে রাজদণ্ডের বিধান থাকায় জানা যাইতেছে, বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধিতে যেমন অপরাধের চেষ্টায় অপরাধী হয় তদ্রূপ প্রাচীন ভারতে হিন্দুশাস্ত্রেও যে কোন অপরাধের উদ্যম করিলে তাহাতেও অপরাধী হইত। ইতি পূর্ব্বে হত্যাপরাধ বিবেচনা স্থলে আত্মঘাতোদ্যমে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেখাইবার স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এবং বাক্পারুষ্যক্ষেত্রে যেমন প্রতিলোম অনুলোম জাতিভেদে দণ্ডের তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে ঐ নীতি দণ্ডপারুষ্যেও

---

(১) নারদ স্মৃতি দণ্ডপারুষ্য প্রকরণ, ১১।১২।১৩।১৪ শ্লোক।

প্রাতিলোম্যা তথা চান্ত্যাঃ পুরুষাণাং মলাঃ স্মৃতাঃ।

ব্রাহ্মণাতিক্রমে বধ্যাঃ ন দাতব্যা ধনং ক্বচিৎ॥ বিবাদরত্নাকরধৃত

বৃহস্পতি।

অনুসরণীয় ছিল। (১) এবং মনুষ্যের প্রতি বা পশ্বাদির প্রতি দুঃখোৎপাদন করিলে দুঃখোৎপাদনের অভিসন্ধি জানিয়া তদনুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, অতএব প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতাবশতঃ বা ভয় ও বলাৎকারে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্যায় কৃত হইলে সে স্থলে দণ্ড বিধানের প্রথা ছিল না, এ নীতি বর্ত্তমান আইনেও আছে। (২)

প্রহারের উদ্যমে যে দণ্ড বিহিত, দণ্ড নিপাতনে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিহিত হইত, এবং পরগাত্রে দুঃখোৎপাদনের উপাদানদ্রব্য অর্থাৎ লোষ্ট্র বা লগুড় বা শস্ত্রাদি বিচার পূর্ব্বক দণ্ডের তারতম্য বিহিত ছিল। এবং তাড়নার্থ দণ্ড স্পর্শ করিলে দণ্ড উদ্যত করায় যে দণ্ড তদপেক্ষায় অর্দ্ধ দণ্ড ছিল, অধমবর্ণ উত্তমবর্ণকে যে অঙ্গ দ্বারা আঘাত করিবে তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবে ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দণ্ডপারুষ্য স্থলে আরও এই নীতি প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধিতে পাওয়া যায় যে, বহুলোক মিলিত হইয়া যদি একজনকে আঘাত করে তবে একজন আঘাত করিলে যে দণ্ড বিহিত, প্রত্যেকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিবে, এবং ঐরূপ মারামারি স্থলে দ্রব্য অপহৃত হইলে অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবে ও অপহৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ দ্রব্য রাজদণ্ড দিবে। যদি অপহারক ব্যক্তি অত্যন্ত নিঃস্ব হয় তবে কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ সেবাদি কর্ম্ম করিয়া তাহা পরিশোধ করিবে। আহত ব্যক্তিকে সমুত্থান ব্যয় অর্থাৎ

---

(১) বাক্‌পারুষ্যে যথৈবোক্তঃ প্রতিলোমানুলোমতঃ।
তথৈব দণ্ডপারুষ্যে পাত্যো দণ্ডো যথাক্রমং॥ বিবাদ রত্নাকর ধৃত
কাত্যায়ন।

(২) মনু ৮ম, ২৮৬ শ্লোক।
সদ্‌জ্ঞানাত্তু সর্ব্বেষাং অপরাধো যদা ভবেৎ।
অবশেনৈব দৈবাত্তু তত্র দণ্ডং ন কল্পয়েৎ॥ কাত্যায়ন।

ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয় আঘাতকারীকে দিতে হইত, ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

পুত্রের অপরাধে পিতা বা কুক্কুরাদির অপরাধে কুক্কুরাদির স্বামী দণ্ডনীয় নয়, তবে যদি পিতা বা প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুত্রাদি অপরাধ করে তবে সে স্থলে পিত্রাদি দণ্ডনীয় হইত। (১) অনেক সময়ে দণ্ডপারুষ্য প্রভৃতি বিষয়ে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বাদী স্বশরীরে ক্ষতাদি করিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে এজন্য সেস্থলে বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক ব্যবহার গ্রহণের বিধি ছিল। এবং গর্দ্দভ গো মহিষাদি জন্তু পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষিত অবস্থায় অথবা অসময়ে তাহাদিগকে বাহিত করিলে গবাদির স্বামী দণ্ডার্হ হইত। এ সমস্ত নীতি বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধিতেও পাওয়া যায়। (২)

দণ্ডপারুষ্য অপরাধ কেবল মনুষ্যের প্রতিই ঘটিয়া থাকে তাহা নয়, মানব, গবাদি পশু, পক্ষী প্রভৃতি এবং বৃক্ষাদি স্থাবর প্রভৃতিতেও দণ্ড পারুষ্য অপরাধ ঘটে সুতরাং যে স্থলে সারথির অকৌশলে শকটাদিদ্বারা প্রাণিহিংসা হয় সে স্থলে আশিক্ষিত সারথির নিয়োগ জন্য শকট স্বামীর দণ্ড হয়, সারথি উপযুক্ত থাকিলে ঐরূপ দোষ ঘটিলে সারথিরই দণ্ড হয়, এবং সারথি অনুপযুক্ত হইলে শকটস্বামী ও শকটারোহী উভয়েই সমান দণ্ডার্হ এ নীতিও ছিল। তবে সারথির অনবধানতা ব্যতিরেকে বলীবর্দ্দাদির নাসালগ্ন রজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে রথাদির যুগকাষ্ঠ ও ভূমির

১। পুত্রাপরাধে ন পিতা নাশ্বে ন শুনি দণ্ডভাক্।
ন মর্কটেচ তৎস্বামী তেনৈব প্রহিতো ন চেৎ॥ নারদ স্মৃতি দণ্ডপারুষ্য প্রকরণ ৩২ শ্লোক।

২। শ্রান্তান্ ক্ষুধার্ত্তান্ তৃষিতানকালে বাহয়েত্তু যঃ।
খর গো মহিষোষ্ট্রাদীন্ প্রাপ্নুয়াৎ পূর্ব্ব সাহসং॥ কাত্যায়ন বিবাদরত্নাকরধৃত।

উচ্চ নীচতায় বক্রগমনে চক্রের মধ্যস্থ কাষ্ঠ বা চক্র ভগ্ন হইলে, রথাদি যানের চর্ম্ম বন্ধন, পশুদিগের মুখ বন্ধন, রজ্জু ও বল্গা ছিন্ন হইলে, এবং সরিয়া যাও সরিয়া যাও এরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে যদি যান দ্বারা প্রাণি মারণাদি ঘটে তাহাতে কাহারও দণ্ড নাই। (১) এবং রথসঙ্কট অপরাধে গবাদি বৃহৎ পশু মারণ ও মনুষ্য মারণ যাহাই হউক তাহাতে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত না, পরন্তু মনুষ্য মারণে উত্তমসাহস ও গবাদি বৃহৎ পশু মারণে তাহার অর্দ্ধদণ্ড এইরূপই দণ্ড বিহিত হইত। এবং যে সকল বৃক্ষ উপজীব্য অর্থাৎ যাহার ফলভোগ হয়, এবং যাহার নূতন অঙ্কুর জন্মিয়াছে এরূপ বটাদি বৃক্ষ এবং দেবালয় সমীপে বা পুণ্যস্থানে বা সীমানির্ণায়ক রূপে যে সকল বৃক্ষ থাকে তাহাদিগকে ছেদন করিলে অপরাধানুরূপ দণ্ডের বিধান প্রাচীনভারতে ফৌজদারী দণ্ড বিধিতে পাওয়া যায়। (২) গবাদি পশু বা অজাদি ক্ষুদ্র পশু ইহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদ বা হত্যা উভয়ত্রই সমান রাজদণ্ড ছিল, এবং দণ্ডের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত এই নীতির অনুসরণে ঐ ঐ স্থলে প্রায়শ্চিত্তও সমান হওয়ার বিধি আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য গোবধ প্রকরণে প্রমাণ দ্বারা ইহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ব্রাহ্মণ যদি বৃষের মুষ্কমোষণ অর্থাৎ লিঙ্গচ্ছেদন করে, তবে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং ঐ কার্য্যের যিনি প্রযোজক হইবেন তিনি চান্দ্রায়ণের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, এইরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কারণ এই যে, লিঙ্গচ্ছেদন ও মৃত্যু উভয় কার্য্যে তুল্য রাজদণ্ড বিধান থাকায় প্রায়শ্চিত্তেও তদ্রূপ হওয়া উচিত। (৩)

১। মনু ৮ম, ২৯১.২৯২।২৯৩।২৯৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। যাজ্ঞবল্ক্য, দণ্ডপারুষ্য প্রকরণ ২২৮।২২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) মুষ্কমোষকরো বিপ্রো ব্রতাচান্দ্রায়ণং চরেৎ।
প্রযোজকস্তু কুর্ব্বীত ব্রতস্যার্দ্ধং বিশুদ্ধয়ে॥ স্মৃতিসাগরসারধৃত গোভিল।
লিঙ্গস্যচ্ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেববা।
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণোদমঃ॥ যাজ্ঞবাক্য দণ্ডপারষ্য ২২৬ শ্লোক।

দ্যূত ও সমাহ্বয় বিবাদ পদ।

দ্যূত ও সমাহ্বয় নামক যে দুই বিবাদ পদ, তাহা স্বরূপতঃ একার্থক, কারণ পণপূর্ব্বক অপ্রাণীবস্তু পাশকাদি দ্বারা ক্রীড়া করাকে "দ্যূত" বলে, এবং ঐ প্রথায় কুক্কুট পারাবত বা মেষাদি প্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে "সমাহ্বয়" বলে। (১) এই উভয় বিবাদ পদেই প্রধান দ্যূতাধিকারীর নাম সভিক, ক্রীড়া দ্বারা ন্যায়তঃ যে অর্থ জিত হইত তাহাতে **সভিকের** নিকট রাজার একটা প্রাপ্য অংশ ছিল, রাজগ্রাহ্য অংশ রাজাকে আদায় দিয়া ক্রীড়া করিলে রাজা ধূর্ত্ত বঞ্চকাদির হস্ত হইতে কেবল যে সভিককেই রক্ষা করিতেন তাহা নয়, পরন্তু ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তিও জয়ী হইলে তাহার জিত ধন, পরাজিত ব্যক্তি দিতে স্বীকার না করিলে রাজা দণ্ডবিধি অনুসারে তাহাকে দেওয়াইতেন, অবস্থানুসারে সভিকও স্বয়ং বন্ধক বা আসেধাদি দ্বারা পরাজিতের নিকট হইতে জিতধন আদায় করিয়া জয়ীকে দিতে পারিত। তবে রাজগ্রাহ্য অংশ না দিয়া ক্রীড়া করিলে জয়-পরাজয়ক্ষেত্রে রাজা কোনরূপ বিচার ভার গ্রহণ করিতেন না। তবেই প্রতীতি হয় ন্যায়ানুসারে দ্যূত বা সমাহ্বয়ে কোন বিবাদের সম্ভাবনা ছিল না যে স্থলে কূটপাশকাদি দ্বারা বা ছল গ্রহণ পূর্ব্বক বা বুদ্ধি ভ্রামক মন্ত্রতন্ত্র বা ঔষধি অবলম্বনে ক্রীড়া হইত রাজা সে স্থলে ক্রীড়াকারী ব্যক্তিকে তপ্ত লৌহশলাকাদি দ্বারা ললাট দেশে শ্বপদাদি চিহ্নিত করিয়া স্বরাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতেন। এজন্য দ্যূত ও সমাহ্বয় প্রকাশ্য স্থানে ও রাজার নিযুক্ত অধ্যক্ষাদির জ্ঞাতসারে হওয়াই ন্যায়সঙ্গত ছিল, অন্যথা উহা অপরাধ, বর্ত্তমান ফৌজদারআইনেও জুয়াখেলা দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। (২) দ্যূত ও

---

(১) অপ্রাণিভির্যৎক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়মানস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥ মনু ৯ম, ২৩৩ শ্লোক।

(২) দ্যূতসমাহ্বয় প্রকরণ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২০০।২০১।২০২ শ্লোক।

সমাহ্বয় এক জাতীয়ই অপরাধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এবং উহা কামজ ব্যসনের অন্তর্গত, এজন্য মনুর মতে দ্যূত ও সমাহ্বয় মাত্রই দোষাবহ। (১)

অস্বামিবিক্রয়

যে বস্তুর যে স্বামী নয় সে যদি সেই বস্তু বিক্রয় করে তাহাকে অস্বামি-বিক্রয় বলে, যেমন নিক্ষেপ অন্বাহিত ন্যাস অপহৃত বন্ধক ও যাচিত বস্তুতে বাস্তবিক স্বামিত্ব নাই পরন্তু ঐ সকল বস্তু গোপনে বিক্রয় করিলে অস্বামি-বিক্রয় হয়। (২) নিজের দ্রব্য পরকে বিশ্বাস করিয়া নিঃশঙ্কে তাহার নিকট নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখার নাম নিক্ষেপ, নিক্ষেপ্তা পুরুষ নিক্ষেপ বস্তু স্বয়ং সময়ান্তরে গ্রহণ করিতে পারেন, এবং নিক্ষেপ্তা পুরুষ সেই নিক্ষেপ বস্তু যদি পুরুষান্তর স্বামীকে দেওয়ার জন্য আদেশ করেন, তাদৃশ নিক্ষেপের নাম অন্বাহিত, এবং রাজা বা চৌরাদির ভয়ে অথবা জ্ঞাতি বঞ্চনাপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য কাহারও নিকট স্থাপন করার নাম ন্যাস, নিক্ষেপ অন্বাহিত ও ন্যাস এই তিনের অর্থগত কিছু কিছু বৈষম্য থাকিলেও স্থূলার্থে ঐ তিনই নিক্ষেপ বলা যাইতে পারে, (৩) নিক্ষেপাদি বস্তুর দান বিক্রয় বা বন্ধক সমস্তই নিষিদ্ধ ও অপরাধার্হ, নির্জ্জনে, গৃহমধ্যে, গ্রামের বাহিরে, অল্প মূল্যে, বা অসময়ে, অর্থাৎ রাত্রিকালে ঐ সকল বস্তু জানিয়া ক্রয় করিলে ক্রেতাও দোষী হইয়া থাকেন এমন কি তস্করবৎ দণ্ড প্রাপ্ত হন। ঐ সকল বস্তু না জানিয়া অপ্রকাশ ক্রয় স্থলে ক্রেতা দ্রব্যস্বামী কর্তৃক চৌর বলিয়া অভিযুক্ত হইলে

---

(১) মনু, ৯ম, ২২৪ শ্লোক।

(২) নিক্ষেপান্বাহিত ন্যাস-হৃত বন্ধক যাচিতং।
উপাংশু যেন বিক্রীতং অস্বামীসোঽভিধীয়তে॥ বিবাদ রত্নাকর,
বৃহস্পতি,

(৩) বিবাদরত্নাকর নিক্ষেপ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

বিক্রেতাকে দেখাইতে পারিলেই ক্রেতা নির্দ্দোষ হইবেন, দ্রব্যস্বামী তাহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মূল্য প্রাপ্ত হইবে এবং বিক্রেতা অপরাধানুরূপ রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। (১) প্রকাশক্রয় স্থলে কিন্তু ঐরূপ হইবে না, রাজপুরুষের জ্ঞাতসারে বা বাজারের ভিতরে অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট হইতে যদি ক্রয় করা হয় বা বিক্রেতা যদি মরিয়া গিয়া থাকে, তবে দ্রব্যস্বামী ক্রেতাকে ক্রয়ের অর্দ্ধমূল্য দিবেন এবং ক্রেতা দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবেন, এস্থলে ক্রেতা ও বিক্রেতার অর্দ্ধক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিক্রেতা পরের দ্রব্য না জানিয়া বিক্রয় করিলে নির্দ্দোষ, এবং দ্রব্যস্বামী অপহৃত দ্রব্যাদি সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ করিয়া পাইতে পারিতেন, পরন্তু প্রমাণ করিতে না পারিলে অস্বামি-বিক্রেতার প্রতি প্রযোজ্য রাজদণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড পাইতেন। (২)

উপনিধি স্থলে বা স্বর্ণকারাদির নিকট অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ জন্য প্রদত্ত স্বর্ণাদি হরণ স্থলে বা অন্যবিধ অস্বামি-বিক্রয় স্থলেও এই নীতি প্রাচীন ভারতে ছিল, বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনেও এইরূপ দোষ দেখা যায়।

নিক্ষেপাদি বস্তু রাজা কর্ত্তৃক, দৈব ঘটনায়, বা চৌরাদি কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে নিক্ষেপ রক্ষিতা তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু নিক্ষেপ্তা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া না দেওয়ার পর ঐরূপ দোষে নষ্ট হইলে নিক্ষেপ রক্ষিতা তাহার মূল্য দিতে বাধ্য ও রাজদণ্ডার্হ হইতেন এবং নিক্ষেপাদি যদি নিক্ষেপরক্ষিতা কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় তবে সে রাজদণ্ডার্হ এবং উপভোগের অনুরূপসুদসমেত প্রত্যর্পণীয়। (৩)

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্য, ২।১৭০ শ্লোক।

(২) পরদ্রব্যেহভিলষতি যোঽস্বামী লোভ সংযুতঃ।
অভাবয়ংস্ততঃ পশ্চাৎ দাপ্যঃ স্যাদ্দ্বিগুণং দমং॥ বিবাদরত্নাকর, বৃহস্পতি

(৩) ন দাপ্যোঽপহৃতং তত্তু রাজদৈবিক তস্করৈঃ।
ভ্রেষশ্চেৎ মার্গিতেঽদত্তে দাপ্যো দণ্ডঞ্চ তৎসমং॥
আজীবন্ স্বেচ্ছয়া দণ্ড্যো দাপ্যস্তংচাপি সোদয়ং। যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৬৬।৬৭।

সাহস অপরাধ।

সাহস কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয় ইতিপূর্ব্বে সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, তবে সাহস অপরাধে ইহাও সাধারণ নীতি ছিল যে, সাহসকারী অপেক্ষা যে সাহস করায় সে দ্বিগুণ দণ্ডার্হ, (১) বিশেষতঃ অর্থ প্রলোভন দিয়া সাহসের কারক ব্যক্তি চতুর্গুণ দণ্ডার্হ হইত। বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ড পারুষ্যের ন্যায় সাহস অপরাধও অপহৃত দ্রব্যাদির মূল্য অনুসারে প্রথম মধ্যম ও উত্তম সাহস ভেদে তিন প্রকার, যাজ্ঞবল্ক্য মতে পূজনীয় ব্যক্তির নিন্দা ও আজ্ঞা অতিক্রম করা ভ্রাতৃবধূর তাড়না করা, প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান না করা মুদ্রিত গৃহ উদ্‌ঘাটন করা, স্বগৃহ সংলগ্ন গৃহক্ষেত্রাদির যাহারা স্বামী এবং স্ববংশোদ্ভব ব্যক্তি বা স্বগ্রাম বাসীগণের অপকার করা প্রভৃতি অপরাধও সাহসের অন্তর্গত। (২) কেননা সাহস প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে ইহা যাজ্ঞবল্ক্য মতে উক্ত হইয়াছে, এবং সাধারণের সমক্ষে চুরি ডাকাত জালিয়াতি যে সাহস তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সাহস অপরাধেও সাহসকারীর প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত এই ত্রিবিধ দণ্ডই প্রযুক্ত হইবার বিধি ছিল। বস্তুতঃ বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্যাদির ন্যায় সাহস নামে কোন অপরাধশ্রেণী নাই, পরন্তু দণ্ডপারুষ্য স্ত্রীসংগ্রহ হত্যা প্রভৃতি অপরাধ সাধারণের সমক্ষে বলপূর্ব্বক কৃত হইলেই তাহা সাহস পর্য্যায় ভুক্ত।

স্বামিপাল বিষয়ক অপরাধ।

পশুস্বামী ও পশুপালক এতদুভয়বিষয়ক অপরাধের নাম "স্বামিপাল বিবাদ," স্বামিপাল বিবাদক্ষেত্রে দেখা যায় পশুস্বামীর জ্ঞাতসারে মহিষী

(১) যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমং।
যশ্চৈবমুক্ত্বাহং দাতা কারয়েৎসচতুর্গুণং॥ যাজ্ঞঃ ২।২৩১।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য, ২।২৩২, ২৩৩।

প্রভৃতি বৃহৎ পশু বা গবাদি মধ্যপশু অথবা ছাগাদি ক্ষুদ্রপশু যদি কাহারও ক্ষেত্রে শস্যাদি নষ্ট করে তবে পশুস্বামী দণ্ডনীয় হইবে, পশু-স্বামীর অজ্ঞানতঃ শস্যাদি নাশ ঘটিলে পশুস্বামীর অর্দ্ধদণ্ড হইবে, এবং পশুর বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রতানুসারেও উত্তরোত্তর অর্দ্ধদণ্ডের বিধান হইবে। আরও নীতি এরূপ ছিল যে, পশু সকল পরক্ষেত্রে শস্য ভক্ষণ করিয়া যদি অনিবারিত হইয়া শস্যক্ষেত্রে শয়ান থাকে তবে দণ্ড দ্বিগুণ এবং বৎসের সহিত শয়ান থাকিলে চতুর্গুণ দণ্ড পশুস্বামী দিবেন, এবং ক্ষেত্রীকে নষ্টশস্য বা তাহার মূল্য দিয়া ক্ষতিপূরণ করিবেন, যদি পালকের হস্তে পশু ন্যস্ত থাকে তবে পালক, তাড়ণ ও দণ্ড উভয়ের দায়ী হইবে, পরন্তু ক্ষতিপূরণ পশুর স্বামীকেই দিতে হইবে। কিন্তু অনাবৃত ক্ষেত্রে পালক বা পশুস্বামীর অনিচ্ছায় শস্যনাশ ঘটিলে কাহারও কোন দোষ হইবে না, অনাবৃত ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্ব্বক পশু দ্বারা শস্য নাশ ঘটাইলে তাদৃশ ঘটনাকারী চোরের ন্যায় দণ্ডার্হ হইবে। কিন্তু ইহার প্রতিপ্রসব স্থলে দেখা যায়, মহোক্ষ অর্থাৎ অনিবার্য্য বলীবর্দ্দ, বৃষোৎসর্গাদিতে উৎসৃষ্ট বৃষভাদি পশু, নবপ্রসূত গবাদি, বা গ্রামান্তর হইতে যূথভ্রষ্ট হইয়া আগত বা পালক রহিত হইয়া মেঘগর্জ্জনাদি ভয়ে পলায়িত পশু যদি কাহারও ক্ষেত্রে শস্য নাশ করে তবে সেস্থলে দোষ হইবে না। পরন্তু পালক থাকিলে সেই পশুপালক দণ্ডনীয় হইবে। প্রাচীনকালে গবাদি পশুচারণের জন্য কিয়ৎ পরিমিত ভূভাগ অকৃষ্ট অবস্থায় পরিকল্পিত থাকিত এবং সেই স্থানে গ্রাম্যজন বা রাজার ইচ্ছানুসারে পশুচারণ হইত, কিন্তু দ্বিজাতিগণ যাজ্ঞীয় কাষ্ঠ, গবাদির জন্য তৃণ ও দেবার্চ্চনার পুষ্প ও অপরিবৃত বৃক্ষের ফল নিজ বৃক্ষের ন্যায় আহরণ করিতে পারিতেন, এবং অস্বামিক স্থান হইতে দ্বিজাতি ভিন্নও উক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিত। তবে দ্বিজাতি ভিন্ন বা আপৎ কাল ব্যতিরেকে বা গবাদি

পশুর জন্য না হইয়া অন্যান্য কারণে ঐ সকল দ্রব্য, দ্রব্যস্বামীর বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিলে চৌর্য্য দোষ ঘটিত। (১)

স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ

রিরংসামতলবে পুরুষকৃত পরদার অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ রমণীর সহিত অথবা স্ত্রীজনকৃত পরপুরুষের সহিত নির্জ্জনে সম্ভাষনাদি হইতে রেতঃসেকান্ত সম্ভোগ পর্য্যন্ত যাবতীয় রতিসাধন কার্য্য স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ নামে অভিহিত। অযোনিতে সম্ভোগ, কন্যাদূষণ, এবং পশুর সহিত সম্ভোগও উক্ত অপরাধ পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। যদি কোন পুরুষ শ্লাঘাপূর্ব্বক বা দর্প বা মোহবশে জনসমাজে আমি অমুক স্ত্রী উপভোগ করিয়াছি এরূপ প্রকাশ করে তাহাও নারদ স্মৃতিমতে স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ। বস্তুতস্তু তাহা বাক্‌পারুষ্য অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

প্রথমসংগ্রহ মধ্যমসংগ্রহ এবং উত্তমসংগ্রহ ভেদে স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর নির্জ্জনে সম্ভাষণ হাস্য অপাঙ্গ প্রেক্ষণাদি প্রথম সংগ্রহ অপরাধ, গন্ধমাল্য মদ্য বস্ত্র ভূষণাদি উপহার প্রেরণ এবং প্রলোভন মধ্যমসংগ্রহ অপরাধ, পরস্পর একশয্যাসন ক্রীড়া চুম্বন আলিঙ্গনাদি রেতঃসেকান্ত সম্ভোগ উত্তম সংগ্রহ অপরাধ। বলপূর্ব্বক উপাধিকৃত এবং অনুরাগজ ভেদেও স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধের তিন বিভাগ দেখা যায়। অনিচ্ছুক অথবা সুপ্ত উন্মত্ত এবং প্রমত্ত রমণীর সহিত কৃত সংগ্রহাপরাধ বলাৎকারকৃত স্বরূপে গণিত। ছলপূর্ব্বক রমণীকে স্বগৃহে আনিয়া বা উক্ত রমণীর গৃহে যাইয়া

(১) গোহগ্ন্যর্থং তৃণমেধাংসি বীরুদ্বনস্পতীনাঞ্চপুষ্পাণি
স্ববদাদদীত, ফলানিচাপরিবৃতানাম্। গৌতমধর্ম্মসূত্র।

তৃণং বা যদি বা কাষ্ঠং পুষ্পং বা যদি বা ফলং।
অনাপৃচ্ছন্ হি গৃহ্নানোহস্তচ্ছেদন মর্হতি॥ যাজ্ঞবল্ক্য, স্বামিপালবিবাদ প্রঃ
১৬৬ শ্লোক, মিতাক্ষরা

কৃত অপরাধ উপাধিকৃত এবং স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর অনুরাগফলে কৃত অপরাধ অনুরাগজ স্বরূপে অভিহিত। (১)

সবর্ণ বা সজাতি মধ্যে প্রথম মধ্যম ও উত্তম সংগ্রহ অপরাধে যথা-ক্রমে প্রথম মধ্যম ও উত্তমসাহস দণ্ড অর্থাৎ ২৫০ পণ ৫০০ পণ এবং ১০৮০ পণ হইতে অবস্থা বিশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি প্রাণান্তিক বধদণ্ড ছিল। কিন্তু অপরাধী ধনী হইলে অর্থদণ্ড অধিকও হইত। (২)

রিরংসামতলব না থাকিলে নির্দোষ পরপুরুষ কারণবশতঃ পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে সম্ভাষণ করিলে সংগ্রহ অপরাধ হয় না। কিন্তু নিতান্ত নির্জ্জনে যথা উদকাবতরণমার্গে অরণ্যে বনে নদীসঙ্গমস্থলে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ সম্ভোগাভিলাষ সূচক অতএব উহা প্রথমসংগ্রহ অপরাধ মধ্যে পরিগণিত। ভিক্ষুক বন্দী (স্তুতিপাঠক) ঋত্বিক্ সূপকার প্রভৃতি শিল্পী নিজ নিজ কার্য্যবশত পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকে অতএব তাহারা যদি সম্ভাষণ করিতে নিষিদ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের ঐরূপ সম্ভাষণে কোনরূপ অপরাধ হয় না। কিন্তু যদি নিষিদ্ধ হইয়াও ঐরূপ সম্ভাষণ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে এবং এক সুবর্ণ (১৬ মাষা) দণ্ড হইবে। নট নর্ত্তক পত্ন্যাজীব প্রভৃতির স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রথম সাহসদণ্ড বা এক সুবর্ণ দণ্ড হইবে না, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র দণ্ড হইবে। এইরূপ দাসী, পরের অবরুদ্ধা নারী, প্রব্রজিতা রমণীর সহিতও নির্জ্জন সম্ভাষণ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র দণ্ড

(১) বিবাদরত্নাকর সংগ্রহণতরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(২) ত্রয়াণামপি চৈতেষাং প্রথমো মধ্য উত্তমঃ।
বিনয়ঃ কল্পনীয়ঃ স্যাদধিকো দ্রবিণাধিকে॥ বিবাদরত্নাকরধৃতবৃহস্পতিবচন।

হইবে। (১) ইহা দ্বারা উপলব্ধি হয় বেশ্যাদির সহিত ঐরূপ নির্জ্জনে সম্ভাষণ করিলে কোন অপরাধ বা দণ্ড হইত না।

রিরংসা মতলব না থাকিলেও পরপুরুষবিশেষের সহিত সম্ভাষণাদি করিতে নিষিদ্ধা স্ত্রালোক ঐরূপ সম্ভাষণাদি করিলে উক্ত স্ত্রীর ১০০ পণ দণ্ড ছিল। পরস্ত্রী বিশেষের সহিত সম্ভাষণাদি করিতে নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ সম্ভাষণাদি করিলে তাহার ২০০ পণ দণ্ড। এবং উক্ত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে পরস্পর সম্ভাষণাদি করিতে নিষিদ্ধ হইয়াও ঐরূপ সম্ভাষণাদি করিলে সংগ্রহণাপরাধবৎ দণ্ড হইবে। (২) দণ্ডপরিমাণ দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে উপরি উক্ত দণ্ড ব্যবস্থা, নিষেধ উল্লঙ্ঘন হেতু রিরংসা অভাবেও ছিল।

প্রথম ও মধ্যম সংগ্রহ অপরাধে দণ্ড।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সজাতি মধ্যে প্রথম সংগ্রহ অপরাধে পূর্ব্ব সাহস এবং মধ্যমসংগ্রহ অপরাধে মধ্যমসাহস দণ্ড বিহিত ছিল। দণ্ডবিধি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা উপলব্ধি হয় যে, উক্ত অপরাধ আনুলোম্যে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক নীচবর্ণীয় পরদার প্রতি বা সহিত হইলে উক্ত পুরুষের উপরি লিখিত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইত এবং প্রাতিলোম্যে অর্থাৎ নীচবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চবর্ণ পরদার প্রভৃতির সহিত বা প্রতি হইলে বর্ণান্তর হিসাবে দণ্ড দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হইবে। সকামা অকামা এবং অগুপ্তা (অভিভাবকহীনা) গুপ্তা (অভিভাবকযুক্তা) রমণীভেদেও দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। তাহার উদাহরণ নিম্নে উত্তম সংগ্রহ অপরাধ স্থলে প্রদত্ত হইবে।

(১) মনু ৮।৩৫৫,৩৫৬,৩৬০—৬৩

(২) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮৫

কৌটিল্য মতে দেখা যায় মৈথুনার্থে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনঙ্গ-বিচেষ্টায় বা নির্জ্জন সম্ভাষণে স্ত্রীর ২৪ পণ দণ্ড এবং পুরুষের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৮ পণ দণ্ড। কেশ, নীবী, দন্ত ও নখ অবলম্বনে স্ত্রীর পূর্ব্ব সাহস দণ্ড এবং পুরুষের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড। শঙ্কিত স্থানে স্ত্রীলোক পরপুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিলে উক্ত স্ত্রীর পঞ্চ বেত্রাঘাত অথবা প্রতি বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে ১ পণ দণ্ড। প্রতিষিদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে ক্ষুদ্রদ্রব্য, স্থূল-দ্রব্য ও হিরণ্য আদি উপহার দিলে স্ত্রীলোকের যথাক্রমে ১২, ২৪ ও ৫০ পণ দণ্ড এবং উক্ত পুরুষের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড। (১)। কৌটিল্যমতে প্রথম ও মধ্যম সংগ্রহ অপরাধ স্থলে আনুলোম্য ও প্রাতিলোম্য অনুসারে দণ্ডের কোন হ্রাসবৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের দণ্ডাপেক্ষা পুরুষের দণ্ড দ্বিগুণ ছিল ইহা স্পষ্টই উল্লেখ আছে।

উত্তম সংগ্রহ অপরাধ।

উত্তম সংগ্রহ অপরাধ সম্বন্ধে শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে যদিও সাধারণতঃ অভিগম বা গমন অর্থাৎ রেতঃসেকান্ত সম্ভোগেরই নির্দ্দেশ শ্রুত হয় তথাপি চুম্বন কেশাকেশি গ্রহণ আলিঙ্গন সমারোহণ মাত্র এবং রেতঃ সেকের পূর্ব্বেই নিবৃত্তি স্থল সকলও উত্তম সংগ্রহ পর্য্যায় ভুক্ত ছিল। তবে রেতঃ সেকান্ত সম্ভোগ অপেক্ষা ঐরূপ স্থলে ন্যূন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

অকামা সকামা, গুপ্তা অগুপ্তা, প্রাতিলোম্য আনুলোম্য গুরুপত্নী এবং অন্যনারী ভেদে দণ্ডের যথাক্রমে গৌরব ও লাঘবের বিধান পরিলক্ষিত হয়।

বলাৎকারপূর্ব্বক অকামা পরস্ত্রী প্রভৃতি গমন গুরুতর অপরাধস্বরূপে

(১) কৌটিলীয়ে—৩।৩।

পরিগণিত ছিল। প্রথমেই কৌটিল্যে আমরা দেখিতে পাই "ন প্রাকাম্যমকামায়াং লভেত" অর্থাৎ অনিচ্ছুক পরস্ত্রী প্রভৃতির সহিত অভিগমন করিবে না। বলাৎকার পূর্ব্বক অনিচ্ছুক পরদারা গমন করিলে পুরুষের লিঙ্গ বৃষণচ্ছেদনাদি অবস্থাবিশেষে প্রাণান্তিক বধদণ্ড হইত, কিন্তু উক্ত বলাৎকৃতা স্ত্রীর কোন অপরাধ হইত না। (১)। ঐরূপে অকামা কন্যা গমন করিলেও বধদণ্ডের বিধান ছিল (২)। নির্ধনা অকামা বিধবা গমন করিলে সর্ব্বস্ব দণ্ড হইত। (৩)। পুরুষসম্ভোগজীবিকা স্বৈরিণী প্রভৃতি দাসী বা বেশ্যাকে বলাৎকার পূর্ব্বক উপভোগ করিলে ১০ পণ দণ্ডের বিধান ছিল এবং যদি অনেক পুরুষ একজন ঐরূপ দাসী বা বেশ্যাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করে তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষের ২৪ পণ দণ্ড। কিন্তু যদি দাসী অবরুদ্ধা বা ভুজিষ্যা হয় অর্থাৎ কোন পুরুষ রক্ষিতা হয় তাহা হইলে সকাম স্থলে ৫০ পণ দণ্ড। (৪)। যদি

(১) বলাৎ সন্দূষয়েদ্ যস্তু পরভার্য্যাং নরঃ ক্বচিৎ।
বধদণ্ডো ভবেৎ তত্র নাপরাধো ভবেৎ স্ত্রিয়াঃ॥ মৎস্যপুরাণ বচন।
সহসা কাময়েদ্ যস্তু ধনং তস্যাখিলং হরেৎ।
উৎকৃত্য লিঙ্গবৃষণৌ ভ্রাময়েদ্ গর্দভেন তু॥ বৃহস্পতি বচন।
স্ত্রীষু বৃত্তোপভোগঃ স্যাৎ প্রসহ্য পুরুষো যদা।
বধস্তত্র প্রবর্ত্তেত কার্য্যাতিক্রমণং হি তৎ॥ কাত্যায়ন বচন।

(২) যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যো বধমর্হতি। মনু ৮।৩৬৪

(৩) অব্রহ্ম্যাং মৃতপত্নীস্তু সংগৃহ্ণন্নাপরাধ্নুয়াৎ।
বলাৎ পরিগৃহাণস্তু সর্ব্বস্বং দণ্ডমর্হতি॥ বিবাদরত্নাকরধৃত মৎস্য পুরাণ বচন।

(৪) প্রসহ্য দাস্যভিগমে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
বহূনাং যদ্যকামাসৌ চতুর্বিংশতিকঃ পৃথক্॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৯১
পরাবরুদ্ধাগমনে পঞ্চাশৎ পণিকো দমঃ।
প্রসহ্য বেশ্যা গমনে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ॥ ব্যাসঃ
কৌটিলীয়ে ৪।১৩ অধ্যায় ও দ্রষ্টব্য।

বেশ্যা শুল্ক লইয়া অভিগমনে অনিচ্ছুক হয় এবং সে যদি ব্যাধিতা শ্রান্তা বা রাজ কর্ম্ম পরায়ণা না হয় তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিলেও পুরুষের কোন দোষ বা অপরাধ হয় না। (১)। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে উপরি উক্ত স্থল ব্যতীত বলপূর্ব্বক যে কোন অকামা রমণী উপভোগ করিলে পুরুষ দণ্ডনীয় হইত।

ব্রাহ্মণী ব্যতিরিক্তা অনবরুদ্ধা স্বৈরিণী দাসী প্রভৃতি এবং বেশ্যা সকামা হইলে তাহাদিগের সহিত আনুলোম্যে অভিগমন করিলে কোন অপরাধ বা রাজদণ্ডের বিধান ছিল না। কিন্তু বেশ্যাগামী ব্রাহ্মণের রাজদণ্ড ছিল, তাহার প্রমাণ পরে দ্রষ্টব্য এবং ঐরূপ অভিগমন পাতক মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং সে জন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধানও ছিল। ঐ সকল রমনী প্রাতিলোম্যে সর্ব্বদাই অগম্যা ছিল এবং প্রাতিলোম্যে অভিগম স্থলে সর্ব্বত্রই অবস্থাবিশেষে ন্যূনাধিক দণ্ডের বিধান ছিল। (২)।

সকামা পরভার্য্যা গমন করিলে প্রায় সর্ব্বত্রই দণ্ডের বিধান ছিল। সজাতীয় পরদার গমনে পুরুষের উত্তম সাহস দণ্ড ছিল। আনুলোম্যে পরস্ত্রীগমনে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক হীনবর্ণাস্ত্রীগমনে মধ্যমসাহস দণ্ড এবং প্রাতিলোম্যে পরস্ত্রীগমনে প্রাণান্তিক বধদণ্ড এবং সকামাস্ত্রীর কর্ণ নাসাদি কর্ত্তন দণ্ড বিহিত ছিল। (৩) মিতাক্ষরাকার নিম্নে ৩অঙ্কে

(১) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৯১ মিতাক্ষরা টীকা।

(২) স্বৈরিণ্য ব্রাহ্মণী বেশ্যা দাসী নিষ্কাসিনী তথা।
গম্যাঃ স্যুরানুলোম্যেন স্ত্রিয়ো ন প্রতিলোমতঃ॥ নারদ স্মৃতি

(৩) সজাতাবুত্তমো দণ্ড আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসো নার্য্যাঃ কর্ণাদি কর্ত্তনম্॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮৬

উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোক ব্যাখ্যা স্থলে বলাৎকার পূর্ব্বক সজাতীয় পরদারগমনে পুরুষের ১০৮০ পণ দণ্ড ইত্যাদি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমীচীন বা ন্যায়ানুমোদিত বলা যায় না। কারণ বলাৎকার পূর্ব্বক পরভার্য্যাগমন স্থলে অঙ্গচ্ছেদাদি বধদণ্ড বিহিত ছিল—তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিবাদরত্নাকরের মতই গ্রাহ্য। চণ্ডেশ্বর নিম্নে ক অঙ্কে উদ্ধৃত বৃহস্পতি শ্লোক ব্যাখ্যা স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে বল অথবা ছল অবলম্বন না করিয়া দূতী প্রেষণাদি দ্বারা সজাতীয় পরস্ত্রীগমন করিলে পুরুষের উত্তমসাহস দণ্ড এবং হীনবর্ণা পরস্ত্রীগমনে মধ্যমসাহস দণ্ড। কিন্তু হীনবর্ণ পুরুষ বল বা ছলদ্বারা দূতাদি প্রেষণ দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতীয় পরস্ত্রী গমন করিলে তাহার মারণ বা বধদণ্ড হইবে। সকাম পরদারগমনে এই যে সাধারণ দণ্ডবিধি ইহার একস্থলে ব্যতিক্রম দেখা যায়। ক্লীব বা অক্ষম পুরুষের স্বচ্ছন্দানুচারিণী (অর্থাৎ যে পতিব্রতা নয়) ভার্য্যা মৈথুনার্থে পরপুরুষের গৃহে স্বয়ং যদি আসে এবং উক্ত পুরুষ যদি ঐ স্ত্রীকে উপভোগ করে তাহা হইলে তাহার দোষ বা অপরাধ নাই। (১) তবে এই ব্যতিক্রম সজাতীয় বা হীনবর্ণা পরস্ত্রী সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে কারণ উচ্চবর্ণা পরভার্য্যা গমনে সর্ব্বত্রই দণ্ডশ্রুতি আছে।

প্রাতিলোম্য পরদার গমনে পুরুষের বধদণ্ডবিধি (২) পরের গুপ্তা বা রক্ষিতা নারী গমনেও বিহিত ছিল। শূদ্র যদি দ্বিজাতির গুপ্তা বা

(ক) দমোত্তমঃ সমায়াস্তু হীনায়ামর্দ্ধিকস্ততঃ।
পুংসঃ কার্য্যোঽধিকায়াস্তু গমনে সম্প্রমাপণম্॥ বৃহস্পতি
(বিবাদ রত্নাকর)

(১) স্বয়মেবাগতায়াস্তু স্বগৃহে ন তু দোষভাক্।
অদুষ্টত্যক্তদারস্য ক্লীবস্যাক্ষমস্য চ।
স্বেচ্ছানুপেয়ুষো দারান্নদোষঃ সাহসে ভবেৎ॥ বিবাদরত্নাকর বিষ্ণুবচন।

(২) প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসো নার্য্যাঃ কর্ণাদিকর্ত্তনম্। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮৬

দ্বিজাতি নারী গমন করে তাহা হইলে তাহার সর্ব্বস্বহরণ ও বধদণ্ড ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণের রক্ষিতা বা গুপ্তা নারী গমন করে তাহা হইলে তাহাদের শূদ্রবৎ দণ্ড বা কটাগ্নি দ্বারা দাহ দণ্ড বিহিত ছিল। আর শূদ্র যদি ঐরূপ অগুপ্তা বা অভিভাবকহীনা দ্বিজাতি নারীগমন করে তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি অগুপ্তা বা অভিভাবক হীণা ব্রাহ্মণী গমন করে তাহা হইলে তাহাদের যথাক্রমে ১০০০ পণ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড ছিল। এবং উক্ত অর্থদণ্ড ব্যতীতও ক্ষত্রিয়ের গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তক মুণ্ডন এবং বৈশ্যের একবৎসর কারারোধ বিহিত ছিল। (১) বলাৎকারপূর্ব্বক অগুপ্তা ব্রাহ্মণী গমনে ব্রাহ্মণের ১০০০ পণ দণ্ড, ঐরূপ সকামা অগুপ্তা গমনে ৫০০ পণ, গুপ্তা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা গমনে ১০০০ পণ, অগুপ্তা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা গমনে ৫০০ পণ এবং অন্ত্যজা চাণ্ডালী প্রভৃতি গমনে ব্রাহ্মণের ১০০০ পণ দণ্ড বিহিত ছিল। গুপ্তা ক্ষত্রিয়া গমনে বৈশ্যের এবং গুপ্তা বৈশ্যাগমনে ক্ষত্রিয়ের অগুপ্তা-ব্রাহ্মণীগমন বিহিত দণ্ড ছিল। গুপ্তা শূদ্রা গমনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ১০০০ পণ দণ্ড ছিল। কাহারও রক্ষিতা নারী যদি মৈথুনার্থে পরপুরুষের গৃহে আসে এবং ঐ পুরুষ যদি তাহাকে উপভোগ করে তাহা হইলে উক্ত পুরুষের অর্দ্ধদণ্ড হইবে (২)। অগুপ্তা ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যের ৫০০ পণ এবং অগুপ্তা বৈশ্যাগমনে ক্ষত্রিয়ের গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তকমুণ্ডন অথবা ৫০০ পণ দণ্ড (৩)। গুপ্তা ও অগুপ্তা অর্থে প্রায় সর্ব্বত্র পরভার্য্যা ব্যতীত সকামা

(১) আর্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণং চ। গোপ্তা চেদ্বধোঽধিকঃ ॥ গোতমধর্ম্ম-সূত্র ১২।২,৩ মনু ৮।৩৭৪, ৩৭৫ এবং ৩৭৭ ও কৌটিলীয় ৪।১৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

(২) গুপ্তায়াঃ সংগ্রহোদণ্ডো যথোক্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইচ্ছন্ত্যাম্বাগতায়াস্তু গচ্ছতোঽর্দ্ধদমঃ স্মৃতঃ ॥ ব্যাস (বিবাদরত্নাকর)।

(৩) মনু ৮।৩৭৮, ৩৮১—৩৮৫

রমণী বুঝিতে হইবে কারণ অকামা পরভার্য্যা গমনে বা পুরুষসম্ভোগ-জীবিকা স্বৈরিণী প্রভৃতি এবং বেশ্যা ব্যতীত অন্যান্য অকামা রমণীগমন স্থলেও গুরুতর অঙ্গচ্ছেদাদি বধদণ্ডের বিধান ছিল এবং তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় বলাৎকার স্থলেও ব্রাহ্মণ অপরাধীর পূর্ব্বোক্ত অর্থদণ্ডের বিধান দেখা যায়। বধদণ্ডের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন অঙ্কন নির্ব্বাসন প্রভৃতি দণ্ড বিহিত ছিল (১)। কিন্তু কৌটিলীয়ে রাজভার্য্যা গমনে সর্ব্বত্র বর্ণ নির্ব্বিশেষে কুম্ভীপাক দণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায় (২)। চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যজা রমণী গমনে দ্বিজাতিকে মনূক্ত অর্থদণ্ড পূর্ব্বক ভগাঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইত এবং আর্য্যস্ত্রীগমনে চাণ্ডালাদির বধদণ্ড বিহিত ছিল (৩)।

উপরি উক্ত যাবতীয় অর্থদণ্ড ব্যবস্থা গুরুপত্নী বা গুরুপত্নী সমা নারী গমন স্থল ব্যতীত অন্যত্র স্থলে বুঝিতে হইবে। যেহেতু মা, মাসী, শাশুড়ী, মামী, পিশী, খুড়ী, শিষ্যপত্নী, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা, আচার্য্যাণী, শরণাগতা সগোত্রা, রাজ্ঞী, ব্রহ্মচারিণী প্রব্রজিতা, ধাত্রী, উচ্চবর্ণা সাধ্বী রমণী, ইহারা কেহ গুরুপত্নী, কেহবা গুরুপত্নী সমা। অকামা সকামা স্থলেও ইহাদের সহিত অভিগমে শিশ্নকর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। (৪) নিয়োগস্থলে পুত্রহীনা বিধবা নারী শাস্ত্রানুসারে পুত্র কামনা করিয়া দেবরাদির সহিত অভিগমন করিলে তাহা সংগ্রহাপরাধ হইবেনা। কিন্তু

(১) মনু ৮।৩৭৯-৩৮১

(২) কৌটিলীয়ে ৪।১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮২

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৯৪

(৪) নারদস্মৃতি। স্ত্রীপুংসযোগ প্রঃ ৭৩।৭৪।৭৫

অনিযুক্ত নারীতে বা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অভিগমন করিলে সংগ্রহাপরাধের ন্যায় দণ্ড হইবে। (১)

কন্যাদূষণ

অকামা সজাতি কন্যাকে বলপূর্ব্বক অঙ্গুলিদ্বারা দূষিত করিলে পুরুষের দুই অঙ্গুলিচ্ছেদ এবং ৬০০ পণ দণ্ড বিহিত ছিল। সকামা সজাতীয়া কন্যাকে ঐরূপ দূষিত করিলে অঙ্গুলিচ্ছেদরূপ বধ দণ্ড হইত না কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ নিবৃত্তি করিবার জন্য পুরুষের ২০০ পণ দণ্ড হইত। অকামা বা সকামাস্থলেও উত্তমবর্ণা কন্যাকে ঐরূপে দূষিত করিলে হীনবর্ণ পুরুষের সর্ব্বস্বহরণ এবং অঙ্গুলিচ্ছেদনাদি বধদণ্ড হইত। যদি কোন কন্যা অন্য কন্যাকে ঐরূপ অঙ্গুল্যাদি দ্বারা দূষিত করে তাহা হইলে তাহার ২০০ পণ এবং দশ বেত্রাঘাত দণ্ড ছিল এবং দূষিত কন্যার পিতাকে দ্বিগুণ শুল্ক দান করিতে হইত। যদি কোন স্ত্রীলোক ঐরূপে অন্য কন্যাকে দূষিত করে তাহা হইলে তাহার মস্তকমুণ্ডন, দুই অঙ্গুলিচ্ছেদ এবং গর্দ্দভ পৃষ্ঠে রাজমার্গে উদ্বাহন দণ্ড বিহিত ছিল (২)। কৌটিল্য মতে অপ্রাপ্তফলা (অর্থাৎ অনাগতার্ত্তবা) সবর্ণা কন্যাকে ঐরূপে দূষিত করিলে হস্তচ্ছেদ অথবা ৪০০ পণ দণ্ড এবং ঐ কন্যা যদি মারা যায় তাহা হইলে প্রাণান্তিক বধ দণ্ড হইত (৩)।

বলপূর্ব্বক অকামা সবর্ণকন্যা গমন করিলে পুরুষের সদ্যো বধদণ্ড

(১) নারদস্মৃতি, স্ত্রীপুংসযোগ প্রঃ ৮৮

(২) মনু ৮।৩৬৭-৩৭০

কন্যায়ামসকামায়াং দ্ব্যঙ্গুলস্যাবকর্ত্তনম্।
উত্তমায়াং বধস্ত্বেব সর্ব্বসংগ্রহণং তথা।। নারদস্মৃতি।

(৩) কৌটিলীয়ে ৪।১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিহিত ছিল (১)। কুল্লুক এবং বিজ্ঞানেশ্বর উভয়েই উদ্ধৃত মনু বচনের দূষণ শব্দের অর্থ গমন ধরিয়াছেন। সকামা সবর্ণকন্যাগমনে কোন অপরাধ বা অতিক্রম হয় না কিন্তু ঐ কন্যাকে সংস্কারপূর্ব্বক অলঙ্কৃতা করিয়া বিবাহ করিতে হইত (২)। উত্তমবর্ণা কন্যা সকামাই হউক আর অকামাই হউক তাহাতে হীনবর্ণ পুরুষ গমন করিলে উক্ত পুরুষের প্রাণদণ্ড বিহিত ছিল (৩)। কিন্তু কৌটিলীয়ে দেখা যায় যে কন্যা যদি তিন বৎসর উর্দ্ধকাল ঋতুমতী হইয়া অনূঢ়া থাকে তাহা হইলে হীনবর্ণ পুরুষও অনলঙ্কৃতা তাদৃশী কন্যা গমন করিলে অপরাধী বা দণ্ডার্হ হইবে না (৪)। ইংরাজী আইনে যেমন কন্যা হরণ করিলে ঐকন্যার পিতাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থদণ্ড দিতে হয় তদ্রূপ প্রাচীন ভারতেও ঐরূপ নিয়ম দৃষ্ট হইত (৫)।

অযোনি সম্ভোগ।

স্ত্রী পুরুষে অথবা পুরুষে পুরুষে অযোনি সম্ভোগে কৌটিল্য মতে পূর্ব্বসাহস দণ্ড কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য মতে মাত্র ২৪ পণ দণ্ড। কৌটিল্য মতে দেবপ্রতিমা গমনে পূর্ব্বসাহসের দ্বিগুণ দণ্ড কিন্তু তির্য্যক্‌যোনি গমনে

---

(১) যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যোবধমর্হতি। মনু ৮।৩৩২

(২) সকামায়াং তু কন্যায়াং সঙ্গমে নাস্ত্যতিক্রমঃ।
কিন্ত্বলঙ্কৃত্য সৎকৃত্য স এবৈনাং সমুদ্বহেৎ॥ নারদস্মৃতি স্ত্রীপুংসযোগঃ, ৭২

(৩) উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি। মনু ৮।৩৬৬

(৪) ত্রিবর্ষপ্রজাতার্ত্তবায়াস্তুল্যো গন্তমদোষঃ। ততঃ পরমতুল্যোঽপ্যনলঙ্কৃতায়াঃ।
কৌটিলীয়ে ৪।১২ অধ্যায়।

(৫) প্রাপ্তফলাং প্রকুর্ব্বতো মধ্যমাপ্রদেশিনীবধো দ্বিশতো বা দণ্ডঃ, পিতুশ্চাপহীনং দদ্যাৎ। কৌটিলীয়ে ৪।১২
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি। মনু ৮।৩৬৬

মাত্র ১২ পণ দণ্ড (১)। গোব্যতিরিক্ত পশু গমনে নারদ ও বিষ্ণু মতে ১০০ পণ দণ্ড কিন্তু গো গমনে মধ্যম সাহস দণ্ড। গো গমনে ব্রাহ্মণের এক সুবর্ণ দণ্ড এবং বেশ্যা গমনেও ব্রাহ্মণের বেশ্যার শুল্ক সম অর্থ দণ্ড বিহিত ছিল (২)।

অভিগমে রমণীর দণ্ড ব্যবস্থা

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অকামা বলপূর্ব্বক উপভুক্তা নারীর কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না। পরন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড বিহিত ছিল, বলাৎকার স্থলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। রমনী সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে সম্বানিক স্ত্রীলোককে রাজা দণ্ডার্থ ধরিবেন না। ঐ রূপ স্ত্রীলোকের স্বামী বা প্রভুই তাহাদিগকে শাসন করিবে। রাজা অপরাধী পুরুষকে শাস্তি দিবেন। (৩)। কিন্তু এই নিয়ম সর্ব্বত্র অনুসৃত হইত না। স্ত্রী সকামা হইলে বিশেষতঃ হীনবর্ণ পুরুষ গমন করিলে রাজাই তাহাকে দণ্ড দিতেন এবং দণ্ড ও প্রানান্তিক বধদণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। ঐরূপ স্ত্রীকে প্রকাশ্যস্থলে কুকুর দিয়া খাওয়ান হইত। (৪)। দর্প করিয়া ব্যভিচার করিলেও স্ত্রীর ঐরূপ দণ্ড ছিল (৫)। ব্রাহ্মণী যদি মদমোহিতা হইয়া শূদ্র সহবাস করে তাহা হইলে চাণ্ডালাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত দেশে ঐ

(১) কৌটিল্যীয়ে ৪।১৩ অধ্যায়।

(২) সুবর্ণন্তু ভবেদ্দণ্ডো গাং ব্রজন্নুত্তমঃ।
বেশ্যাগামী দ্বিজোদণ্ড্যো বেশ্যাশুল্কসমং দমম্॥ বিবাদরত্নাকরধৃতবচন।

(৩) ন সতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ো গ্রাহ্যাঃ পুমাংস্তত্রাপরাধ্যতে।
প্রভুনা শাসনীয়াস্তা রাজাতু পুরুষং নয়েৎ॥ কাত্যায়ন (বিবাদরত্নাকর)

(৪) শ্বভিঃ খাদয়েৎ রাজা নিহীনবর্ণগমনে স্ত্রিয়ং প্রকাশম্। গৌতমধর্ম্মসূত্র ২৩।১৪

(৫) মনু ৮।৩৭১

ব্রাহ্মণীকে রাজা কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন। যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণী বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়কে সেবা করে তাহা হইলে তাহার শিরোমুণ্ডন এবং গর্দ্দভপৃষ্ঠে প্রয়াণ (অর্থাৎ মহাপ্রস্থান) দণ্ড বিহিত ছিল। (১)। কিন্তু কন্যার অপরাধে এরূপ গুরুতর দণ্ড ছিল না। কন্যা উৎকৃষ্ট জাতিকে সেবা করিলে তাহার কোন দণ্ড ছিল না কিন্তু নিকৃষ্টজাতিকে সেবা করিলে উক্ত কন্যাকে মাত্র গৃহে সংযত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। (২)

যদি কোন নারী পরপুরুষের গৃহে আসিয়া স্পর্শাদি দ্বারা পুরুষকে উত্তেজিত করিয়া মৈথুনে প্রবৃত্ত করে তাহা হইলে ঐ স্থলে পুরুষের অর্দ্ধদণ্ড হইবে। (৩)

গুরুতল্প গমন স্থলে সকামা স্ত্রীলোকেরও বধ দণ্ড হইবে ইহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। (৪)

উক্তরূপ স্ত্রী সংগ্রহে যেমন রাজদণ্ডার্হ অপরাধ ঘটে তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপও ঘটে ; পূর্ব্বে যে নববিধ পাতকের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগম্যা স্ত্রী সম্ভোগ তাহার মধ্যে অন্যতম, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে স্ত্রী

(১) বৃষলং সেবতে যাতু ব্রাহ্মণী মদমোহিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েৎ রাজা সংস্থানে বধ্যঘাতিনাম্ ॥
বৈশ্যং বা ক্ষত্রিয়ং বাপি ব্রাহ্মণী সেবতে তু যা।
শিরসো মুণ্ডনং তস্যাঃ প্রয়াণং গর্দ্দভেন তু ॥ যম (বিবাদরত্নাকর)

(২) জঘন্যং সেবমানান্তু সংযতাং বাসয়েদ্গৃহে ॥ মনু ৮।৩৬৫

(৩) গৃহমাগত্য যা নারী প্রলোভ্য স্পর্শনাদিনা।
কাময়েৎ তত্র সা দণ্ড্যা নরস্যার্দ্ধদমঃ স্মৃতঃ ॥
বিবাদরত্নাকরধৃত বচন।

(৪) যাজ্ঞবলক্য ৩।২৩৩

জাতির আত্মপর ভেদে ও বর্ণভেদে অগম্যাগমন অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক উপপাতক ভেদে চতুর্ব্বিধ, এবং গবাদিপশু বা বেশ্যাদিগমন ও উপপাতক পাপের অন্তর্গত, এবং অন্যান্যবিধ স্ত্রীসংগ্রহ জন্য পাপও সঙ্করীকরণ, প্রকীর্ণ, বা অন্যবিধ পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যতম পাপে অন্তর্গত হইবে, প্রায়শ্চিত্তও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। স্বজননী, সবর্ণাপুত্রবধূ, ও সবর্ণাকন্যাগমন অতিপাতক পাপ, এই গমন জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সংঘটিত হইলেই তাহাতে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, অশক্তপক্ষে ৩৬০ ধেনুদান, তাহাতেও অশক্তপক্ষে ১০৮০ কাহনদান ও স্মার্ত্তমতে সমাজে অব্যবহার্য্যতা। সবর্ণা বিমাতৃগমন মহাপাতক, ইহাতে অজ্ঞানতঃ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত বা অশক্তের পক্ষে ১৮০ ধেনুদান, তাহাতেও অশক্তপক্ষে ৫৪০ কাহন দান, প্রায়শ্চিত্তের পরে তাহার সমাজে ব্যবহার্য্যতা কিন্তু জ্ঞানতঃ বিমাতৃগমনে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, এবং অশক্তের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্পবৎবিধি। অসবর্ণাবিমাতা (যৎকালে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ প্রচলিত ছিল তৎকালে) পিতৃস্বসা, শ্বশ্রূ, মাতুলানী, মাতৃস্বসা, পিতৃব্যসখী, শিষ্যস্ত্রী, অসবর্ণাভগিনী, অসবর্ণাপুত্রবধূ, অসবর্ণাকন্যা, আচার্য্যপত্নী, সগোত্রা, রাজ্ঞী, প্রব্রজিতা, ধাত্রী, বর্ণোত্তমা সাধ্বী, কুমারী, এবং অন্ত্যজজাতির স্ত্রী প্রভৃতিতে গমন, অনুপাতক পাপ, এই অনুপাতকে মহাপাতকের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত, এতদ্ভিন্ন অন্যকোনরূপ অগম্যাগমন অধিকাংশই উপপাতক পাপের অন্তর্গত, তবে পুং মৈথুন প্রভৃতি অনেকবিধপাপ পূর্ব্বোক্ত সঙ্করীকরণাদি পাপের ও অন্তর্গত হইবে। ঐ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ ভেদে বা সকৃৎ অভ্যাস ভেদে নানাবিধ পরিলক্ষিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে আরও দেখা যায় অগম্যাগমন পাপে বলাৎকার বা ছলাদি ব্যতিরেকে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যভিচার অনুরাগজ হইলে উভয়ের প্রায়শ্চিত্তই সমান, সে স্থলে স্ত্রীলোক বলিয়া

অনুগ্রহ হইত না। (১) এইগ্রন্থ ফৌজদারী আইনের নীতির উপরে লিখিত হওয়ায় প্রত্যেক রাজদণ্ডার্হ অপরাধে, অপরাধ ও পাপের হিন্দু-শাস্ত্রমতে ঐক্য থাকায় প্রায়শ্চিত্তের প্রসক্তি থাকিলেও অপ্রাসঙ্গিক বিধায় ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করা হইল না, এবং অপরাধেরও ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডবিধি অনাবশ্যক স্থলে প্রদর্শিত হইল না।

বলাৎকারস্থলে বলাৎকারীর রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই শ্রুত আছে, কিন্তু বলাৎকৃতার কোন রাজদণ্ড নাই, কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। কেবল উপভোগ ক্ষেত্র বলিয়া নয়, বলপূর্ব্বক ম্লেচ্ছান্ন ভোজনাদি স্থলেও বলাৎকৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিহিত দেখা যায়, বলাৎকার স্থলে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে না, কিন্তু অজ্ঞান কৃত পাপ অপেক্ষা কিছু অধিক পাপ কল্পনা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তাপেক্ষা কিছু বেশী কল্পনা করা হইয়াছে। (২) তবেই রাজদণ্ডার্হ অপরাধ মাত্রে প্রায়শ্চিত্ত ও বিহিত হইবে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির উপরে সর্ব্বত্র রাজদণ্ড বিহিত নাই, এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

সম্বিদ্ ব্যতিক্রম অপরাধ।

সম্বিদ্ ব্যতিক্রম নামক বিবাদপদ যদ্যপি বর্ত্তমান আইনে ফৌজদারীর

---

(১) ব্রতং যচ্চোদিতংপুংসাং পতিত স্ত্রীনিষেবণাৎ।
তদেব কারয়েৎ মূঢ়াং পতিতাসেবনাৎস্ত্রিয়ং॥ অঙ্গিরাঃ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ধৃত।

(২) দাসীকৃতো বলাৎ ম্লেচ্ছৈশ্চণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অশুভংকারিতংকর্ম্ম গবাদেঃ প্রাণহিংসনং॥
উচ্ছিষ্টমার্জ্জনঞ্চৈব তথাতস্যৈবভক্ষণং॥
মাসোষিতো দ্বিজাতৌতু প্রাজাপত্যং বিশোধনং।
চান্দ্রায়ণং ত্বাহিতাগ্নিঃ পরাকন্ত্বথবা চরেৎ॥ ইত্যাদি। শূলপানিধৃত, দেবল।

অন্তর্গত নয়, তথাপি ঐ বিবাদ, প্রাচীনভারতে নারদাদি কর্ত্তৃক রাজার স্বয়ং পরিদর্শনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং উক্ত বিবাদপদের স্বরূপ কি? তাহা প্রকাশ করিবার জন্য সংক্ষেপে এই পুস্তকে উল্লেখ করিলাম।

সম্বিদ্ ব্যতিক্রম অর্থে এক প্রকার চুক্তিভঙ্গ, ইহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের নিজেদের প্রতিপাল্য ও রাজা কর্ত্তৃক নিয়মিত ও সঙ্ঘশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাত কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘনকে সম্বিদ্ব্যতিক্রম বলে। সম্বিৎ অর্থে প্রতিজ্ঞা ও ব্যতিক্রম অর্থে উল্লঙ্ঘন ইহাই উহার যৌগিক অর্থ, নারদ এই বিবাদকে ব্যতিরেক মুখে "সময়স্যানপাকর্ম্ম" নামে উক্ত করিয়াছেন, সময় অর্থে প্রতিজ্ঞা ও অনপাকর্ম্ম অর্থে উল্লঙ্ঘন না করা। সম্বিদ্ ব্যতিক্রমের উদাহরণ হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, রাজা বেদবিদ্যাবিৎ অগ্নিহোত্রী ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে স্বপুরে গৃহাদি প্রদান করিয়া ও সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদের বৃত্তির বিধান করিয়া স্থাপন করতঃ তাঁহাদের স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে আদেশ করিবেন, সেই আদেশ মত ব্রাহ্মণগণও গ্রামবাসীসাধারণের হিতোপদেশ প্রদান করিবেন। আবশ্যক হইলে পুরবাসীর নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য শান্তিক ও পৌষ্টিক কার্য্যও করিবেন, গ্রামে চৌরাদিভয় উপস্থিত হইলে, বা সভা দেবগৃহ উপবন ও জলাশয়াদির সংস্কার সাধন আবশ্যক হইলে তাঁহারাই তাহার উপযুক্ত প্রতিকার করিবেন, এ সকল বিষয়েও রাজার লিখিত শাসন থাকিত, রাজার আদেশ থাকায় সর্ব্ব সাধারণে তাঁহাদের বচন গ্রহণ করিবেন, না করিলে সম্বিদ্ ব্যতিক্রম অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন, সম্বিদ ব্যতিক্রম উভয়পক্ষেই হইত, যাহারা নিয়মিত ও লিখিত শাসন প্রতিপালন অঙ্গীকার করিয়া সামর্থ্য সত্ত্বে উল্লঙ্ঘন করিতেন, এবং সেই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা তাহাদের আদেশ প্রতিপালন না করিতেন

উভয়েই ঐ অপরাধে অপরাধী হইতেন এবং রাজদণ্ড উভয়পক্ষেই হইত (১)

কেবল যে ব্রাহ্মণ সঙ্ঘের ভিতরেই ঐরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা নয়, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও ঐরূপ নিয়ম ছিল, যেমন একবিধ পণ্য ব্যবসায়ী বা একবিধ শিল্পোপজীবী বা এক কর্ম্ম যাহাদের উপজীব্য যেমন আয়ুধীয়-গণ এবং যাঁহারা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন পাশুপত প্রভৃতি সন্ন্যাসী বিশেষ, অথবা যাঁহারা বেদ প্রমাণ্য স্বীকার করেন না জৈন বা বৌদ্ধ প্রভৃতি বাণিজ্যকারীগণ ইহাদের ভিতরেও ঐরূপ স্ব ধর্ম্মের অবিরোধে প্রতিজ্ঞাত নিয়ম প্রতিপালনে নিজেদের মধ্যে নিয়ম থাকিত, যাহা অতি-ক্রম করিলে তাঁহারা সম্বিদ্ ব্যতিক্রম অপরাধে অপরাধী হইতেন, এবং ইহাদের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে রাজা দৃষ্টি রাখিতেন, (২) ঐ সকল শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ পরম্পরাগত আচার, ব্যবহার

---

(১) রাজা কৃত্বা পুরেস্থানং ব্রাহ্মণান্ ন্যস্য তত্র তু।
ত্রৈবিদ্যং বৃত্তিমদ্ ব্রূয়াৎ স্বধর্ম্মঃ পাল্যতামিতি॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।১৮৫,
বেদ বিদ্যাবিদো বিপ্রান্ শ্রোত্রিয়ানগ্নিহোত্রিণঃ।
সংকৃত্য স্থাপয়েত্তত্র তেষাং বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥
শ্রোত্রিয়াঃ পঞ্চ বা কার্য্যাঃ সমূহ হিত বাদিনঃ।
কর্ত্তব্যং বচনং তেষাং গ্রামশ্রেণীগণাদিভিঃ॥ বিবাদরত্নাঃ, বৃহস্পতি,
যো গ্রামদেশ সঙ্ঘানাং কৃত্বা সত্যেন সম্বিদং।
বিসম্বদেৎ নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাৎ বিপ্রবাসয়েৎ॥ মনু ৮ম, ২১৯,
রাজ প্রবর্ত্তিতান্ ধর্ম্মান্ যো নরো নানুপালয়েৎ।
গ্রাহ্যঃ স পাপো দণ্ড্যশ্চ লোপয়ন্ রাজশাসনং॥ বিবাদ রত্নাঃ, কাত্যায়ন,

(২) শ্রেণী নৈগম পাখণ্ডি গণানা মপ্যয়ং বিধিঃ।
ভেদঞ্চৈষাং নৃপো রক্ষেৎ পূর্ববৃত্তিঞ্চ পালয়েৎ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।১৯২।

জীবিকা যাহার যেরূপ তাহারা সেইরূপই প্রতিপালন করিবেন তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই।

যাঁহারা এইরূপ সমূহ হিতকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের সেই কার্য্য সম্পাদনার্থে রাজার পারিতোষিক ছিল, লব্ধ পারিতোষিক, নিযুক্ত মহাজনগণ বণ্টন করিয়া লইতেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সঙ্ঘ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন এসোসিয়েসন্ গিল্ড্ ট্রেড্ ইউনিয়ন্ প্রভৃতি (association, guild, trade union) পরিলক্ষিত হয়, এবং সেই এসোসিয়েসনের নিয়মভঙ্গ যেমন ব্যবসায়ী প্রভৃতির মধ্যে দোষ, সম্বিদ্‌ব্যতিক্রমও অনেকাংশ, এতজ্জাতীয় নিয়মভঙ্গাপরাধ বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রাম বা দেশ অর্থাৎ গ্রামসমূহ বা সঙ্ঘ অর্থাৎ একধর্ম্মানুগত নানা দেশবাসীসমূহ বা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্রাহ্মণ বা সুবর্ণকারাদি, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঐরূপ নিয়মিত কর্ম্মের প্রতিপালনে যে প্রতিজ্ঞা থাকিত, তাহার উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অপরাধের গুরু-লঘুতানুসারে ও সকৃৎ অভ্যস্ত ভেদে ৩২০ রতি রজত, চতুঃসুবর্ণ পরিমিত নিষ্কের ছয়গুণ নিষ্ক, অর্থাৎ ২৪ সুবর্ণ, ও নির্ব্বাসন দণ্ড পর্য্যন্ত অবস্থা বিশেষে প্রাপ্ত হইত। (১)

---

(১) যো গ্রাম দেশ সঙ্ঘানাং কৃত্বা যত্নেন সংবিদং।
বিসম্বদেৎ নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাৎ বিপ্রবাসয়েৎ॥
নিগৃহ্য দাপয়ে দেনং সময় ব্যভিচারিণং।
চতুঃ সুবর্ণান্ ষট্ নিষ্কান্ শত মানঞ্চ রাজতং॥ মনু ৮ম, ২১৯।২২০

প্রকীর্ণ বিবাদপদ

অষ্টাদশ প্রকার বিবাদপদ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত প্রকীর্ণ নামে একটি বিবাদপদ আছে, যে সকল অপরাধ উক্ত অষ্টাদশবিধ বিবাদপদের অন্তর্গত হইতে পারে না তাহা প্রকীর্ণের অন্তর্গত, যেমন পথে মলমূত্র ত্যাগ করা, মনু বলেন, যে ব্যক্তি অনাপৎকালে রাজপথে বিষ্ঠোৎসর্গ করে উহার কার্ষাপণদ্বয় দণ্ড করিবেন এবং ঐ বিষ্ঠা উহার দ্বারা পরিষ্কার করাইবেন। (১) কিন্তু পীড়িত, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, বা বালক ঐরূপ করিলে তাহার অর্থ দণ্ড নাই, তবে উহাদিগের দ্বারা পরিষ্কার করাইবার বিধি ছিল। এইরূপ জলাশয় মধ্যে মলমূত্র, ষ্ঠীবন, রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ অমেধ্য লিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন, ও মার্গাবরোধ প্রভৃতি প্রকীর্ণ অপরাধের অন্তর্গত, এইরূপ অনেক প্রকীর্ণ অপরাধ আছে যাহা পূর্ব্বোক্ত বিবাদপদের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং অবস্থা বিশেষে তাহার দণ্ডও কল্পনা করিয়া দেওয়া হইত।

নারদ মতে রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন বা রাজ সিংহাসনে আরোহণের চেষ্টা, প্রকৃতি পুঞ্জের ভিতরে ভেদনীতি সঙ্ঘটন, সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম, আশ্রম রক্ষণব্যতিক্রম, প্রায়শ্চিত্তব্যতিক্রম প্রভৃতি অপরাধ রাজার স্বয়ং পরিদর্শনীয়। এজন্য এই সমস্ত বিবাদ নৃপাশ্রয় নামে কথিত এবং ইহা প্রকীর্ণ অপরাধ, এস্থলে সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম প্রভৃতি অপরাধ প্রকীর্ণ মধ্যে ভুক্ত করিবার কারণ কি তাহা ভালরূপ জানা যায় না। (২)

---

(১) সমুৎসৃজেদ্ রাজমার্গে যস্ত্বমেধ্য মনাপদি।
স দ্বৌ কার্ষাপণৌ দদ্যাৎ অমেধ্যঞ্চাশু শোধয়েৎ॥ মনু, ৯।২৮২।
কর্ম্মোদকমার্গমুচিতং রুন্ধতঃ কুর্ব্বতোঽনুচিতং বা পূর্ব্বঃ সাহসদণ্ডঃ,
কৌটিল্য, ৩ অধি ১০ অধ্যায়।

(২) নারদ স্মৃতি প্রকীর্ণ প্রকরণ, ১।২।৩।৪।৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রকীর্ণ প্রকরণের ভিতরে প্রসঙ্গক্রমে নারদ আরও বলিয়াছেন, যে সকল স্থলে অপরাধীর সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ দণ্ডের বিধান আছে, রাজা সে স্থলে জীবিকা উপার্জ্জনের উপকরণ গ্রহণ করিবেন না, যেমন বেশ্যার অলঙ্কার, বাদ্যোপজীবীর বাদ্যযন্ত্র, শিল্পীর শিল্পোপকরণ, অস্ত্রোপজীবীর অস্ত্র ইত্যাদি।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান আছে, রাজা ও ব্রাহ্মণ যদি শাস্ত্রোক্তপথ হইতে ভ্রষ্ট না হন তবে তাঁহারা সর্ব্বদা অনিন্দনীয় হয়েন, রাজপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য, রাজশাসন যিনি প্রতিপালন না করিবেন সে পাপিষ্ঠ দণ্ডনীয়, এমন কি বধ্যও হইবেন, রাজা দণ্ড ধারণ না করিলে প্রজা রক্ষা সম্ভব হয় না। (১)

হিন্দুশাস্ত্রে বিধির ব্যতিক্রম মাত্রেই পাপ হয়' কিন্তু সকল পাপে রাজদণ্ড নাই, এ কথা পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। যে সমস্ত অপরাধ রাজগোচরে উপনীত না হয় বা যাহাতে রাজদণ্ডের আদৌ সম্ভাবনা নাই—যেমন নির্জ্জনে কৃত অপরাধ, তাহাতেও আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন কি মনে মনে পাপের সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যে পরিণত না করিলেও সেই মানস পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, (২) তবেই দেখা যায় অন্যায় বা অবৈধ, শারীর হউক, বাচিক হউক বা মানসিক হউক অবৈধকারীর আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রূপ দণ্ড অপরিহার্য্য, ইহা যে সুসভ্য ও আদর্শ সমাজের উজ্জ্বল চিত্র,

(১) নারদ স্মৃতি প্রকীর্ণ প্রকরণ, ১২।১৩।১৪ শ্লোক।

(২) পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধংকর্ম্মমানসং॥
মানসং মনসৈবায়মুপভুংক্তে শুভাশুভং।
বাচাবাচা কৃতং কর্ম্ম কায়েনৈবচ কায়িকং॥ মনু ১২শ, ৫।৮ শ্লোক।

ইহা অস্বীকার করিতে কেহই পারেন না। বোধ হয়, পৃথিবীর কোন সুসভ্য সমাজের মধ্যে এরূপ আদর্শ সমাজ-চিত্র আছে বলিয়া মনে হয় না।

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সাধন করতঃ জ্ঞানলাভ, কর্ম্মসংন্যাস, ও জ্ঞান নিষ্ঠার স্তরে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত যে জাতির শেষ বা চরম লক্ষ্য সেই জাতিই রহঃকৃত বা মনঃকৃত অন্যায়ের প্রতিকার-পরায়ণ হইতে স্বয়ং সাভিলাষ হইতে পারে। অন্যথা সম্ভবই হইতে পারে না। (১)

দণ্ডবিধি প্রয়োগে কতিপয় সাধারণ নীতি

এই সকল সাধারণ নীতির অধিকাংশ পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে উক্ত হইলেও এক্ষণে স্পষ্টতঃ অবগতির জন্য একত্র সমাবেশিত হইল।

১। অপরাধে মতলব বা অভিসন্ধি (*mens rea* in crimes)।

বর্ত্তমানসময়ে অহিতবুদ্ধি বা দুরভিসন্ধি (guilty mind) রাজদণ্ডার্হ অপরাধের যেমন প্রধান লক্ষণ প্রাচীন ভারতেও ঐরূপ নীতি প্রায় সর্ব্বত্র অপরাধস্থলে প্রবর্ত্তিত ছিল, ইহা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে জ্ঞান কামনা বা বুদ্ধি অর্থাৎ অপরাধ করিবার মতলব বা অভিসন্ধি ছিল না সেখানে প্রায় সর্ব্বত্র অপরাধস্থলে রাজদণ্ড প্রয়োগ হইত না। এ বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দণ্ডপারুষ্য প্রকরণে ব্যবস্থা করিয়াছেন "মোহমদাদিভিরদণ্ডনম্" (২)। অর্থাৎ মোহমদাদি

---

(১) ত্রিদণ্ড মেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌতু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিংনিযচ্ছতি॥ মনু ১২শ, ১১ শ্লোক।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৪

হেতু অপরাধ হইলে কোন দণ্ড নাই। মোহ অর্থে চিত্তবৈকল্য, মদ অর্থে মদ্যাদিপানজনিত উন্মত্ততা এবং আদিপদ অর্থে ভূতাবেশ প্রভৃতি (১)। এই সকল স্থলে অপরাধী ব্যক্তির কোনরূপ জ্ঞান কামনা বা বুদ্ধি সম্ভবে না, সেজন্য দণ্ডেরও বিধান ছিল না। এই নীতি অনুসারে অবশে অর্থাৎ গুরুতর ভয়াদিবশে এবং দৈবাৎ (accident) কৃত অপরাধ স্থলেও কোন রাজদণ্ডের বিধান ছিল না (২)। বলোপভুক্তা নারীরও কামনা না থাকায় কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই স্ত্রী সংগ্রহ প্রক্রমে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চবৎসরবয়স্ক শিশুর কোন অপরাধ বা দণ্ড হইত না এবং পঞ্চবর্ষাধিক বয়স্ক হইতে দশ বর্ষ বালকের ও দশবর্ষাধিক হইতে পঞ্চদশবর্ষ বালকের পাতকে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের যথাক্রমে এক চতুর্থাংশ ও অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতি এবং তাহা হইতে দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্ত এই নিয়ম অনুসারে অনুমেয় অপরাধস্থলে অনুরূপ ন্যূনাধিক দণ্ডবিধানও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রায়শ্চিত্তবিবেকগ্রন্থে শূলপাণি ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে হন্তা প্রযোজকাদি পাঁচপ্রকার বধীর মারণাভিসন্ধান সম্বন্ধে সুন্দর বিচার করিয়া নিষ্কর্ষ করিয়াছেন যে, যেখানে হত্যার অভিসন্ধান নাই সেখানে বধিত্বও নাই। যেমন যদি কেহ বধাভিসন্ধি না করিয়া বিক্রয় বা চিকিৎসাদির জন্য বিষ রাখে এবং ঐ বিষ খাইয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বিষরক্ষক বধী হইবে না। সেইরূপ যদি কেহ ব্যাঘ্রাদিমারণার্থে যন্ত্রাদি পাতিয়া রাখে এবং তাহাতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলেও

---

(১) ঐ মিতাক্ষরা টীকা।

(২) সদ্বৃত্তানান্তু সর্ব্বেষামপরাধো যদাভবেৎ।
অবশেনৈব দৈবাত্তু তত্র দণ্ডং ন কল্পয়েৎ॥ কাত্যায়ন বিবাদ রত্নাকর।

উক্ত যন্ত্রস্থাপয়িতা বধী হইবে না; যে হেতু তাহার মনুষ্য-মারণাভিসন্ধি আদৌ ছিল না। সেইরূপ কূপাদিতে পড়িয়া মনুষ্য মরিলেও কূপাদি-খাতকের মারণাভিসন্ধান না থাকায় বধাপরাধ হইবে না। কিন্তু মরণাভিসন্ধান পূর্ব্বক কূপাদি খনন করিলে অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ কোন পথ দিয়া রাত্রিকালে যাতায়াত করে, ইহা জানিয়া যদি কেহ তাহার মরণাভিসন্ধান করিয়া ঐ পথে কূপ খনন করে এবং ঐ ব্যক্তিবিশেষ ঐ কূপে পড়িয়া মারা যায়, তাহা হইলে কূপ খাতক বধী হইবে। এবং যদি কেহ সংশয় স্থানে অর্থাৎ যেখানে বলবতী মরণ শঙ্কা আছে সেখানে বিষ বা যন্ত্রাদি পাতিয়া রাখে, যেমন ভক্ষ্যদ্রব্য পার্শ্বে বিষ রাখে অথবা যেখানে মনুষ্যের যাতায়াত আছে এমন স্থলে ব্যাঘ্রাদি মারণার্থে যন্ত্রাদি পাতে এবং ঐ বিষ খাইয়া বা যন্ত্রে পড়িয়া কোন মনুষ্য মারা যায় তাহা হইলে বিষরক্ষক ও যন্ত্রস্থাপয়িতা বধী হইবে। (১)। রথশকটাদি চালন জন্য প্রাণিহিংসাস্থলেও মনু বলিয়াছেন যে, চালকের অনবধানতা-প্রযুক্ত না হইয়া দৈবাৎ যদি ঐরূপ প্রাণিহিংসা হয়, তাহা হইলে কোন দণ্ড নাই। কিন্তু চালকের অনবধানতাহেতু ঐরূপ প্রাণিহিংসা হইলে চালকের উত্তমসাহসাদি দণ্ড হইবে। (২)। চিকিৎসা এবং প্রাণরক্ষাদি উপকার করণ স্থলে কাহারও মৃত্যু হইলে, চিকিৎসকাদির মারণাভিসন্ধান না থাকায় কোন প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড ছিল না (৩)। কিন্তু এরূপ স্থলেও

(১) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(২) মনু ৯।২৯১, ২৯২, ২৯৬ এবং কুল্লুক টীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) বন্ধনে গোশ্চিকিৎসার্থে গূঢ়গর্ভবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপত্তিশ্চেৎপ্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে ॥
ঔষধং স্নেহমাহারং দদদ্গোব্রাহ্মণাদিষু।
দীয়মানে বিপত্তিঃ স্যান্ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ —প্রায়শ্চিত্তভত্ত্বধৃত সম্বর্ত্ত বচন।

ভিষক্ যদি নিদানাদি চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ও নিপুণ না হইয়া চিকিৎসা করে, তাহা হইলে তাহার দণ্ড বিধান ছিল (১)।

এই সাধারণ নীতি প্রায়শ্চিত্তস্থলে সর্ব্বত্র অনুসৃত হইত না। প্রায়শ্চিত্ত স্থলে জ্ঞানত অজ্ঞানত, সর্ব্ববিধ পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধান দৃষ্ট হয়। তবে অজ্ঞানত পাতক করিলে সাধারণত অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত।

২। অপরাধ স্বরূপের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক অপরাধ করিলেই দণ্ডার্হ হইত

(Ignorance of law was no excuse)

ইহা অপরাধ এরূপ জ্ঞান থাকুক, আর না থাকুক অপরাধ করিলেই অপরাধী দণ্ডার্হ হইত; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়। অপরাধ স্বরূপের অজ্ঞানে যে অপরাধী দণ্ডিত হইবে না; ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে ইহা অপরাধ তাহা জানিয়া শুনিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি অপরাধ করিলে তাহার প্রতি অধিক দণ্ডের বিধান ছিল; তাহা গোতম ধর্ম্মসূত্রে ১২।১৪ সূত্র "বিদুষোঽতিক্রমে দণ্ড ভূয়স্তম্" হইতে জানা যায়। এই সূত্রের দ্বারাও উপলব্ধি হয় যে, অপরাধ করিলেই অপরাধী বিহিত দণ্ডার্হ হইত, কিন্তু অপরাধ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া অপরাধ করিলে, অবস্থানুসারে অধিক দণ্ডও প্রাপ্ত হইত (২)। শিশু উন্মত্তাদিকৃত বা

---

(১) দাহচ্ছেদ শিরাভেদ প্রযত্নৈরুপকুর্বতাম্।
প্রাণসত্রাণসিদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২২৭ মিতাক্ষরাটীকাধৃত সম্বর্ত্তবচন।
ক্রিয়মাণোপকারে তু মৃতে বিপ্রে ন পাতকম্। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৮৪ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪২ ভিষঙমিথ্যাচরন্ দণ্ড্যঃ ইত্যাদি।

(২) ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টি স্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ॥ মনু ৮।৩৩৮

প্রতিপ্রসব (exception) স্থল ব্যতীত অন্যত্র এই নীতি প্রযোজ্য ; ইহা অবশ্য বুঝিতে হইবে।

৩। রাজদণ্ডার্হ অপরাধ আপোষ বা মিটামিটি হইত না

(offences were not compoundable)

অপরাধ সকল ব্যক্তিগতরূপে গৃহীত না হইয়া লোকযাত্রানিরোধী স্বরূপে সমাজের বিরুদ্ধে গণ্য হইত। কৌটিলীয়ে ১।৪ অধ্যায়ে দেখা যায় "তস্যাম্ (দণ্ডনীত্যাম্) আয়ত্তা লোকযাত্রা। তস্মাল্লোকযাত্রার্থী (রাজা) নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যাৎ" অর্থাৎ সমাজরক্ষা বা প্রতিপালন দণ্ডনীতির আয়ত্ত, অতএব রাজা সমাজ রক্ষার্থে সর্ব্বদা উদ্যতদণ্ড হইবেন। প্রাচীন ভারতে সকল অপরাধই এইরূপে সমাজের বিরুদ্ধে গণ্য হওয়ায়, যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত ক্ষতিপূরণাদি মাত্র লইয়া বা অন্যপ্রকারে মিটাইয়া লইয়া অপরাধীকে মুক্তি দিতে পারিত না। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, গুরুতর অপরাধস্থল ব্যতীত অন্যান্য সামান্য অপরাধ সকল ফরিয়াদী ও আসামী রাজার গোচরে না জানাইয়া বা জানাইবার পরও পরস্পর মিটাইয়া লইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে সমস্ত অপরাধই রাজার গোচরীভূত হইলে, অপরাধীকে রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইত এবং অপরাধ দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি হইলে উক্ত ক্ষতিপূরণও করিতে হইত। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বেই স্তেয় দণ্ডপারুষ্যাদি প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।

৪। প্রাণ, সম্পত্তি ও ভার্য্যারক্ষার্থে শত্রু বধাধিকার

(Right of private defence)

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, বধোদ্যতশস্ত্রপাণিপুরুষ (অর্থাৎ বিনাশার্থী),

ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী এবং দারাপহারী, এই ছয়জন আততায়ী মধ্যে পরিগণিত, ইহাদিগকে বধ করিলে কোন অপরাধ বা পাপ বা দণ্ড নাই। অগ্নিদাতা অর্থে যে ব্যক্তি গৃহাদিতে অগ্নিদান করিতে প্রবৃত্ত বা উদ্যত এরূপ ব্যক্তি বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি অতীতকালে গৃহাদিতে অগ্নি দিয়াছিল সে পারিভাষিক আততায়ী মধ্যে পরিগণিত নহে। সেই-রূপ বিষদাতা প্রভৃতি শব্দেও ঐরূপ অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত বা উদ্যত পুরুষই আততায়ী বাচ্য (১)। যে ব্যক্তি অতীতকালে ধনাদি অপহরণ করিয়াছে বা অগ্নিদানে গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়াছে, সে আততায়ী স্বরূপে পরিগণিত নহে এবং তাহাকে বধ করিবার অধিকারও ছিল না। সেরূপ স্থলে ঐরূপ কৃতাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারালয়ে নালিশ করিয়া তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান ছিল, ইহাই প্রতীতি হয়।

নিম্নে উদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনে "অনাক্ষারিতপূর্ব্বঃ" এই শব্দদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আততায়ী পূর্ব্বে অনাক্ষারিত অর্থাৎ অনপকৃত হওয়া আবশ্যক অন্যথা সে বধার্হ ছিল না। অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন রকম গুরুতর অপরাধ করা হয় নাই, সে যদি বিনাদোষে আততায়ী স্বরূপে আসে, তবেই তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল। আর যদি পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করায় সে প্রত্যপকারার্থ আততায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল না। যেমন যদি

(১) অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহা।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ। বশিষ্ঠ
অনাক্ষারিত পূর্ব্বো যস্তপরাধে প্রবর্ত্ততে।
প্রাণ দ্রব্যাপহারে চ প্রবৃত্তস্যাততায়িতা॥ কাত্যায়ন
নাততায়িবধে হন্তা কিল্বিষং প্রাপ্নুয়াৎ কচিৎ।
বিনাশার্থিনমায়ান্তং ঘাতয়ন্নাপরাধ্নুয়াৎ॥ বৃহস্পতি

} প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে

কেহ পরের গৃহে অগ্নিদান করিয়াছে এমন সময় দহ্যমান গৃহের স্বামী অগ্নিদাতাকে মারিবার জন্য শস্ত্রপাণি হইয়া আসে, তাহা হইলে উক্ত গৃহস্বামী আক্কারিত পূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে অপকৃত হওয়ায় পারিভাষিক আততায়ী স্বরূপে পরিগণিত হইবে না এবং অপরাধী অগ্নিদাতার উক্ত গৃহস্বামীকে বধ করিবার অধিকার ছিল না। প্রত্যপকারী বা প্রতি-হিংসক নিজকৃত আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে অপকৃত হওয়া আবশ্যক। নতুবা অপরাধ বা অপকারের সময় সম্পূর্ণ অতীত হইয়া গেলে প্রত্যপ-কারীর অন্যস্থানে ও অন্যসময়ে অপকারীকে বধ করিবার অধিকার ছিল না এবং ঐরূপে অপকারীকে বধার্থ উদ্যত হইলে প্রত্যপকারীও আততায়ী মধ্যে পরিগণিত হইত। কারণ সর্ব্বপ্রকার বধদণ্ড রাজায়ত্ত ছিল, প্রাণ ধনক্ষেত্রাদি রক্ষার্থ ব্যতীত কেহ কাহাকেও বধদণ্ড স্বয়ং দিতে পারে না। অপকারের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও এইরূপ গুরুতর প্রতিহিংসা করিবার অধিকার থাকিলে রাজ্যশাসন অসম্ভব এবং বিচারালয় অনাবশ্যক হইয়া উঠে।

এই যে আততায়ী বধের অধিকার, তাহা আরও একপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত ছিল দেখা যায়। আততায়ী যদি হন্যমান বা অপক্রিয়মাণ ব্যক্তি অপেক্ষা বৃত্তস্বাধ্যায়বিদ্যাদিতে উৎকৃষ্ট পুরুষ হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল না (১)। পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং তদুপরি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিমাত্রের স্বাভাবিক স্বত্ব বা অধিকার নীতি প্রাচীন ভারতে কখনই প্রবর্ত্তিত ছিল না। সে জন্য ভারতে অনেক সময়ে সামাজিক উপকারার্থে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্জ্জনের নিয়ম ছিল। আততায়ী উৎকৃষ্ট হইলে তাহাকে বধ করিতে নাই এই যে

(১)। আততায়িনি চোৎকৃষ্টে তপঃ স্বাধ্যায় জন্মতঃ।
বধস্তত্র তু নৈব স্যাৎ পাপে হীনে বধো ভৃগুঃ॥ কাত্যায়ন (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

নীতি, তাহা সামাজিক উপকারার্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ বলিদানের একটি উদাহরণ মাত্র।

মনু বলিয়াছেন (১) আততায়ী বালক বা বৃদ্ধই হউন (এবং ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, উন্মত্তাদি হইলেও) তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল। যুদ্ধে হিংসাতেও কোন দোষ ছিল না (২) ইহাও এই সাধারণ নীতির প্রসার মাত্র। বর্ত্তমানে প্রচলিত নীতির অনুরূপ প্রাচীন ভারতে আততায়ী বধ অধিকারের একটি সীমা পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিনাশার্থী আততায়ী উপস্থিত হইলে পলায়নাদি দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে তবে তাহাকে বধ করিবে। (৩)। সেইরূপ ধনক্ষেত্রাদি অপহারী স্থলেও অন্য কোনপ্রকারে আততায়ীকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে তবে তাহার বধাধিকার ছিল। (৪)

৫। ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড ছিল না

(Barahmins exempted from Corporal Punishment)

প্রাচীন ভারতে কোন অপরাধে ব্রাহ্মণের অঙ্গচ্ছেদাদি প্রাণান্তিক শারীর দণ্ডবিধান ছিল না। এই নীতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত

---

(১) মনু ৮।৩৫৪

(২) "ন দোষো হিংসায়ামাহবে"—গৌতমধর্ম্মসূত্র, ১০।১৬ সূত্র

(৩) "যতঃ সর্ব্বত এব আত্মানং গোপায়ীতেতি শ্রুতিমূলমিদম্। অতঃ পলায়নাদিনাপি আত্মরক্ষণাভাবে ইদং বোদ্ধব্যম্।" প্রায়শ্চিত্তবিবেকে শূলপানি

(৪) উদ্যতানাস্তু পাপানাং হন্তুর্দোষো ন বিদ্যতে।
নিবৃত্তাস্তু যদারম্ভাদ্ গ্রহণং ন বধঃ স্মৃতঃ॥ কাত্যায়ন (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

ছিল দেখা যায়। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় "সর্ব্বাপরাধেষু অপীড়নীয়ো ব্রাহ্মণঃ ; তস্য অভিশস্তাঙ্কো ললাটে স্যাৎ ব্যবহারপতনায়।" (১)। কিন্তু রাজদ্রোহ অপরাধে কৌটিল্য, ব্রাহ্মণেরও শারীরদণ্ড অর্থাৎ বধের বিধান করিয়াছেন। (২)। রাজভার্য্যাগমনে বর্ণ নির্ব্বিশেষে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরও কুম্ভীপাক (অর্থাৎ পাত্রবিশেষে দাহ) দণ্ডের বিধান করিয়াছেন (৩)। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ব্যতীত প্রায় যাবতীয় গোতমাদি ধর্ম্মসূত্র ও মন্বাদি সংহিতা গ্রন্থ ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড ছিল না; এই নীতি ঐকমত্যে অনুমোদন করিয়াছেন দেখা যায়। যে স্থলে বধদণ্ডের বিধান আছে সেরূপক্ষেত্রে অবস্থানুসারে অপরাধী ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন, অঙ্কন ও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত ছিল। (৪)। কিন্তু অতিপাতকাদি গুরুতর পাতক স্থলে ব্রাহ্মণেরও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান পরিলক্ষিত হয় তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ স্বামিক আশীরতি পরিমিত সুবর্ণ স্তেয়াপরাধ স্থলে মনু ব্রাহ্মণেরও শারীর দণ্ডের বিধান করিয়াছেন (৫)। ঐরূপস্থলে ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে গিয়া নিজ অপরাধ খ্যাপন করিয়া বলিবে "আমাকে শাসন করুন"। রাজা তাহাকে মুষল দ্বারা একবার আঘাত করিবেন এবং অপরাধী মৃত হয় বা মৃতকল্প হইয়া বাঁচিয়া ওঠে, ঐ আঘাত দ্বারাই তাহার মুক্তি হইবে। ভবিষ্যপুরাণে দেখা যায় নির্গুণ ব্রাহ্মণকেই রাজা

(১) কৌটিলীয়ে ৪।৮

(২) ঐ ৪।১১

(৩) ঐ ৪।১৩

(৪) মনু ৮।৩৭৯, ৩৮০

" ৯।২৩৬, ২৩৭

(৫) মনু ১১।১০০, ১০১

ঐরূপ মুষলাঘাত করিবেন অর্থাৎ সগুণ ব্রাহ্মণ ঐরূপ অপরাধ করিলে তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে, তাহার প্রতি মুষলাঘাত হইবে না। (১)।

শারীর দণ্ড ব্যতীত অন্যবিধ দণ্ড স্থলে স্তেয়াপরাধে ব্রাহ্মণের অধিক দণ্ড বিধান ছিল যেহেতু তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং দোষগুণবিৎ (২)। সকামা বেশ্যা গমনে অন্য কোন বর্ণের দণ্ডবিধান না থাকিলেও ব্রাহ্মণের দণ্ড ছিল, তাহা স্ত্রীসংগ্রহণ প্রক্রমে উক্ত হইয়াছে। সুরাপান স্থলে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (জ্ঞানকৃত স্থলে মরণান্তিক পর্য্যন্ত) এবং গোবধাদি স্থলে স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ ও শূদ্রাপেক্ষা অধিক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। যে অপরাধে বধ বা অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিহিত ছিল সেরূপ স্থলে অপরাধী ব্রাহ্মণকে নিঃসঙ্গবন্ধনে (solitary confinement) রাখিবার ব্যবস্থা ছিল (৩)। কৌটিল্যমতে গুরুতর অপরাধ স্থলে অপরাধী ব্রাহ্মণকে অপরাধানুরূপ কুক্কুরাদি চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসন বা আকরে (mine) বাস করাইবার দণ্ডবিধান ছিল (৪)।

৬। আনুলোম্য ও প্রাতিলোম্যভেদে প্রায়ঃ সর্ব্বত্র অপরাধে যথাক্রমে ন্যূন ও অধিক রাজদণ্ডের বিধান ছিল।

আনুলোম্য অর্থাৎ উচ্চবর্ণ ব্যক্তি কর্তৃক নীচবর্ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধে, সবর্ণস্থলে বিহিত দণ্ডাপেক্ষা ন্যূন (অর্থাৎ বর্ণান্তর হিসাবে

(১) প্রায়শ্চিত্ত বিবেক—সুবর্ণ স্তেয় প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(২) ৩নং সাধারণ নীতির নিম্নে উদ্ধৃত মনু শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) বধাঙ্গচ্ছেদার্হ বিপ্রো নিঃসঙ্গে বন্ধনে বিশেৎ। কাত্যায়ন বিবাদরত্নাকর দণ্ডোৎকর্ষাপকর্ষতরঙ্গ

(৪) ব্রাহ্মণং পাপকর্ম্মাণমুদ্‌ঘুষ্যাঙ্ককৃতব্রণম্।
কুর্য্যান্নির্বিষয়ং রাজা বাসয়েদাকরেষু বা॥ কৌটিল্য ৪।৮

পাদহীন, অর্দ্ধেক বা এক চতুর্থাংশ) দণ্ডের প্রয়োগ হইত। আবার প্রাতিলোম্যে অর্থাৎ নীচবর্ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চবর্ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধে ঐরূপ সবর্ণ স্থলে বিহিত দণ্ডাপেক্ষা অধিক (অর্থাৎ বর্ণান্তর হিসাবে দেড়গুণ দ্বিগুণ ত্রিগুণ প্রভৃতি) দণ্ড বিহিত ছিল। এ বিষয়ে বাক্‌পারুষ্য দণ্ডপারুষ্য ও স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ বিচার স্থলে সবিস্তর লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাধারণ ভাবে "বিশিষ্টেষু দ্বিগুণঃ। হীনেষু অর্দ্ধদণ্ডঃ" (১) অর্থাৎ বিশিষ্টের প্রতি অপরাধে দ্বিগুণ দণ্ড এবং হীনের প্রতি অপরাধে অর্দ্ধদণ্ড এইরূপ দৃষ্ট হইলেও প্রাচীন গোতমাদি ধর্ম্মসূত্র হইতে সংহিতা ও পুরাণাদি গ্রন্থে এই নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই নীতি সাধারণতঃ অর্থদণ্ড প্রয়োগস্থলে প্রযোজ্য, যেহেতু অঙ্গচ্ছেদাদি প্রাণান্তিক বধদণ্ডে উপরি উক্ত নিয়মানুসারে দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না। সেরূপ স্থলে বিহিত অঙ্গচ্ছেদাদি বধদণ্ড (ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত) সকলেরই প্রতি প্রযুক্ত হইত। প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন শূলপাণি কৃত প্রায়শ্চিত্তবিবেকে দেখা যায় (২) বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের প্রতি প্রায়শ্চিত্ত হ্রাস ব্যবস্থা থাকিলেও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত স্থলে ঐরূপ হ্রাস-নিয়ম নাই। শূদ্র যে অঙ্গ দ্বারা দ্বিজাতির বিরুদ্ধে বাক্‌-পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্য অপরাধ করে তাহার তদঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিহিত ছিল (৩)। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও দণ্ডপারুষ্য প্রকরণে এইরূপ বিধান

(১) কৌটিল্য ৩।১৮ এবং ১৯

(২) পূর্ব্বোক্তরীত্যা বালবৃদ্ধস্ত্রীণাং প্রায়শ্চিত্তহ্রাসঃ করণীয়ঃ মরণে তু তন্মাত্রস্থ তদর্দ্ধাদিব্যবস্থায়া অসম্ভবাৎ।" ব্রহ্মবধপ্রকরণ শেষভাগ দ্রষ্টব্য।

(৩) "শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধায়াভিহত্য চ বাগদণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাৎ।" গোতমধর্ম্মসূত্র ১২।১

দেখা যায় (১)। শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচায় তৎপর এবং রাজ্যের মঙ্গলকারী ব্রাহ্মণাদি রক্ষা করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত এই নিষ্ঠুর দণ্ডবিধান শ্রুত হইলেও ইহা দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ দণ্ড প্রয়োগ বন্ধ করা হইয়াছিল। কৌটিল্য নিজের অর্থশাস্ত্রে একাঙ্গবধ নিষ্ক্রয় প্রকরণে ঐরূপ একাঙ্গবধ অর্থাৎ হস্তপদাদি ছেদনের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড বিধান করিয়াছেন (২) বাক্‌পারুষ্য দণ্ডপারুষ্য ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অপরাধস্থলেও বিহিত কর্ণনাসাদি অঙ্গচ্ছেদনের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সবিশেষ বিবরণ উক্ত একাঙ্গবধনিষ্ক্রয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৭। অপরাধ সাধিত না হইলেও অপরাধের উদ্যমে দণ্ড ছিল

(Attempts at offence were punishable)

এবিষয়ে আমাদের প্রধান প্রমাণ গৌতমধর্ম্মসূত্রে ২২ অধ্যায়ের ১০ম সূত্র—"সৃষ্টশ্চেদ্ ব্রাহ্মণবধে অহত্বাহপি।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণবধে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি যদি হননানুকূল বা হত্যাসাধন কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণবধ না করিলেও সে ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে উদ্যম কাহাকে বলে? মানস সঙ্কল্প মাত্র উদ্যম হইবে কি না? উক্ত সূত্রের নিম্নে টীকাকার মস্করি বলিয়াছেন "সৃষ্ট" অর্থে "অধ্যবসিত" অর্থাৎ কেবলমাত্র মানস-সঙ্কল্প হইলে চলিবে না। উক্ত মানস-সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত হইয়া সাধারণের দৃষ্ট হওয়া চাই, নতুবা কেবলমাত্র সঙ্কল্পে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইবে না।

---

(১) "শূদ্রো যেনাঙ্গেন ব্রাহ্মণমভিহন্যাৎ তদস্য ছেদয়েৎ কৌটিল্য ৩।১৯

(২) "বর্ণোত্তমানাং গুরূণাং চ হস্তপাদলঙ্ঘনে রাজযানবাহনাদ্যারোহণে চৈকহস্তপাদ-বধঃ সপ্তশতো বা দণ্ডঃ।" কৌটিল্য ৪।১০

টীকাকার আরও বলিয়াছেন গোতমের সূত্রে ব্রাহ্মণশব্দ প্রদর্শনার্থ, বস্তুত সর্ব্বত্রই পাতকস্থলে এই নীতি প্রয়োজ্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন "চরেদ্‌ব্রতমহত্বাপি ঘাতার্থং চেৎসমাগতঃ (১)।।" যদি কেহ বধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, বধ করিতে না পারিলেও যথাবর্ণ ব্রহ্মহত্যাদি ব্রত আচরণ করিবে। যদিও উক্ত গোতমসূত্র এবং যাজ্ঞবল্ক্যবচন প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তথাপি "দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্ত" এই নিয়মানুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই নীতি অপরাধস্থলেও প্রবর্ত্তিত ছিল।

আত্মঘাত চেষ্টা করিয়া ব্যর্থসঙ্কল্প হইলে আত্মঘাতোদ্যমকারী ব্যক্তি অপরাধী হইত এবং তাহার প্রতি বিশিষ্ট দণ্ডবিধান হইত (২)।

৮। সন্দেহে দণ্ড প্রয়োগ হইত না

(Benefit of doubt)।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে দেখা যায় (৩) যে, সন্দেহস্থলে দণ্ড বিধান ছিল না। অপরাধ আশঙ্কায় ধৃত ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে এইরূপ অবধারণ না হইলে দণ্ডিত হইত না। মনুও বলিয়াছেন (৪) হোঢ় অর্থাৎ বমাল না পাওয়া গেলে, ধার্ম্মিক রাজা চোরকে বধ করিবে না। কিন্তু চৌর্য্যোপকরণ সিঁধকাটি প্রভৃতি বা বমাল সহিত চোর ধৃত হইলে তাহাকে বধ করিবেন। কৌটিল্যও বলিয়াছেন যে সাধুব্যক্তিকেও অনেক সময়ে চৌর্য্যস্থানে দেখা যায়। চোরসদৃশ বেশে এবং চোরের শস্ত্র ও উপ-

(১) যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৫২

(২) আত্মানং ঘাতয়েদ্‌যস্তু রজ্জ্বাদিভিরুপদ্রবৈঃ।
মৃতোঽমেধ্যেন লেপ্তব্যা জীবেচ্চেদ্‌দ্বিগুণোদমঃ॥ অঙ্গিরা (বিবাদরত্নাকর)

(৩) ন চ সন্দেহে দণ্ডং কুর্য্যাৎ। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ২ প্রশ্ন ৫ পটল।

(৪) নহোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্‌॥ মনু ৯।২৭০

ক্ষরণের সহিত অনেক সময় অচোর ব্যক্তিও চোররূপে শঙ্কিত হইয়া ধৃত হয়। যেমন মাণ্ডব্যঋষি চোর না হইয়াও ধৃত হইয়া যন্ত্রণাভয়ে "আমি চোর" এইরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা-পূর্ব্বক অপরাধ নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবে (১)।

৯। রাজাও দণ্ড গ্রহণ করিতেন

ইংরাজি আইনে দেখা যায় রাজকৃত কোন কার্য্য অপরাধস্বরূপে গণ্য হয় না (The king can do no wrong)। কিন্তু প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্র এই নীতি অনুসৃত হইত না। মনু বলিয়াছেন, যে অপরাধে প্রাকৃত জনের এক কার্ষাপণ দণ্ড বিহিত আছে, ঐরূপ অপরাধ রাজা করিলে সহস্র পণ দণ্ড হইবে (২)। কৌটিল্যও বলিয়াছেন, রাজা যদি অদণ্ড্য ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে দণ্ডিত করেন তাহা হইলে, রাজার বিহিত অন্যায় দণ্ডের ত্রিশগুণ দণ্ড হইবে (৩)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ব্যবহারাধ্যায়ের শেষ বচনে ঐরূপ বিধান করিয়াছেন। রাজার এইরূপ দণ্ডগ্রহণ অর্থদণ্ড বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কোন অপরাধে রাজার শারীর দণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজা স্বয়ং দণ্ডধর এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলের প্রভু(৪), অতএব এই যে অর্থদণ্ড ব্যবস্থা তাহা রাজা স্বয়ং ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে গ্রহণ করিতেন।

---

(১) কৌটিলীয়ে অর্থশাস্ত্রে ৪।৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) মনু ৮।৩৩৬

(৩) অদণ্ড্যদণ্ডনে রাজ্ঞো দণ্ডস্ত্রিংশদ্গুণোঽম্ভসি।
বরুণায় প্রদাতব্যো ব্রাহ্মণেভ্যস্ততঃ পরম্। কৌটিল্য ৪।১৩ অঃ

(৪) রাজা সর্ব্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্জম্। গৌতমধর্ম্মসূত্র, ১১।১।

ইংরাজীমতে রাজাই দণ্ডবিধিপ্রণেতা এবং রাজাদেশই দণ্ডবিধির প্রমাণ, সেজন্য রাজা অপরাধী বা দণ্ডার্হ না হইবার যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিসকল বেদমূলক, ঋষিগণ তাহার সঙ্কলয়িতা এবং ব্রাহ্মণগণ তাহার প্রবক্তা। রাজা ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুসারে শাস্ত্রবিধিমতে রাজ্যশাসন করিতেন মাত্র (১)। সে কারণে রাজারও দণ্ডার্হতা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।

১০। পশু বৃক্ষাদি মনুষ্য স্বামিক না হইলেও তাহাদের হিংসায় দণ্ডবিধান ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে, পরস্বামিক বা অরক্ষিত পশু বৃক্ষ ও দ্রব্যাদির অনিষ্ট বা তাহা নষ্ট করিলে ক্ষতিকরণ (mischief) নামক অপরাধ হয়। প্রাচীন ভারতেও ঐরূপ অপরাধ দণ্ড-পারুষ্যের অন্তর্গত ছিল; তাহা পূর্ব্বেই দণ্ড-পারুষ্য প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে কেহ অরক্ষিত বা অস্বামিক বন্য পশু বৃক্ষাদি নাশ করিলে অপরাধী হয় না বা তাহার দণ্ড বিধানও নাই। প্রাচীন ভারতে কোন পশু বা বৃক্ষের স্বামী বা রক্ষক না থাকিলেও কেহ ঐরূপ অস্বামিক বা অরক্ষিত পশু বা বৃক্ষ হিংসা করিলে দণ্ড-পারুষ্য অপরাধে দণ্ডার্হ হইত; ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাদরত্নাকরে দণ্ড-পারুষ্য প্রকরণে উদ্ধৃত বিষ্ণুবচন হইতে জানা যায় যে,গ্রাম্য পশুঘাতী (অর্থাৎ অপরের পোষা পশু বধ করিলে) ১০০পণ দণ্ড দিবে এবং পশু স্বামীকে উক্ত পশুর মূল্য দিবে। অরণ্য-পশু-ঘাতীর (অর্থাৎ যে অস্বামিক পশু হনন করে তাহার) ৫০ পণ, পক্ষিঘাতী ও

---

(১) ত্রয়োবর্ণা ব্রাহ্মণস্য নিদেশে বর্ত্তেরন্ ব্রাহ্মণো ধর্ম্মান্ প্রব্রূয়াৎ রাজা চানুশিষ্যাৎ। বশিষ্ঠ (বিবাদরত্নাকর)।

মৎস্তঘাতীর ১০ পণ এবং কীটঘাতীর ১পণ দণ্ড হইবে (১)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্ররোহযুক্ত বৃক্ষের (অর্থাৎ বটাদির) এবং উপজীব্য আম্রাদি বৃক্ষের শাখা স্কন্ধ এবং সমূলচ্ছেদনে যথাক্রমে ২০ পণ ৪০ পণ এবং ৮০ পণ দণ্ড হইবে (২)। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও এই নীতি দৃষ্ট হয়। (৩) অবশ্য এই সকল হিংসানিষেধ শাস্ত্রবিহিত বা শাস্ত্রানুমোদিত হিংসাব্যতিরিক্ত স্থলে বুঝিতে হইবে। আধুনিক সময়ে সুসভ্য মানব আপনাকে সৃষ্ট জীব জগতের একমাত্র অধিপতি বলিয়া মনে করে। মনুষ্যেতর প্রাণীও যে ঈশ্বর সৃষ্ট জীব এবং তাহারও যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার আছে, তাহা সভ্য মানব স্বীকার করে না। মানবের দাসত্ব করিবার জন্যই যেন পশু জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐরূপ দাসত্ব করিলেই পশুজীবন সার্থক, ইহাই আধুনিক সভ্যতার ধারণা। ন্যায়শক্তিই প্রকৃতশক্তি এই সাধু নীতি মুখে প্রচার করিলেও স্বার্থান্ধ মানব এখনও পাশবশক্তির উপরে জগৎ শাসিত করিতেছে। কাজেই প্রাচীন ভারতের পূর্ব্বোক্ত পক্ষপাতহীন ন্যায়নীতি বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত নাই প্রাচীন ভারতে গর্দ্দভ গরু মহিষ উষ্ট্র প্রভৃতি পশু শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত তৃষিত হইলে তাহাদিগের দ্বারা যানাদি বাহনও দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। সেইরূপ অকালে উক্ত পশুদিগের দ্বারা যানাদি বাহন

---

(১) "গ্রাম্য পশুঘাতী কার্ষাপণশতং দণ্ড্যঃ পশুস্বামিনশ্চ তন্মূল্যং দদ্যাৎ। অরণ্যপশুঘাতী পঞ্চাশতং কার্ষাপণানাং, পক্ষিঘাতী মৎস্যঘাতী চ দশ কার্ষাপণান্, কীটোপঘাতী কার্ষাপণম্।' বিবাদ-রত্নাকর দণ্ড-পারুষ্য প্রঃ।

(২) প্ররোহিশাখিনাং শাখাস্কন্ধসর্ব্ববিদারণে।
উপজীব্যদ্রুমাণাং চ বিংশতের্দ্বিগুণো দমঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৭

(৩) কৌটিল্য ৩।১৯ অঃ

ও অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইত এবং ঐ অপরাধে দণ্ড বিধানও ছিল (১)। বর্ত্তমান কালে পশু হিংসা নিবারিণী সমিতি সকল কতকাংশে এই নীতি পালন করিতেছে। নিম্নে উদ্ধৃত (২) কাত্যায়ন বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নখী (অর্থাৎ যে সকল পশুর নখই প্রধান অস্ত্র যেমন ভল্লুকাদি) শৃঙ্গী (যেমন মহিষাদি) দংষ্ট্রী (যেমন ব্যাঘ্রাদি) হস্তী এবং অশ্ব প্রভৃতি পশু যদি আততায়ী বা বিনাশার্থী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বধ করিলে কোন অপরাধ হয় না। অতএব ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল পশু যদি আততায়ী না হয় তাহা হইলে বিনা দোষে তাহাদিগকে বধ করিলে হন্তা অপরাধী হইবে।

১১। তিন জন বা তদধিক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক বা পরস্পর মিলিত হইয়া অপরাধ করিলে অধিক দণ্ডের বিধান ছিল।

(Punishment increased by conspiracy and association)

"সময়ানপাকর্ম্ম" নামক বিবাদ পদ প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, সমূহস্থিতবাদীকে যদি অনেকে মিলিয়া প্রহার করে, তাহা হইলে প্রত্যেকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই নীতি বিধান করিয়াছেন (৩) কিন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া অপরাধানুকূল কোন কার্য্য না করিলে কোন দণ্ড শ্রুত হয় না।

---

(১) শ্রান্তান্ ক্ষুধার্ত্তান্ তৃষিতানকালে বাহয়েত্তু যঃ।
খরগোমহিষোষ্ট্রাদীন্ প্রাপ্নুয়াৎ পূর্ব্বসাহসম্॥ কাত্যায়ন (বিবাদরত্নাকর)

(২) নখিনাং শৃঙ্গিণাঞ্চৈব দংষ্ট্রিণাঞ্চাততায়িনাম্।
হস্ত্যশ্বানাং তথান্যেষাং বধে হন্তা ন দোষভাক্। কাত্যায়ন, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।

(৩) তং চেৎ সম্ভূয় বা হন্যুঃ পৃথগেষামপরাধদ্বিগুণো দণ্ডঃ। কৌটিল্য ৩।১০ অঃ।
একং ঘ্নতাং বহূনাঞ্চ যথোক্তাদ্দ্বিগুণো দমঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২১

১২। বারে বারে অপরাধ করিলে অপরাধীর প্রতি উত্তরোত্তর অধিক দণ্ড প্রয়োগ হইত।

(Punishment enhanced by previous conviction)

কৌটিল্য বিধান করিয়াছেন তীর্থঘাত ও গ্রন্থিভেদ দ্বারা অর্থাপহারীর প্রথম অপরাধে সন্দংশ (অঙ্গুলি) ছেদন বা ১০০পণ দণ্ড, দ্বিতীয়বারে ঐরূপ (অন্যান্য অঙ্গুলি) ছেদন বা ২০০ পণ দণ্ড, তৃতীয়বারে দক্ষিণ হস্তচ্ছেদ বা ৪০০ পণ দণ্ড, চতুর্থবারে (প্রাণান্তিক) বধদণ্ড হইবে (১)। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যও এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন (২)।

১৩। অপরাধীর সাহায্যকারীও দণ্ডিত হইত।

(Abettors of crime were punished)

এ বিষয়ে গোতম ধর্ম্মসূত্রে দৃষ্ট হয় "চোরসমঃ সচিবো মতিপূর্ব্বে" (১২।৪৬ সূত্র) অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক চোরের সাহায্যকারী ব্যক্তিও চোরবৎ দণ্ডনীয়। সেইরূপ যে ব্যক্তি চোরের নিকট হইতে চোরাই মাল জানিয়া শুনিয়া প্রতিগ্রহ করে সেও চোরবৎ দণ্ডার্হ (৩)। মনু বলিয়াছেন গ্রামের মধ্যে চোর জানিয়া উক্ত চোরকে যদি কেহ অন্ন চৌর্য্যোপকরণ বা বাসস্থান দেয় বা চোরাই মাল রাখে তাহা হইলে রাজা

---

(১) কৌটিল্য ৪।১০ অঃ

(২) উৎক্ষেপক গ্রন্থিভেদৌ কর সন্দংশহীনকৌ
কার্য্যৌ দ্বিতীয়াপরাধে করপাদৈকহীনকৌ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য২।২৭৪
মনু ৯।২৭৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) "প্রতিগ্রহীতাঽপি অধর্ম্ম.সংযুক্তে।" গোতম ধর্ম্মসূত্র ১২।৫৭

তাহাকে চৌরবৎ দণ্ডিত করিবেন (১)। নারদ স্মৃতিতেও এই নীতি দৃষ্ট হয় (২)। নারদ স্মৃতিতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, চৌর ধনাপহরণ করিতেছে এবং ধনস্বামী উক্ত চৌরকে বাধা দিবার জন্য সাহায্যার্থী হইয়া চীৎকার করিতেছে এরূপ স্থলে সমর্থ ব্যক্তি যদি উক্ত ধনস্বামীর সাহায্যার্থ ধাবিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সমর্থ ব্যক্তিও চৌরের ন্যায় অপরাধী হইবে (৩)। এই নীতি হিংসা বা দণ্ডপারুষ্যাদি অপরাধ স্থলেও প্রযোজ্য। গোতম বলিয়াছেন "দুর্ব্বলহিংসায়াং চাবিমোচনে শক্তশ্চেৎ" (২১১৯ সূত্র) অর্থাৎ যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি কোন দুর্ব্বল লোককে মারিতেছে, তাহা দেখিয়া উক্ত হিংসা নিবারণে সমর্থ পুরুষ উক্ত দুর্ব্বল লোককে মোচন না করে তাহা হইলে সমর্থ পুরুষ ঐরূপ হিংসক দুষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অপরাধী হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বিধান করিয়াছেন যে জানিয়া শুনিয়া চৌর বা হন্তাকে যে ব্যক্তি খাদ্য, নিবাসস্থান, শীতনিবারণার্থ অগ্নি, পিপাসা শমনার্থ জল, উপদেশ, উপকরণ, বা পাথেয় দেয় তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে (৪)। সাহসতরঙ্গে চণ্ডেশ্বর ধৃত কাত্যায়ন বচন হইতে জানা যায় যে, আরম্ভকৃৎ (অর্থাৎ যে অপরাধ সাধনানুকূল কার্য্য

---

(১) গ্রামেষ্বপিচ যে কেচিচ্চৌরাণাং ভক্তদায়কাঃ।
ভাণ্ডাবকাশদাশ্চৈব সর্ব্বাং স্তানপি ঘাতয়েৎ॥
অগ্নিদান্ ভক্তদাংশ্চৈব তথা শস্ত্রাবকাশদান্।
সন্নিধাতৃংশ্চ মোষস্য হন্যাচ্চৌরমিবেশ্বরঃ॥ মনু ৯।২৭১, ২৭৮

(২) নারদ স্মৃতি—পরিশিষ্ট প্রকরণ ১৩ ও ১৪ শ্লোক।

(৩) ভক্তাবকাশদাতারঃ স্তেনানাং যে প্রসর্পতাম্॥
শক্তাশ্চ য উপেক্ষন্তে তেঽপি তদ্দোষ ভাগিনঃ॥
উৎক্রোশতাং জনানাং চ হ্রিয়মাণে ধনে তথা।
শ্রুত্বা যে নাভিধাবন্তি তেঽপি তদ্দোষভাগিনঃ॥ নারদ স্মৃতি।

(৪) ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদক মন্ত্রোপকরণ ব্যয়ান্।
দত্ত্বা চৌরস্য বা হন্তুর্জানতো দম উত্তমঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৬

আরম্ভ করিয়াছে), তাহার সহায়, পথপ্রদর্শক, আশ্রয় (অর্থাৎ অপরাধীর আশ্রয়দাতা), শস্ত্রদাতা, অন্নদাতা, যুদ্ধোপদেশক (অর্থাৎ যে মারামারি করিতে উপদেশ দেয়), হত্যাপ্রবর্ত্তক, উপেক্ষাকারী (অর্থাৎ নিজে অসমর্থ হইলেও ক্রিয়মাণ অপরাধ পরের দ্বারা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি উদাসীনবৎ অবস্থান করে), হন্যমান ব্যক্তির মিথ্যাদোষ খ্যাপক, অনুমোদক, অপরাধ নিবারণে সমর্থ হইয়াও যে নিষেধ না করে—ইহারা সকলেই অপরাধী ; রাজা এই সকল অপরাধীর শক্তি অনুসারে দণ্ড বিধান করিবেন।

পূর্ব্বে ঘাতক বিচার স্থলে সাক্ষাৎ হন্তার সাহায্যকারী অনুগ্রাহক প্রযোজক অনুমন্তা এবং নিমিত্তীর বিষয় সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। অনুগ্রাহকাদি সাহায্যকারীও বধী বা ঘাতক মধ্যে পরিগণিত হইত এবং দণ্ডনীয় হইত। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে তাহাদের দণ্ড কিরূপ হইবে ? তাহাদের প্রতি কি সাক্ষাৎ হন্তার দণ্ড প্রয়োগ হইবে বা তদপেক্ষা ন্যূন দণ্ড প্রয়োগ হইবে ? এ বিষয়ে মিতাক্ষরাকার ৩।২২৭ যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোক ব্যাখ্যাস্থলে বিচার করিয়া নিষ্কর্ষ করিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ হন্তার অপেক্ষা অনুগ্রাহকের দোষ বা অপরাধ কিঞ্চিৎ ন্যূন, অনুগ্রাহক অপেক্ষা প্রযোজকের দোষ অল্প, প্রযোজক অপেক্ষা অনুমন্তার দোষ লঘু এবং অনুমন্তা অপেক্ষা নিমিত্তীর দোষ ন্যূন হইবে। প্রায়শ্চিত্তবিবেককারেরও এইরূপ মত। কিন্তু জিকনের মতে অপ্রবৃত্ত পুরুষকে বেতনাদি দ্বারা হনন কার্য্যে যে প্রযোজিত করে, এরূপ প্রযোজক এবং হন্যমান ব্যক্তিকে যে ধরিয়া রাখিয়া হত্যাকার্য্যে সাহায্য করে এমন অনুগ্রাহক, ইহারা উভয়েই সাক্ষাৎ হন্তা মধ্যে পরিগণিত এবং তত্তুল্য দণ্ডভাগী হইবে (১)। এ বিষয়ে জিকনের মতই অন্ততঃ

(১) প্রায়শ্চিত্তবিবেক—ব্রহ্মহত্যা প্রকরণ।

দণ্ডনীতি প্রসঙ্গে সমীচীন ও গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং বিধান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সাহস অপরাধ অন্য দ্বারা করায় তাহার দ্বিগুণ দণ্ড এবং যে ধনাদির লোভ দেখাইয়া বা ধনাদি দিয়া অপ্রবৃত্ত পুরুষ দ্বারা সাহস অপরাধ করায় তাহার চতুর্গুণ দণ্ড (১)।

দণ্ডবিধি প্রয়োগ স্থলে সাক্ষাৎ হন্তার প্রাণান্তিক বধদণ্ড বিহিত ছিল (২)। প্রায়শ্চিত্ত বিধি স্থলে বর্ণভেদে প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য বিহিত ছিল।

১৪। শারীরদণ্ডের প্রয়োগ সাধারণতঃ প্রকাশ্য স্থানে হইত।

অপরাধীকে দমন করা এবং সাধারণকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা রাজদণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য অপরাধীর প্রতি শারীর দণ্ড সাধারণতঃ প্রকাশ্যস্থলে প্রযুক্ত হইত। মনু বিধান করিয়াছেন কারাগৃহ-সকল রাজমার্গে প্রকাশ্যস্থলে নির্ম্মাণ করিবে, যাহাতে নিগড়বন্ধনাদি হেতু দুঃখিত এবং বিকৃত অপরাধী সকল সাধারণের দৃষ্টি গোচর হয়। (৩) ছলপূর্ব্বক যে পরদ্রব্য হরণ করে তাহাকে সাহায্যকারীর সহিত বহুজন

---

(১) যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।
যশ্চৈব মুক্ত্বাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণম্॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩১

(২) "কলহে ঘ্নতঃ পুরুষং চিত্রো ঘাতঃ"। "বধে বধঃ"। কৌটিল্য ৪।১১ অঃ।
"ব্যাপাদনেন দণ্ডকারী বধং চিত্র মবাপ্নুয়াৎ"। কাত্যায়ন (বিবাদরত্নাকর)
"প্রসহ্য ঘাতিনশ্চৈব শূলানারোপয়েন্নরান্।" যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৩

(৩) বন্ধনানি চ সর্ব্বাণি রাজমার্গে নিবেশয়েৎ।
দুঃখিতা যত্র দৃশ্যেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ॥ মনু ৯।২৮৮

সমক্ষে প্রকাশ্য স্থলে দণ্ডিত করিবে। যে স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা হইয়া ব্যভিচার করে তাহাকে রাজা বহুজন সমক্ষে কুকুর দ্বারা খাওয়াইবেন (১)। অপরাধীকে গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজমার্গে পরিভ্রমণ প্রভৃতি দণ্ডও বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

১৫। প্রাণান্তিক বধদণ্ডস্থলে গর্ভিণী রমণীর প্রতি প্রসবের পর বধদণ্ড প্রযুক্ত হইত।

কৌটিলীয়ে অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (২) পতিগুরুপ্রজাঘাতিকা অগ্নিদাত্রী বিষদাত্রী ও সন্ধিচ্ছেদিকা অগর্ভিণী রমণীকে এবং গর্ভিণী হইলে প্রসবের একমাস পরে তাহাকে গরুদ্বারা উৎপাটন করিয়া মারিবে। যাজ্ঞবল্ক্যও কৃতাপরাধ রমণী অগর্ভিণী হইলে তবে তাহার বধদণ্ডের বিধান করিয়াছেন (৩) অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য অপরাধীর প্রতি যন্ত্রণা উৎপীড়নাদি প্রয়োগ প্রসঙ্গেও কৌটিল্য বলিয়াছেন (৪) গর্ভিণী বা প্রসবের পর একমাস অতীত হয় নাই এমন সূতিকা রমণীর প্রতি অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য উৎপীড়ণ করিবে না। প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও প্রসবের পর প্রায়শ্চিত্ত বিধান ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

১৬। অপরাধ স্বীকারে অপরাধীর প্রতি বিহিত দণ্ডাপেক্ষা ন্যূন দণ্ডের বিধান ছিল।

অন্যায় সাহসাদি অপরাধ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত

---

(১) মনু ৮।১৯৩, ৩৭১

(২) কৌটিল্য ৪।১১ অঃ

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৮, ২৭৯

(৪) "ন ত্বেবং স্ত্রিয়ং গর্ভিণীং সূতিকাং বা মাসাবর প্রজাতাম্"

কৌটিল্য ৪।৮ অঃ

হয় এবং সভাতে আমি অপরাধ করিয়াছি ইহা স্বীকার করে তাহার প্রতি বিহিত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু দৌঃশীল্য হেতু যদি অপরাধ গোপন করে তাহা হইলে সভ্যগণ তাহার উপর তুষ্ট হইবেন না এবং তাহার প্রতি তীব্র দণ্ড বিহিত হইবে (১)। অপরাধী অনুতপ্ত হইলে রাজা স্থলবিশেষে অপরাধীকে ক্ষমাও করিতেন (২)।

১৭। শিষ্য পুত্র ভার্য্যা ও দাস কর্ত্তৃক যথাক্রমে গুরু পিতা স্বামী ও প্রভুর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিবাদ সাধারণতঃ (অর্থাৎ সামান্য অপরাধ স্থলে) আদালতে গ্রাহ্য হইত না।

গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যের প্রতি, পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের প্রতি, স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর প্রতি এবং স্বামী কর্ত্তৃক ভৃত্যের প্রতি সামান্য তাড়নাদি অপরাধ স্থলে, ঐরূপ শিষ্যাদি কর্ত্তৃক আনীত বিবাদপদ আদালতে গ্রাহ্য হইত না (৩)। কিন্তু মিতাক্ষরাকার যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ২।৩২ শ্লোক ব্যাখ্যায় বিচারপূর্ব্বক সপ্রমাণ দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ গুরুশিষ্য প্রভৃতির মধ্যে

---

(১) অযুক্তং সাহসং কৃত্বা প্রত্যাসত্তিং ভজেত যঃ।
ব্রূয়াৎ স্বয়ং বা সদসি তস্যার্দ্ধবিনয়ঃ স্মৃতঃ॥
গূহমানস্তু দৌঃশীল্যাদ্ যদি পাপঃ স ভাবিতঃ।
সভ্যাশ্চাস্য ন তুষ্যন্তি তীব্রো দণ্ডশ্চ পাত্যতে॥ নারদ (বিবাদরত্নাকর)

(২) ক্ষন্তব্যং প্রভুণা নিত্যং ক্ষিপতাং কার্য্যিণাং নৃণাম্।
বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ কুর্ব্বতা হিতমাত্মনঃ॥ মনু ৮।৩১২

(৩) গুরোঃ শিষ্যে পিতুঃ পুত্রে দম্পত্যোঃ স্বামিভৃত্যয়োঃ।
বিরোধে তু মিথস্তেষাং ব্যবহারো ন সিধ্যতি॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩২ শ্লোক
নিম্নে মিতাক্ষরাধৃতবচন।

ব্যবহার নিষেধ আত্যন্তিক ব্যবহার স্থলে অর্থাৎ গুরুতর অপরাধ বিষয়ে প্রযোজ্য ছিল না। অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গুর্ব্বাদি শিষ্যাদির প্রতি ঐরূপ গুরুতর অপরাধ করিলে রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইতেন। যেমন গুরু যদি বেত্রাদিদ্বারা শিষ্যের অঙ্গে প্রহার না করিয়া মস্তকাদি নিষিদ্ধ স্থানে প্রহার করিতেন তাহা হইলে (১) দাণ্ডিত হইতেন। সেইরূপ পিতা যদি পিতামহোপাত্ত ভূম্যাদি (যাহাতে পুত্রেরও তুল্য স্বত্ব হয়) নষ্ট করেন এবং স্বামী যদি দুর্ভিক্ষাদি কারণ ব্যতিরেকে স্ত্রীধন লইয়া স্ত্রীকে তাহা প্রত্যর্পণ না করে তাহা হইলে পুত্র ও স্ত্রীকর্ত্তৃক পিতা ও স্বামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিবাদ রাজা গ্রহণ করিবেন এবং বিচার করিবেন। এই যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ নিষেধ তাহা অস্বতন্ত্রা-স্ত্রীবিষয়ে বুঝিতে হইবে। কারণ মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে, গোপ-শৌণ্ডিকাদির স্ত্রী পতির অধীনা (অর্থাৎ অস্বতন্ত্রা) না হওয়ায় ঐরূপ স্ত্রীকর্ত্তৃক স্বামীর বিরুদ্ধে আনীত বিবাদ আদালতে গ্রাহ্য হইবে।

এইরূপ ব্যবহারনিষেধনীতির আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুক্রনীতিসারে দৃষ্ট হয় "দম্পত্যোঃ কলহে সাক্ষ্যং ন কুর্য্যাৎ পিতা পুত্রয়োঃ" (২) অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী এবং পিতা ও পুত্রের কলহে সাক্ষ্য দিবে না। পিতাপুত্র বিবাদে সাক্ষ্য দিলে যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত সাক্ষীর প্রতি দণ্ডেরও বিধান করিয়াছেন (৩)।

১। শিষ্যশিষ্টিরবধেন। অশক্তৌ রজ্জুবেণুদলাভ্যাং তনুভ্যাম্। অন্যেন ঘ্নন্ রাজশাস্যঃ। গোতমধর্ম্মসূত্র ২।৪৯, ৫০।৫১

২। শুক্রনীতিসার ৩।৬১

৩। পিতাপুত্রবিরোধে তু সাক্ষিণাং ত্রিপণো দমঃ।
অন্তরে চ তয়োর্ম্মধ্যে তস্যাপ্যষ্টগুণো দমঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৯

১৮। অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড রাজার আয়ত্ত ছিল

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বাগ্‌দণ্ড ধিগ্‌দণ্ড অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড ভেদে দণ্ড সাধারণতঃ চারি প্রকার ছিল। সভ্যগণ অপরাধীর প্রতি বাগ্‌দণ্ড ও ধিগ্‌দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড রাজারই আয়ত্ত ছিল। রাজা বা তৎপ্রতিনিধি প্রাড্‌বিবাক্ ব্যতীত অন্য কেহ অর্থদণ্ড বা বধদণ্ড দিতে পারিতেন না ; ইহাই প্রতীয়মান হয় (১)।

১৯। তন্ত্র ও প্রসঙ্গ

হিন্দুশাস্ত্রে তাবৎকর্ম্মের উপরে তন্ত্র ও প্রসঙ্গের বিধান আছে। অনেক কর্ম্ম উদ্দেশ পূর্ব্বক সকৃৎ অনুষ্ঠানের নাম তন্ত্র, যেমন বহু ব্রাহ্মণ বধ করিলে ব্রাহ্মণ জাতি উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্ত একটা করিলেই বহু ব্রাহ্মণ বধ জনিত পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হওয়া তন্ত্রতা-মূলক ইহা একটি নীতি (২)। তবে এই নীতি একজাতীয় পাপস্থলেই প্রযোজ্য, যেমন মহাপাতকস্থলে ব্রহ্মবধ জাতীয় বা সুরাপান জাতীয়, বা ব্রাহ্মণ-স্বর্ণস্তেয় জাতীয়পাপ প্রভৃতি। যে স্থলে পাপের অভ্যাসে প্রায়শ্চিত্তেরও অভ্যাস শ্রুত আছে, বা ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত শ্রুত আছে, বা গুরুলঘু প্রায়শ্চিত্ত শ্রুত আছে সে স্থলে তন্ত্রতা নীতি যাইবে না কিন্তু প্রসঙ্গনীতি সেস্থলে যাইবে।

১। ধিগ্‌দণ্ডস্ত্বথ বাগ্‌দণ্ডঃ সভ্যায়ত্তৌ তু তাবুভৌ।
অর্থদণ্ডবধাবুক্তৌ রাজায়ত্তাবুভাবপি॥ শুক্রনীতি ৪।৫।২৭৯
বাগ্‌দণ্ডশ্চৈব ধিগ্‌দণ্ডো বিপ্রায়ত্তাবুভৌ স্মৃতৌ।
অর্থদণ্ডবধাবুক্তৌ রাজায়ত্তাবুভাবপি॥ বিবাদরত্নাকরে বৃহস্পতি।

২। বহূদ্দেশেন সকৃদনুষ্ঠানংতন্ত্রতা। প্রায়শ্চিত্তবিবেক।
ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণয়োর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূর্ব্বক।
প্রায়শ্চিত্তস্য চৈকত্বং জাতিমাশ্রিত্য লক্ষ্যতে॥ প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ভবিষ্যপুরাণ।

একের উদ্দেশে কৃতকর্ম্মদ্বারা কর্ম্মান্তর সিদ্ধ হওয়ার নাম 'প্রসঙ্গ" (১)। যেমন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, ক্ষত্রিয়বধ ও শূদ্রবধ তিনটি অন্যায় বা অবৈধ করিয়াছে সে স্থলে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ক্ষত্রিয়াদি বধ প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইবে তাহার জন্য স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন পাপে প্রায়শ্চিত্তেরও অভ্যাস শ্রুত আছে, সেস্থলে প্রসঙ্গনীতি যাইবে না, যেমন গোবধ জন্য পাপ, গোবধে তন্ত্রতা বা প্রসঙ্গ কোন নীতিই খাটিবে না, কেননা সেখানে প্রমাণ দ্বারা ঐ ঐ নীতি নিবৃত্ত করা হইয়াছে। তবেই বুঝা যায়, প্রতিবন্ধক প্রমাণ না থাকিলে মীমাংসা শাস্ত্রানুমোদিত তন্ত্র ও প্রসঙ্গ নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তাবৎ বৈধ বা অবৈধ কার্য্য জাত উক্ত নীতির উপর নির্ভর করিয়াছে, কোন্ কোন্ স্থলে ঐ নীতি অনুসরণীয় তাহা সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে জানা যায় না, মাত্র আংশিক প্রদর্শনের জন্য এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। এই নীতি উল্লেখ করিবার কারণ এই, "দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি" এই ন্যায়ের উপর দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় দণ্ডবিধিতে ঐ নীতি প্রবর্ত্তিত ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, দেখা যায় বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনেও একজন ব্যক্তি যদি ঘরে সিঁধ কাটিয়া গৃহস্থকে বন্ধন পূর্ব্বক বা আঘাত পূর্ব্বক চুরি করে, এক সময়ে নানা অবৈধ কার্য্য অনুষ্ঠান জন্য তাহার প্রতি ঐ সকল অবৈধের মধ্যে যেটা গুরুতর অপরাধ তাহার দণ্ড বিধান দ্বারাও অপরাধীকে নিষ্কৃতি দেওয়ার বিধি আছে এবং ইহারই নাম প্রসঙ্গ, তবে প্রতিবন্ধক থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

১। অন্যোদ্দেশেন প্রবৃত্তাবন্যস্যাপ্যাসঙ্কিঃ প্রসঙ্গঃ। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

২০। যাবজ্জীবন ব্রত বা কারাবাস

হিন্দুশাস্ত্রে গুরুতর পাপে যাবজ্জীবন ব্রতের বিধান করিয়াছেন, যেমন পিতা মাতা সহোদর গুরু শ্রোত্রিয় বা আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে বধ করিলে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন ব্রত করিবার বিধি (১)। কিন্তু এই যাবজ্জীবন ব্রত, দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত রূপে নিবন্ধকারেরা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তবেই যাবজ্জীবন ব্রত অর্থে চতুর্ব্বিংশতি বাৎসরিক ব্রত, যজ্ঞস্থ পিতা মাতা নিরপরাধ রাজাকে হত্যা করিলেও ঐ চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতেরই বিধান আছে (২), ইহা দ্বারা যে যে স্থলে গুরুতর অপরাধে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দণ্ডবিধিতে যাবজ্জীবন কারাগার বন্ধনের বিধি পাওয়া যায় (৩) সে সে স্থলেও যাবজ্জীবন অর্থে ২৪ বৎসর অনুমান করা যাইতে পারে।

(২১) বধদণ্ডেরও বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রায়শ্চিত্ত ক্ষেত্রে ও রাজদণ্ড ক্ষেত্রে গুরুতর পাপে বা অপরাধে যে যে স্থলে বধদণ্ডের বিধান আছে, তাহা পূর্ব্বে নানাস্থানে কথিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ বধদণ্ড উভয়ত্রই শুদ্ধবধ, ও জনসাধারণের উদ্বেগ জনক বিচিত্র বধ অবস্থা বিশেষে আদিষ্ট হইত। রাজদণ্ড স্থলে বিচিত্র বধদণ্ড এই পুস্তকের নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও দেখা যায় সগুণ ব্রাহ্মণের জ্ঞানকৃত বধে লোম হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের মাংস খণ্ড

---

(১) মাতরং পিতরং হত্বা সোদর্য্যং ভ্রাতরং তথা।
গুরুং হত্বা শ্রোত্রিয়ঞ্চ আহিতাগ্নিমথাপি বা॥
আ উত্তমাচ্ছ্বাসনাদ্ ব্রতং চীর্ত্বা বিশুধ্যতি। প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ব্রহ্মবধ প্রঃ।

(২) যজ্ঞ সংস্থৌতু পিতরৌ রাজানঞ্চাপ্যনাগসং।
হত্বা চরেদ্ ব্রতং তত্র চতুর্ব্বিংশতি বৎসরান্॥ ব্রহ্মপুরাণ।

(৩) শুক্রনীতি ৪ অঃ, ১ম, প্রঃ ৮৪, ৮৭, ৮৮ শ্লোক।

খণ্ড করিয়া কর্ত্তন পূর্ব্বক মজ্জা পর্য্যন্ত আহুতি দিয়া দেহত্যাগ করিবে, ইহা অতীব কষ্টকর মরণ। (১)

(২২) ফৌজদারী মোকদ্দমা তামাদি ছিল না।

কলহ পর্য্যুষিত হইলে অর্থাৎ সময় অতীত হইলে কলহের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না; ইহা আচার্য্যগণের মত থাকিলেও কৌটিল্য তাহা স্বীকার করেন নাই। এবং কলহে প্রথম আগত ব্যক্তিরই মোকদ্দমায় জয় হইবে, ইহা কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, কিন্তু কৌটিল্য বলেন, প্রথমাগত শেষাগত বলিয়া কোন বিশেষ হইবে না, সাক্ষীর উপরেই সমস্ত নির্ভর করিবে (২)।

নিম্নলিখিত নিয়ম "দণ্ড প্রয়োগে সাধারণ নীতির" অন্তর্ভুক্ত না হইলেও প্রসঙ্গ ক্রমে উক্ত হইতেছে যে, স্ত্রী ও পুরুষের জেলখানা স্বতন্ত্র ছিল; ইহা হিন্দু শাস্ত্রে কৌটিল্য প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায় (৩)। এবং স্ত্রীজাতি দ্বাদশ বৎসরে ও পুরুষ ষোড়শ বৎসরে সাবালক হইত; ইহাও কৌটিল্য মতে পাওয়া যায় (৪)। ঊনষোড়শ বর্ষীয় বালকের অর্দ্ধ

১ লোমভ্যঃ স্বাহেতি হ্যপি লোম প্রভৃতি বৈ তনুং।
মজ্জান্তাং জুহুয়াঞ্চাপি মন্ত্রৈরেভি যথাক্রমং॥ যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৪৭

(২) "পর্য্যুষিতং কলহোঽনুপ্রবেশো বা নাভিযোজ্যঃ" ইত্যাচার্য্যাঃ।
"নাস্ত্যপকারিণো মোক্ষঃ" ইতি কৌটিল্যঃ।
কলহে পূর্ব্বাগতো জয়ত্যক্ষমমানোহি প্রধাবতি" ইত্যাচার্য্যাঃ।
"ন ইতি কৌটিল্যঃ পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা আগতস্য সাক্ষিণঃ প্রমাণং।
কৌটিল্য ১৯৬ পৃ

(৩) কৌটিল্য ৫০ পৃঃ।

(৪) দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্ত ব্যবহারা ভবতি, ষোড়শবর্ষঃ পুমান্। কৌটিল্য, ১৫৪ পৃঃ

প্রায়শ্চিত্ত, ষোড়শ বর্ষীয়ের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারাও ষোড়শ বর্ষীয় বালক সাবালক ইহা প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমান আইনে এই নীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণে বন্দীদিগকে কারাগার হইতে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল।

রাজা কোন দেশবিশেষ অধিকার করিলে, বা যুবরাজের রাজ্যাভিষেক সময় উপস্থিত হইলে বা রাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বন্দীরা মুক্তি পাইত (১)।

(১) অপূর্ব্ব দেশাধিগমে যুবরাজাভিষেচনে।
পুত্রজন্মনি বা মোক্ষো বন্ধনস্য বিধীয়তে॥ কৌটিল্য, ১৪৭ পৃঃ।

বিচারপদ্ধতি

প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম্ম, কিন্তু দুষ্ট জনের নিগ্রহ ব্যতীত প্রজাপালন সম্ভব হয় না, ব্যবহার দর্শন ব্যতীতও দুষ্ট পরিজ্ঞান হয় না এ জন্য প্রতিদিন ব্যবহার দর্শন রাজার কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, সেই ব্যবহার দর্শনের প্রণালীকেই বিচারপদ্ধতি বলে। এই ব্যবহার দর্শন কেবল অভিষেকাদি গুণযুক্ত ক্ষত্রিয় রাজারই কর্ত্তব্য ছিল তাহা নয়, পরন্তু বিষয় বা মণ্ডলাদির পরিপালনে যাঁহারাই অধিকারী তাঁহাদেরও ব্যবহার দর্শনে অধিকার ছিল। প্রাচীন ভারতে সম্পত্তির তারতম্যানুসারে সম্পত্তির অধিপতি-গণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ছিল, কর্ষ অর্থাৎ ৮০ রতি পরিমিত রজত মুদ্রা, তাহার ১ লক্ষ পরিমাণ অর্থাৎ একলক্ষ টাকা যাহার বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হইত তাঁহার নাম সামন্ত, এক লক্ষের ঊর্দ্ধ তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত যাঁহার বাৎসরিক আদায় হইত তিনি নৃপ, তিন লক্ষের পর দশ-লক্ষান্ত ভূম্যধিকারীর নাম মাণ্ডলিক, দশলক্ষের পর বিংশতি লক্ষান্ত ভূম্যধিকারীর নাম রাজা, বিংশতি লক্ষের পর পঞ্চাশল্লক্ষাধিপতি মহারাজ, পঞ্চাশল্লক্ষের পর এক কোটির অধিপতি স্বরাট, এককোটির পর দশকোটিপতি সম্রাট্, দশকোটির পর পঞ্চাশকোটিপর্য্যন্তাধিপতি বিরাট্, তাহার পর সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যাঁহার বশীভূত তিনি সার্ব্বভৌম নামে অভিহিত (১)। সামন্তাদিগণও নৃপপদ বাচ্য, ব্যবহার দেখিবার অধিকার তাঁহাদের মধ্যেও প্রত্যেকরই নিজ নিজ বিষয়ের ভিতর ছিল।

ব্যবহার শব্দটি যৌগিক শব্দ, "বি" শব্দের অর্থ "নানা" "অব" শব্দের অর্থ "সন্দেহ" "হার" শব্দের অর্থ "হরণ," বাদী প্রতিবাদী বিষয়ক নানা

(১) শুক্রনীতিসার ১ম, অধ্যায় ১৮৩ হইতে ১৮৭ পর্য্যন্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সন্দেহ হরণ করে যে, তাহার নাম "ব্যবহার" (১) বিজ্ঞানেশ্বর মতে অন্যের বিরোধে ইহা আমার এইরূপ কথনকে "ব্যবহার" বলে।

প্রাচীন ভারতের বিচারপদ্ধতি আলোচনা করিলে জানা যায় বর্ত্তমান সময়ে যেমন জুরি প্রণালী আছে অনেকটা এই রীতিতেই বিচার প্রদর্শন তৎকালে ছিল। বিচারালয়ে রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত সভ্যের সংখ্যা সাতজন বা পাঁচজন ন্যূনকল্পে তিনজনও হইতেন (২)। অনেকে মনে করেন প্রাচীন ভারতে রাজা একাকী নিজ মতের উপরেই সমস্ত কার্য্য করিতেন প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নয়, রাজা সভ্য, অধিকারী, প্রকৃতিপুঞ্জ, সভা ও সভাসদ্‌গণের মতানুসারেই সর্ব্বদা কার্য্য পরিদর্শন করিতেন, মাত্র স্বমতে কার্য্য দর্শন করিতেন না (৩)। এতদ্ভিন্ন বিচারালয়ে অনিযুক্ত ভাবে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতিও সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন, যে সমস্ত্ সভ্য বিচার সভায় নিযুক্ত হইতেন তাঁহাদের মীমাংসাদি শাস্ত্র, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বিশেষ নৈপুণ্য, এবং সত্যবাদিতা, শত্রু ও মিত্রে সমান বুদ্ধি অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি বিহীনতা এই সকল গুণ থাকা প্রয়োজন হইত। নিযুক্ত ও অনিযুক্ত সভ্যের পার্থক্য ছিল এই, বিচার ক্ষেত্রে রাজা কর্ত্তব্যচ্যুত হইলে নিযুক্ত সভ্যগণের রাজাকে নিবৃত্ত করিবার অধিকার ছিল এবং না করিলে তাঁহারা দোষী হইতেন। এবং

---

(১) বি নানার্থেঽব সন্দেহে হরণংহার উচ্যতে।
নানা সন্দেহ হরণাদ্ ব্যবহার ইতিস্মৃতঃ॥ কাত্যায়নসংহিতা।

(২) লোক বেদজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞাঃ সপ্তপঞ্চত্রয়োঽপিবা।
যত্রোপবিষ্টা বিপ্রাঃ স্যুঃ সা যজ্ঞ সদৃশী সভা॥ বৃহস্পতি।

(৩) সভ্যাধিকারি প্রকৃতি সভাসদ্ সুমতেস্থিতঃ।
সর্ব্বদাস্যাৎ নৃপঃ প্রাজ্ঞঃ স্বমতে ন কদাচন॥
প্রভুঃ স্বাতন্ত্র্যমাপন্নোহ্যনর্থায়ৈব কল্পতে। শুক্রনীতি। ২অঃ ৩।৪ শ্লোক

অনিযুক্ত সভ্যগণ অযথার্থ কহিলে বা কিছু না কহিলে দোষী হইতেন পরন্তু রাজাকে নিবৃত্ত না করিলে দোষী হইতেন না। এই অনিযুক্ত সভ্যগণের ভিতরে কতিপয় বণিক্ও থাকিতে পারিতেন যাঁহারা কুলশীল বয়ঃক্রম সম্পত্তি ও সদ্ব্যবহারে বিশেষ বিখ্যাত হইতেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্তস্থলেও দেখা যায় সভার দ্বারাই প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা বিধান হইত তবে সেই সভার নাম পর্ষৎ বা পরিষৎ, পাপী বিদ্বান্ হইলে অল্প দোষে স্বয়ংই প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করিয়া লইতেন, এবং পাপের গুরুতা অনুসারে সভা বা পরিষৎ এবং বিশেষ পাপে সভা ও রাজা সকলে মিলিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তের আদেশ করিতেন। এই সভায় পাপের গুরু-লঘুতা অনুসারে শত বা শতাধিক সভ্য সংখ্যা, বা বিংশতি অথবা দশ সংখ্যক সভ্য সংখ্যা থাকিত, এমন কি অবস্থা বিশেষে তিন জন দুইজন বা একজনও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিতে পারিতেন, শেষ প্রণালী বর্ত্তমান সময়েও হিন্দু সমাজে আছে। গুরুতর পাপে বিদ্বৎসভায় রাজার উপস্থিতির পরিচয় থাকায় ইহা জানা যায় যে, বৃহৎ প্রায়শ্চিত্তসভা রাজ-সম্পৃক্ত ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুজাতির জাতীয়তা গঠন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরিরক্ষণে রাজাকে সর্ব্বদাই বিশেষ প্রযত্ন গ্রহণ করিতে হইত। প্রকীর্ণ অপরাধ, যে সকল অপরাধে রাজাকে স্বয়ং ব্যবহার দর্শন করিতে হইত তাহার মধ্যে প্রায়শ্চিত্তব্যতিক্রম, বর্ণ সঙ্করদোষ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিয়মন প্রভৃতির উল্লেখ হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং রাজা সাবধানতার সহিত সমস্ত আশ্রম প্রতিপালন করিবেন ইহার উল্লেখও পাওয়া যায়, যে যে বর্ণ, পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে শাস্ত্রোক্তপথে স্থাপন করিবেন (১) রাজদণ্ড বিধির প্রকরণে এ সকল কথার উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়

(১) নারদস্মৃতি প্রকীর্ণ প্রকরণ ৩।৪।৫।৬ শ্লোক।

বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত সভাও রাজ সম্পৃক্ত ছিল এবং যে সকল সভ্য প্রায়শ্চিত্ত সভায় বসিতেন তাঁহারা কুল শীল বিদ্যা বুদ্ধিতে বিশেষ প্রবীণ হইলে উক্ত সভার সভ্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন (১) তবে ছোট পাপে যাহাতে ২।৩ জন্য সভ্যই প্রায়শ্চিত্ত আদেশ করিতেন সে স্থলে রাজার সহিত কোন সম্পর্ক থাকার পরিচয় শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

রাজা ক্রোধ বা লোভ শূন্য হইয়া বিচারে বসিতেন সুতরাং বিচার কার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেই হইত অর্থশাস্ত্রানুসারে হইত না। এবং রাজা যদি স্বকার্য্যের বাহুল্য বশতঃ স্বয়ং ব্যবহার দর্শনে অসমর্থ হইতেন, তবে তিনি বিচার কার্য্য অর্থাৎ ব্যবহার দর্শনের জন্য পূর্ব্বকথিত গুণসম্পন্ন সভ্যগণের সহিত একজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিতেন, সেই ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশ-জাত, অপক্ষপাতী, প্রশান্ত, স্থিরবুদ্ধি, পরলোকভীরু, ধার্ম্মিক, উদ্যোগী ও ক্রোধবর্জ্জিত হইলে তবে বিচারদর্শকের পদে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণই উক্তপদের অধিকারী, ব্রাহ্মণ না পাইলে উক্ত গুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও উক্তপদের অধিকারী হইতে পারিতেন কিন্তু শূদ্র কথনই উক্তরূপ বিচারকের পদ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন না। উক্ত বিচারকের সংজ্ঞা ছিল "প্রাড়্বিবাক" (২) প্রাড়্বিবাক শব্দটী যৌগিকশব্দ, অর্থী ও প্রত্যর্থীর ভাষা ও উত্তর বিষয়ক প্রশ্নকারীকে "প্রাট্" কহে উভয়ের প্রশ্ন উত্তর বুঝিয়া যিনি বিচার করেন তাঁহাকে "বিবাক" কহে উক্তরূপে কর্ম্মধারয় সমাসে প্রাড়বিবাক পদ সিদ্ধ হইয়াছে (৩)। অর্থাৎ যিনি প্রাট্ ও বিবাক তিনি প্রাড়্বিবাক।

(১) ত্রৈবিদ্যো, হৈতুক স্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥ মনু

(২) রাজা কার্য্যানি সম্পশ্যেৎ প্রাড়বিবাকোঽথবাদ্বিজঃ। বৃহস্পতি।

(৩) ব্যবহারাশ্রিতং প্রশ্নং পৃচ্ছতি প্রাড়িতিস্মৃতঃ।
বিবেচয়তি য স্তস্মিন্ প্রাড়্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥ কাত্যায়ন।

প্রাচীন ভারতের বিচার পদ্ধতিতে যদ্যপি দেখা যায় শূদ্র বিচারকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না তথাপি ইহাও দেখা যায় যে, রাজা যে বর্ণ হইবেন তিনি তদ্‌বর্ণের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় রাজা শূদ্র হইলে উক্ত গুণ সম্পন্ন শূদ্রও বিচারক পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন (১)। যাঁহারা কালভেদে হিন্দুশাস্ত্র সমূহের ক্রমিক অবতারণা অর্থাৎ সামাজিক অবস্থানুসারে শাস্ত্রসমূহ ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করেন তাঁহারা শুক্রনীতি প্রভৃতির শেষ মত সমূহ মুসলমান রাজত্বকালে লিপি বদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কারণ, মূল স্মৃতি বা বৌধায়ন ধর্ম্ম সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ঐরূপ অভিমত দেখা যায় না।

অন্যায় পূর্ব্বক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া যদি রাজাকে কেহ আবেদন করে ঐ আবেদন, ব্যবহারের বিষয়ীভূত, কিন্তু আবেদন না করিলে রাজা স্বয়ং বিবাদ উত্থাপন করিবেন না, একথা পূর্ব্বে দণ্ড-নীতিতেও আমি লিখিয়াছি (২)। যে স্থানে বিচার হয়, তাহার নাম "ধর্ম্মাধিকরণ" ধর্ম্মাধিকরণ শব্দও যৌগিক, যে স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে অর্থশাস্ত্রের বিবেচনা করা হয় তাহাকে "ধর্ম্মাধিকরণ" বলে (৩) দেখা যায়

(১) যদ্বর্ণজোভবেদ্রাজা যোজ্যস্তদ্বর্ণজঃ সদা।
তদ্বর্ণ এব গুণিনঃ প্রায়শঃ সম্ভবন্তি হি॥ শুক্রনীতিসার ৪র্থ অধ্যায় ৫ম প্রকরণ ১৫ শ্লোক।

(২) নোৎপাদয়েৎস্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্তপুরুষঃ।
ন রাগেণ ন লোভেন ন ক্রোধেন গ্রসেন্নৃপঃ॥
পরৈরপ্রাপিতানর্থান্নচাপি স্বমনীষয়া। শুক্রনীতিসার ৪র্থ অঃ ৫ম প্র ৬৯ শ্লোক।

(৩) ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ হ্যর্থশাস্ত্র বিবেচনং।
অত্রাধিক্রিয়তে স্থানে ধর্ম্মাধিকরণং হি তৎ॥ শুক্রনীতিসার ৪র্থ অঃ ৫ প্রঃ ৪৪ শ্লোক।

ধর্ম্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদীর লেখ্য বিষয় লিখিবার জন্য লেখক থাকিতেন, লেখক বাদী প্রতিবাদীর যথাকথিত বিষয় অন্যথা অর্থাৎ অন্য প্রকার লিখিলে চৌরবৎ দণ্ডার্হ হইতেন (১) এতদ্ভিন্ন বেত্রধর, দণ্ডধর, গণক, প্রতিহারী প্রভৃতিও থাকিত, অর্থী ও প্রত্যর্থীকে রাজা বা প্রাড়্বিবাকের নিকট উপস্থিত হইবার নিয়মাদি শিখাইয়া সভায় উপস্থাপিত করা বেত্রধর ও দণ্ডধরের কার্য্য ছিল।

অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদ যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ঋণাদান প্রভৃতি কয়েক বিবাদ পদ, যাহা বর্ত্তমান দেওয়ানি বিধির অন্তর্গত তাহাতেই রাজার স্বয়ং বিবাদ উত্থাপন করা নিষিদ্ধ, পরন্তু বর্ত্তমান বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী বিধির বিষয়ের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও বিশেষ বিশেষ স্থলে আবেদন ব্যতীতও রাজা স্বয়ং ব্যবহার উত্থাপন করিতে পারিতেন। যেমন পঞ্চাশৎ প্রকার **ছল** দশপ্রকার **অপরাধ** এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত কতিপয় রাজার স্বয়ং জ্ঞাতব্য **অপরাধ** এ সকল বিষয়ে আবেদন না করিলেও রাজা স্বয়ং এগুলি গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও রাজাদিগের গুপ্তচর ছিল, সেই গুপ্তচরের মধ্যে যাহারা রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত না হইয়া রাজাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত তাহাদিগকে **স্তোভক** বলিত, এবং পরদোষ দর্শনের জন্য রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরের নাম ছিল **"সূচক"**। সূচক বর্ত্তমান সময়ের পুলিশ শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই স্তোভক ও সূচক নামক গুপ্তচরের নিকট হইতে রাজা জানিয়াও পূর্ব্বোক্ত ছল ও অপরাধাদি বিষয়ে স্বয়ং বিবাদ উত্থাপন করিতে

---

(১) অন্যদুক্তং লিখেদন্যৎ যোঽর্থি প্রত্যর্থিনাংবচঃ।
চৌরবৎত্রাসয়েদ্রাজা লেখকং দ্রাগতন্দ্রিতঃ॥ শুক্রনীতি, ৪।৫।৬৩।

পারিতেন। (১) উক্ত ছল প্রভৃতি তাবৎ অপরাধই বর্ত্তমান ফৌজদারী অপরাধের অন্তর্গত।

রাজার নিকট অভিযোগ উভয়রূপে হইতে পারিত, আশঙ্কা পূর্ব্বক ও যাথার্থ্যরূপে, অসজ্জনের সংসর্গাদিবশতঃ দোষী আশঙ্কা করিয়া অভিযোগ করার নাম "শঙ্কাভিযোগ," এবং চোরিত দ্রব্যের সহিত চোর ধরিয়া অভিযোগ করাকে "তত্ত্বাভিযোগ" বলে। এই তত্ত্বাভিযোগ নিষেধাত্মক ও বিধ্যাত্মক ভেদে দ্বিবিধ, যেমন "আমার নিকট হইতে স্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণ করিতেছেনা" ইহা নিষেধাত্মক তত্ত্বাভিযোগ এবং "এই ব্যক্তি আমার ভূমি হরণ করিতেছে" ইহা বিধাত্মক তত্ত্বাভিযোগ। এইরূপ অভিযোগই প্রাচীনভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিতে ব্যবহার প্রকরণে বিবাদপদরূপে কথিত হইয়াছে এবং নারদাদি নানা স্মৃতিতে উহা শাখা প্রশাখায় নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন দ্বিপ্রহর কাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ব্যবহার দর্শন হইয়া থাকে প্রাচীন ভারতে সে নিয়ম ছিল না তখন দিবসের প্রথম চারিদণ্ড কাল পরিত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহর কালপর্য্যন্ত ব্যবহার দর্শনের কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। (২) সেই সময়ে রাজা বা প্রাড়বিবাক যিনি ব্যবহার পরিদর্শন করিতেন তিনি আবৃতদেহ ও নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক লোকপাল দেবোদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক কার্য্যদর্শন আরম্ভ করিতেন। অযথা কার্য্যদর্শনে অপরাধী, সাক্ষী, সভ্য

(১) "পথিভঙ্গী পরাক্ষেপী প্রাকোরোপরিলজ্বকঃ"
ইত্যাদি শুক্রনীতিসার ৪র্থ, অঃ ৫ম প্রঃ ৭৩ হইতে ৮৮ শ্লোক।

(২) দিবসস্যাষ্টমং ভাগং মুক্ত্বা ভাগত্রয়ন্তু যৎ।
স কালো ব্যবহারাণাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃ স্মৃতঃ॥ কাত্যায়ন।

ও রাজা, সকলেই অংশতঃ অধর্ম্মভাগী হইতেন। অপক্ষপাতে ও ন্যায়ানুগত বিচার সিদ্ধ হইলে একমাত্র অপরাধীই পাপী হইতেন অন্য সকলে নিষ্পাপ হইতেন, এ নীতি বর্ত্তমান বিচার পদ্ধতিতেও অনুগত ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে, কারণ ন্যায় সঙ্গত বিচারই সমস্ত ধর্ম্মাধিকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র ইহার পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হইলে অর্থ শাস্ত্রোক্ত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অর্থই গ্রহণীয়, (১) দৃষ্টান্তস্থলে শাস্ত্রকারগণ বলেন, যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণে পাওয়া যায় অনাগম অর্থাৎ সাক্ষী বা লেখ্যাদি প্রমাণ ব্যতিরেকে বা অন্যায় পূর্ব্বক যদি কোন বিষয় তিন পুরুষ ভোগ করা যায়, তবে তাহা পূর্ব্বস্বামী আর পাইতে পারেন না, অপরদিকে অর্থশাস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় ঐরূপভাবে বহুশত বৎসর কোন পরের বিষয় ভোগ করিলে রাজা তাহাকে চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, (২) এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্মশাস্ত্র, অন্যায় পূর্ব্বক ভোগ কারীর স্বত্ব অবধারিত করিয়া দিতেছে পরন্তু অর্থশাস্ত্র তাহার দণ্ড বিধান দিতেছে এরূপ উভয়শাস্ত্রের বিরোধে অর্থশাস্ত্রকে তিনপুরুষ ভোগের ভিন্নস্থলে স্থান দিয়া সঙ্কুচিত করিতে হইবে।

কাজেই অর্থশাস্ত্রের স্থানান্তরে অবকাশ দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রই সেস্থলে প্রবল, ইহা স্বীকার্য্য। তবে এই দৃষ্টান্ত সমীচীন বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন

(১) স্মৃত্যর্থেন বিরোধে হি অর্থ শাস্ত্রস্য বাধনং।
পরস্পর বিরোধেতু ন্যায়যুক্তং প্রমাণবৎ॥ ভবিষ্য পুরাণ।

(২) অনাগমন্তু যদ্ভুক্তং পিত্রাপূর্ব্বতরৈস্ত্রিভিঃ।
নতচ্ছক্যমপাকর্ত্তুং ক্রমাত্রিপুরুষাগতং॥
অনাগমন্তু যো ভুঙ্ক্তে বহুন্যব্দশতান্যপি।
চৌরদণ্ডেন তং পাপং দণ্ডয়েৎ পৃথিবীপতিঃ॥ মলমাসতত্ত্ব ধৃত।

না, কারণ এস্থলে সামান্য বিশেষভাব অঙ্গীকার করিয়াও উপপত্তি করিতে পারা যায়, বিশেষ শাস্ত্রের ব্যতিরিক্ত স্থলে সামান্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয় ইহা স্বীকৃত আছে সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ, ও অর্থশাস্ত্র সামান্য, সুতরাং বিশেষ শাস্ত্রের ইতরস্থলে অর্থাৎ ত্রৈপুরুষিক ভোগের ভিন্নস্থলে সামান্যশাস্ত্র অর্থাৎ দণ্ডবিধায়ক-অর্থশাস্ত্রের বিষয় দেওয়া যাইতে পারে, কাজেই কোন বিপ্রতিপত্তি নাই, ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানেশ্বর দিয়াছেন এইরূপ যথা, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে একের জয় অবধারিত হইলে ধর্ম্মলাভ হয়, এবং অপরের জয় অবধারিত হইলে মিত্র লাভ ঘটে, অর্থশাস্ত্র বলেন "সুবর্ণ বা ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্রলাভ বাঞ্ছনীয় অতএব মিত্রপ্রাপ্তিতে যত্ন করিবে ইহা সুধীগণের অভিমত," (১) অপর দিকে বলিয়াছেন ক্রোধলোভ বিবর্জ্জিত হইয়া বিচারাসনে উপবেশন করিবেন। (২) এইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধস্থলে অর্থশাস্ত্রের মত পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ কর্ত্তব্য, অর্থাৎ অর্থ শাস্ত্রোক্ত মিত্র লাভের লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মলাভই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত ত্রৈপুরুষিক ভোগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রপিতামহের পর পিতামহ, তাঁহার পর পিতা, পিতার পর পুত্র, এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকারীর অভাবে পর পর অধিকারী ক্রমে তিন পুরুষ ভোগ করিলে তাহাকে ত্রৈপুরুষিক ভোগ বলে, এই ভোগ কোন কোন মতে শতাধিক বর্ষ হইলে ত্রৈপুরুষিক ভোগ বলিয়া গৃহীত হইত, কারণ তিন পুরুষ জীবিত থাকিলে এবং এক বৎসরের মধ্যে উক্ত

(১) হিরণ্যভূমিলাভেভ্যো মিত্রলব্ধির্বরাযতঃ।
অতোযতেত তৎপ্রাপ্তৌ——যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১। মিতাক্ষরা।

(২) ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধ লোভ বিবর্জ্জিতঃ॥ যাজ্ঞবাক্য ২।১।

তিন পুরুষের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয়বর্ষেও ত্রৈপুরুষিক ভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে, এজন্য শতাধিক বর্ষ ভোগ কাল হইলে তাহাকেই ত্রৈপুরুষিক ভোগ বলা যাইতে পারে, এবং উক্ত কালের মধ্যে তিনপুরুষ অতীত হইলেই তাহাকে ত্রৈপুরুষিক ভোগ কহে। পরন্তু জীমূতবাহন এ সিদ্ধান্ত করেন নাই তিনি প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন কুড়ি বৎসর করিয়া এক এক পুরুষের ভোগ, এইরূপে ষষ্টি বর্ষ ব্যাপী তিন পুরুষের ভোগ হইলেই তাহা ত্রৈপুরুষিক ভোগ। তবে ঐ ভোগ কিরূপভাবে হইলে প্রকৃত ভোগ নিশ্ছিদ্র হইবে তাহা এস্থলে নির্ণীত হইল না। তবে স্ত্রীধন বা রাজার ধন বা জ্ঞাতির ধন ইহা বহুকাল ভোগ করিলেও তাহাতে স্বত্ব হয় না, বহুশতবর্ষ ভোগের পরও তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড বিধায়ক অর্থ শাস্ত্র, তত্ত্বদ্ধন বিষয়ক বলিয়াও অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ ঘটিলে অর্থশাস্ত্রোক্ত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত অর্থ গ্রহণ করিবে। এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ হইলে যাদৃশ লোকব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হইবে, তাদৃশ লোকব্যবহার আদরণীয়, এই জন্যই উক্ত আছে কেবল শাস্ত্র আশ্রয় পূর্ব্বক সন্দিগ্ধ অর্থের নির্ণয় করিবে না কারণ, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি ঘটে।(১)

যাহার কার্য্য অধিক বা পীড়া অধিক এবং প্রথমে যে রাজা বা প্রাড়্‌বিবাকের নিকট আসিয়া নিবেদন করিবে ব্যবহার স্থলে তাহাকে অর্থী বা বাদী বলে, হিন্দুশাস্ত্র বলেন বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে যদি যুগপৎ

(১) ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধেতু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।
ব্যবহারোহি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে ॥ নারদস্মৃতি ৪০ শ্লোক ১ম অঃ—
কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ বৃহস্পতি ব্যবহারতত্ত্ব ধৃত।

আমি অগ্রে আমি অগ্রে এইরূপ অহংপূর্ব্বিকা গ্রহণে উপস্থিত হয় সে স্থলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ক্রমে বাদ গ্রহণ করিবে, কেননা বর্ণগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপরে হিন্দুজাতির সমস্ত কর্ম্মই বিবেচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন প্রতিনিধি (উকীল) দ্বারা বিবাদ করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন ভারতেও এ রীতি সম্যক্ ছিল। বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিনিধি বিচারে জয়ী বা পরাজয়ী হইলে সেই জয় পরাজয় বাদস্বামীই প্রাপ্ত হইবেন যেমন ঋত্বিক্ কৃত যজ্ঞের ফল যজমান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (১) কিন্তু নরহত্যা, চৌর্য্য, পরস্ত্রীহরণ, অভক্ষ্যভক্ষণ, কন্যাহরণ কন্যাদূষণ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, সর্ব্ববিধ জালকরণ, রাজদ্রোহ, এ সকল বিবাদে প্রতিনিধি দেওয়ার বিধান হিন্দুশাস্ত্রে ছিল না, এ সমস্ত ক্ষেত্রে কর্ত্তা স্বয়ংই বিবাদ করিবেন।

তবে বাদী বা প্রতিবাদী যদি কুলস্ত্রী, নাবালক, উন্মত্ত, মূর্খ বা পীড়িত হয় তবে তাহারাও সর্ব্ববিধ বিবাদেই প্রতিনিধি দিতে পারিতেন। এবং তাহাদের প্রতিনিধি, পিতা ভ্রাতা বা পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ বা অসম্পর্কিত নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিও হইতে পারিত, কিন্তু পিত্রাদি আত্মীয়বর্গ নয় বা বাদী প্রতিবাদী কর্তৃক নিযুক্তও নয় এরূপ কেহ যদি বিবাদে উপস্থিত হইয়া পক্ষ বিষয়ক কিছু বলেন তবে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন (২) এ নীতি বর্ত্তমান আইনেও আছে, তবে দণ্ডনীয় না হইয়া তাহার বাক্য

(১) অর্থিনা সংনিযুক্তো বা প্রত্যর্থি প্রহিতোঽপবা।
যো যস্যার্থে বিবদতে তয়ো র্জয় পরাজয়ৌ॥ নারদস্মৃতি ২তীয় অঃ ২২ শ্লোক।
ঋত্বিগ্‌ বাদে নিযুক্তশ্চ সমৌসম্পরিকীর্ত্তিতৌ।
যজ্ঞে স্বাম্যাপ্নুয়াৎ পুণ্যং হানিং বাদেঽথবা জয়ং॥ ব্যবহারতত্ত্ব ধৃত বৃহস্পতি

(২) যো ন ভ্রাতা পিতা বাপি ন পুত্রো ন নিযোজিতঃ।
পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ স্যাৎ ব্যবহারেষু বিব্রুবন্॥ ব্যবহারতত্ত্বধৃত মনু

অগ্রাহ্য হইয়া থাকে প্রাচীন ভারতের ঐরূপ প্রতিনিধির পদ্ধতি অনেকটা আধুনিক ওকালতির পদ্ধতি বলা যাইতে পারে।

বিচারের বিষয় এক হইলে একজন বহুলোকের নামে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারিত, যেমন বহুলোকে যদি একজনের প্রতি অত্যাচার করে তবে সেই ব্যক্তি অত্যাচারী বহু ব্যক্তির নামে বিবাদ আনয়ন করিবে, কিন্তু বিচার্য্য বিষয় বিভিন্ন হইলে একজন এক উদ্যমে এক বিবরণে বহু ব্যক্তির নামে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারিত না, যেমন এক ব্যক্তি এক বিবরণ পত্রে বিভিন্ন বিষয়ক অপরাধ উল্লেখ পূর্ব্বক দুই বা ততোঽধিক ব্যক্তির উদ্দেশে বিবাদ আনয়ন করিতে পারিবে না। এ নীতি বর্ত্তমান আইনেও পাওয়া যায়।

ধর্ম্মাধিকরণে আবেদনকারী বিনীত বেশে আবেদয়িতব্য বিষয় আবেদন করিলে রাজা বা নিযুক্ত বিচারক, মুদ্রাঙ্কিত পত্র (শমন) বা কোন পুরুষ দ্বারা উদ্বেজক ব্যক্তিকে আহ্বান করিতেন। যেমন বর্ত্তমান কালে ওয়ারেণ্ট স্থলে পুলিশ স্বয়ং আসামীকে ধরিয়া আনে। উদ্বেজক (আসামী) বিবাহপ্রবৃত্ত, রোগার্ত্ত, যাগেচ্ছু, বিপদাপন্ন, অন্য কর্ত্তৃক অভিযুক্ত, রাজকার্য্যোদ্যত, গোচারণশীল, শস্যবপনকারী, শিল্পকার্য্য ব্যাকুল, যুদ্ধকার্য্যের জন্য অস্ত্রধারী, অপ্রাপ্ত ব্যবহার (নাবালক) দূত, দান, বা ব্রতব্যাপ্ত, বা উপদ্রুত দেশস্থ হইলে তৎকালে রাজা তাহাকে আহ্বান করিবেন না বা তৎকালে তাহাকে অবরোধ করিবেন না। এতদ্ভিন্ন আসামী যদি মাতাল বা পাগল অতিবৃদ্ধ বা অসহায়া যুবতী স্ত্রী বা নবপ্রসূতি হয় তাহাকেও রাজা আহ্বান করিবেন না, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার জ্ঞাতিবর্গ প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদীরূপে উপস্থিত হইবে। তবে স্ত্রীজাতি যদি স্বৈরিণী পতিতা বা বেশ্যা হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে আহ্বান করার বিধি ছিল, এবং কাল দেশ ও কার্য্যের গুরুলঘুতা

অনুসারে রোগার্ত্ত এবং বালকাদিকেও যানাদি প্রেরণা দ্বারা আহ্বান করিতে পারিবার ব্যবস্থা ছিল।

আসামী বাদীর বিবরণের উত্তর দানে অনিচ্ছুক বা বাদীর বাক্য অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে অবরোধ করিবে এই অবরোধ, ভারতীয় বিচার পদ্ধতিতে "আসেধ" নামে অভিহিত, আসেধ চতুর্ব্বিধ, স্থানাসেধ, কালাসেধ, প্রবাসাসেধ, ও কর্ম্মাসেধ। আসামীকে তাহার স্থান হইতে অন্যত্র গমন নিষেধ করা 'স্থানাসেধ'। এই সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত অবরোধ রাখার নাম "কালাসেধ"। কোন দূরদেশে রক্ষা করার নাম "প্রবাসাসেধ"। এবং এরূপ কর্ম্ম আর কখনও করিতে পারিবে না এরূপ অবরোধের নাম "কর্ম্মাসেধ"। (১) এইরূপ আসিদ্ধ ব্যক্তি আসেধ অতিক্রম করিলে দণ্ডার্হ হইবে, কিন্তু নদী সন্তরণ কালে দুর্গম স্থানে পতিত অবস্থায়, হঠাৎ দৈব উপপ্লবাদি উপস্থিত হইলে আসেধ অতিক্রম করিলে আসিদ্ধ ব্যক্তি অপরাধী হইবে না। এ সকল বিষয়ের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আইনে আসামীর নিকট জামিন লইয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন বিবরণ পত্র প্রতিনিধি (উকীল) দ্বারা লিখাইয়া ধর্ম্মাধিকরণে রাজার নিকট প্রেরিত হয় প্রাচীন ভারতে ঠিক এরূপ নিয়ম দেখা যায় না, ভারতীয় অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় বাদী নিজের বক্তব্য প্রথমে রাজার বা বিচারকের নিকট প্রকাশ করিবেন পরে প্রতিবাদীকে আহ্বান করিয়া তাহার সমক্ষে বাদী পূর্ব্ব প্রকাশিত বক্তব্য বিষয় কোন-রূপ পরিবর্ত্তনাদি না করিয়া মাস, বৎসর, মাসার্দ্ধ, দিবস, নাম, জাতি, পিত্রাদির নাম প্রভৃতি চিহ্নিত করিয়া রাজা বা বিচারকের নিকট লিখাইবেন ইহাকে বিবরণ পত্র (আর্জ্জি) বলে, অর্থশাস্ত্রে ইহার নাম

(১) নারদস্মৃতি ১ম অঃ ৪৭ হইতে ৫৪ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য

"ভাষা" ভাষার অবান্তর নাম "প্রতিজ্ঞা" বা "পক্ষ"। বর্ত্তমান আইনে দেখা যায় ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর স্বয়ং বিচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবরণ লিখাইবার নিয়ম আছে, ভারতীয় অর্থশাস্ত্রে সাধারণতঃ সর্ব্ববিধ বিবাদেই রাজার নিকট বাদী প্রথমে বিবাদাহ´ বিষয় প্রকাশ করিয়া পরে তাঁহার সমক্ষেই বিবরণ পত্র বা ভাষা প্রস্তুত করাইবার নিয়ম ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেমন গুরুতর অপরাধে বিবরণ পত্রের অভাবেও পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া আসামীকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেও স্তেয় সাহসাদি অপরাধ স্থলে বাদীকৃত আবেদন বিনাও রাজা, স্তোভক বা সূচকাদি দ্বারা অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া বিচার পূর্ব্বক অপরাধীকে দণ্ড দিতেন। অতএব দেখা যায় বর্ত্তমান কালের ন্যায় রাজাও স্থল বিশেষে ফরিয়াদী হইতেন। (১) স্তোভক অর্থাৎ রাজা কর্ত্তৃক অনিযুক্ত পুরুষ যিনি রাজা বা রাজানিযুক্ত পুরুষের (পুলিশাদির) নিকট অপরাধ বিষয়ক প্রথম আবেদনকারী, তাহাকে বর্ত্তমান কালে ফৌজদারী বিবাদ স্থলে (First-Informer) বলে (২)। এই বিবরণ পত্র বা ভাষা, সার্থক, ধর্ম্মসঙ্গত, পরিপূর্ণ, অব্যাকুল, প্রকৃত অর্থের অনুগামী, প্রসিদ্ধ, আবরুদ্ধ, নিশ্চিত, প্রমাণযোগ্য, অথচ সংক্ষিপ্ত, দেশ ও কালের অবিরুদ্ধ, বৎসর মাস দিবসাদি সময় সংযুক্ত ও বাদী প্রতিবাদীর নামসংযুক্ত প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক, ইহা না হইলে তাহাকে পক্ষ বলা যায় না কিন্তু পক্ষাভাস বলে। পক্ষাভাস অবলম্বনে বিচার প্রার্থী হইলে বাদী পরাজিত

(১) প্রমাণ এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় ২ চিহ্নিত ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

(২) শাস্ত্রেণানিন্দিতস্ত্বর্থী নাপিরাজ্ঞাপ্রচোদিতঃ।
আবেদয়তি যৎপূর্ব্বং স্তোভকঃসউদাহৃতঃ॥ শুক্রনীতি ৪।৫।৭১

হয়েন। রাজা কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত বা পৌর বিরোধী অথবা রাষ্ট্র বা প্রকৃতি বর্গের বিরোধী অথবা পুর গ্রাম মহাজন বর্গের যিনি বিরোধী তাদৃশ পুরুষের ব্যবহার গ্রাহ্য নয়, এতদ্ব্যতীত সুরাপানে মত্ত, উন্মাদরোগগ্রস্ত, অন্যবিধ ব্যাধিগ্রস্ত, ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্ট-প্রাপ্তি জন্য দুঃখী, উনষোড়শ বর্ষীয় (নাবালক) অরাতিভীত, অনিযুক্ত বা সম্বন্ধহীনব্যক্তিকৃত ব্যবহার অগ্রাহ্য। এইরূপ গুরুশিষ্যের পিতাপুত্রের স্বামীস্ত্রীর প্রভু-ভৃত্যের পরস্পর বিরোধ শাস্ত্র বহির্ভূত অর্থাৎ আত্যন্তিক না হইলে তাহাদের ব্যবহার অগ্রাহ্য। আত্যন্তিক হইলে তাহাদের মধ্যেও ব্যবহার প্রচলিত হইবে। যেমন শিষ্য অবাধ্য হইলে গুরু রজ্জু বা বেণু খণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে পারেন পরন্তু মস্তকে আঘাত করিতে পারেন না অবৈধ আঘাতে শিষ্য গুরুর বিরুদ্ধে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারেন, এইরূপ পিতাপুত্রস্থলে পিতা যদি পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট করিয়া যান তবে মিতাক্ষরা মতে পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতাপুত্রের স্বত্ব সমান থাকায় পুত্র, পিতার বিরুদ্ধে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারেন। এইরূপ অন্যান্যস্থলেও হইবে। দণ্ডনীতির ১৭ নম্বর সাধারণ নীতি স্থলেও ইহা উক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ব্যবহার, যদি অনেক বিষয়ের সহিত মিশ্রিত হয়, তাদৃশ ব্যবহার অসিদ্ধ, অর্থাৎ একজন অপরের নামে এই বলিয়া ব্যবহার আনিতেছে যে অমুক আমার নিকট হইতে এত সুদে টাকা ঋণ লইয়াছে দিতেছে না, এবং উহার নিকট আমি সুবর্ণ, নিঃক্ষেপ (গচ্ছিত) রাখিয়াছি দেয় না, এবং ঐ ব্যক্তি আমার ভূমি অপহরণ করিতেছে, এইরূপ বহু বিষয় মিশ্রিত ব্যবহার অসিদ্ধ, পরন্তু সিদ্ধান্ত পক্ষে বলিয়াছেন, ঐরূপ স্থলে বাদীর ব্যবহার অসিদ্ধ বলা যায় না, তবে ঐরূপ ব্যবহারের প্রমাণ, বিভিন্ন হওয়ায় এককালে ঐরূপ ব্যবহার চলিবে না, ক্রমে ক্রমে প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐরূপ ব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারিবে।

বাদী, রাজা ও প্রতিবাদীর সম্মুখে প্রথমতঃ ভূমি বা কোন ফলকে খড়ি দ্বারা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পরে তাহা ন্যূনাধিক পদ পরিবর্ত্তনে সংশোধন করিয়া পরে পত্রে নিবেশিত করিবেন (১)। এই ভাষা সংশোধন উত্তর দর্শনের পূর্ব্বে হওয়া আবশ্যক, উত্তর দেওয়ার পর ভাষা শোধন নিষিদ্ধ (২)। পূর্ব্বপক্ষ সংশোধন হওয়ার পূর্ব্বেই যদি সভ্যগণ উত্তর দেওয়ার অবকাশ দেন এবং উত্তর দেওয়া হইয়া যায় সে স্থলে সভ্যগণ দণ্ডনীয় হইবেন এবং পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত প্রতিবাদী অভিযোগের উত্তর না দিয়া নিজের প্রতি প্রযুক্ত অভিযোগের বিরোধী অন্য অভিযোগ অর্থাৎ বিবাদান্তরের দ্বারা অভিযোক্তাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। পরন্তু বাক্‌পারুষ্য দণ্ডপারুষ্য বা সাহসাদিবিষয়ে অভিযুক্ত হইলে সে ব্যক্তি ঐরূপ বিবাদান্তর দ্বারা বাদীকে অভিযুক্ত করিতে পারিবেন। যেমন অভিযোক্তা কাহারও প্রতি দণ্ডপারুষ্য বিষয়ে অভিযোগ আনিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি, অগ্রে আমাকে আঘাত করিয়াছে বলিয়া অভিযোক্তাকে প্রত্যভিযুক্ত করিতে পারেন (৩)। অভিযুক্ত ও অভিযোক্তা এই উভয়ের মধ্যে অভিযোক্তা অভিযোগ করিতে গিয়া সময় প্রার্থনা করিলে পাইতে পারেন না কেননা তিনি বহুদিন হইতে বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু

(১) পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোঽভিলেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রে বিশোধিতং॥ কাত্যায়ন।

(২) শোধয়েৎ পূর্ব্ববাদন্তু যাবন্নোত্তরদর্শনং।
অবষ্টব্ধস্যোত্তরেণ নিবৃত্তংশোধনং ভবেৎ॥ নারদস্মৃতি।

(৩) আক্রুষ্টস্তু যদাক্রোশংস্তাড়িতঃ প্রতিতাড়য়ন্।
হন্যাততায়িনঞ্চৈব নাপরাধী ভবেন্নরঃ॥ বৃহস্পতি।

অভিযুক্ত অর্থাৎ প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলে উত্তর দান বিষয়ে তিন দিন বা সপ্তাহ পর্য্যন্ত কাল পাইতে পারেন। তবে নরহত্যা, চৌর্য্য, পারুষ্য, স্ত্রীসংগ্রহাদি ফৌজদারী বিবাদে উত্তর দানে সময় পাইবে না (১)। কিন্তু অভিযোক্তা যদি মূর্খ হয় এবং সে জন্য যদি বলিতে উৎসাহী না হয় তবে তাহাকেও সময় দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সময় দিবার ব্যবস্থা কার্য্যের অবস্থার উপরে নির্ভর করিত। এই সমস্ত নীতির সহিত বর্ত্তমান বিচার নীতির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এবং প্রাচীন ভারতীয় বিচার পদ্ধতিতে আরও নীতি ছিল এই যে, একজন ব্যক্তি বিবাদে অভিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তি যাবৎ সেই বিবাদ হইতে নিস্তীর্ণ না হয় তাবৎ তাহাকে সেই অভিযোগের অন্তর্গত ভাবে অন্য অভিযোগে অভিযুক্ত করিবে না, কিন্তু পৃথক্‌ভাবে অভিযুক্ত করিতে পারিত, এবং আবেদন সময়ে অভিযোক্তা একপ্রকার বলিয়া ভাষা লেখন কালে অন্যবিধ বলিবার নিয়ম ছিল না, বলিলে তিনি হীনবাদী বলিয়া দণ্ডনীয় হইতেন (২)। ঋণাদানাদি দেওয়ানি মোকদ্দমায় হীনবাদী কেবল মাত্র দণ্ডনীয়, পরন্তু সে প্রকৃত অর্থ হইতে হীন হইত না অর্থাৎ মোকদ্দমায় সে পরাজিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইত না, কিন্তু বাক্‌পারুষ্যাদি ফৌজদারী মোকদ্দমায় আবেদন কালে একরূপ বলিয়া ভাষা লেখন কালে অন্যরূপ বলিলে সে দণ্ডনীয় ও পরাজিত হইত, যেমন আবেদন কালে কোন ব্যক্তি অমুক আমার

---

(১) সাহসস্তেয়পারুষ্য গোঽভিশাপাত্যয়েস্ত্রিয়াং।
বিবাদয়েৎসদ্যএব কালো ঽন্যত্রেচ্ছয়াকৃতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবঃ ১২ শ্লোক

(২) অভিযোগমনিস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ।
অভিযুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতিং নয়েৎ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৯ শ্লোক।
পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোঽন্যমালম্বতে পুনঃ।
বাদসংক্রামণাজ্‌জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ॥ নারদস্মৃতি, ২।২৪

মস্তকে পাদদ্বারা আঘাত করিয়াছে এরূপ আবেদন করিয়া ভাষালেখন-কালে যদি বলে হস্ত বা পাদ দ্বারা আঘাত করিয়াছে তবে সেই অভিযোক্তা কেবল দণ্ডনীয় নয় কিন্তু পরাজিতও হইত। এই নীতি বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়।

বর্ত্তমান বিচারপদ্ধতি যেমন বিবরণ, উত্তর, প্রমাণ, ও নির্ণয়রূপ চতুর্ভাগে বিভক্ত, প্রাচীন ভারতীয় ব্যবহারও তদ্রূপ চতুষ্পাদ। বিবরণ পত্রকে ভাষাপাদ, উত্তরকে উত্তরপাদ, প্রমাণকে ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়কে নির্ণয়পাদ বলে, তবে যে যে স্থলে প্রমাণ প্রয়োজন হয় না, সে স্থলে ব্যবহার দ্বিপাদ হইবে, যেমন অমুক আমার নিকট শতমুদ্রা ঋণ করিয়াছে; এরূপ অভিযোগ করিলে প্রতিবাদী যদি ঐ ঋণ স্বীকার করে সেরূপ স্থলে ব্যবহার, ভাষা ও উত্তরে পর্য্যবসিত হয়, এই কারণে সেস্থলে ব্যবহার দ্বিপাদ। যদ্যপি সে স্থলেও নির্ণয়পাদ স্বীকার করা উচিত, তথাপি প্রতিবাদী ভাষার অর্থ স্বীকার করায় নির্ণয় প্রমাণবোধ্য না হওয়ায় ব্যবহার সে স্থলে দ্বিপাদ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বিবরণ পত্র যেমন প্রতিবাদী ও প্রাড়্‌বিবাকের সম্মুখে প্রস্তুত হওয়া নিয়ম ছিল, উত্তরও তদ্রূপ বাদীর সম্মুখে প্রস্তুত হওয়ার নিয়ম ছিল। উত্তর কিরূপ হইলে তাহা প্রকৃত উত্তর বলিয়া গণ্য, তাহা বলিয়াছেন এইরূপ যথা, উত্তর যদি পূর্ব্বপক্ষ ব্যাপী, সার, সন্দেহবর্জ্জিত, পূর্ব্বাপর অবিরুদ্ধ, ও সরল হয়, তবেই তাহা প্রকৃত উত্তর, অন্যথা উত্তরাভাস বলিয়া পরিগণিত। উত্তর চতুর্ব্বিধ যথা, সম্প্রতিপত্তি, মিথ্যা, প্রত্যবস্কন্দন, ও পূর্ব্বন্যায়। সত্য উত্তরের নাম সম্প্রতিপত্তি যেমন অমুক আমার নিকট শতমুদ্রা ঋণী, এরূপ পূর্ব্বপক্ষে প্রতিবাদী যদি ঋণী বলিয়া ঋণ স্বীকার করে,

তবে সম্প্রতিপত্তি বা সত্য উত্তর, ঋণী নহি বলিয়া ঋণ অস্বীকার করার নাম মিথ্যোত্তর। ঋণ করিয়াছিলাম কিন্তু পরিশোধ করিয়াছি এরূপ উত্তরকে প্রত্যবস্কন্দন বা কারণোত্তর বলে। এবং এইরূপ বিবাদে পূর্ব্বে একবার আমার নিকট পরাজিত হইয়াছে এরূপ উত্তরকে পূর্ব্বন্যায়োত্তর বলে। (১) মিথ্যোত্তরও চতুর্ব্বিধ। (২) অর্থাৎ শাব্দ ও আর্থ ভেদে মিথ্যোত্তর চতুর্ব্বিধ, যেমন অমুক ব্যক্তি আমার নিকট হইতে শত সুবর্ণ ঋণ করিয়াছে এরূপ অভিযোগে প্রতিবাদী যদি বলে "ইহা মিথ্যা" তবে তাহা শাব্দ মিথ্যোত্তর অর্থাৎ শব্দদ্বারা মিথ্যা উত্তর দত্ত হইল, এবং ঐরূপ অভিযোগে প্রতিবাদী যদি "জানিনা" বলিয়া উত্তর দেয় তবে তাহা আর্থ, অর্থাৎ অর্থতঃ মিথ্যা উত্তর দত্ত হইল, এবং দেশ বিশেষ বা কাল বিশেষ উল্লেখ পূর্ব্বক অভিযোগ করিলে, প্রতিবাদী যদি আমি সে দেশে ছিলাম না বা সে সময়ে আমার জন্ম হয় নাই, এইরূপ উত্তর দেয় তবে তাহাও আর্থ মিথ্যোত্তর বুঝিতে হইবে। এজন্য কেহ কেহ মিথ্যোত্তরকে দুইভাগে বিভক্ত করেন "সাক্ষাৎ ও সোপদেশ" প্রথম দ্বিবিধ মিথ্যোত্তর সাক্ষাৎ, ও দেশ বা কাল বিশেষ গর্ভ মিথ্যোত্তর সোপদেশ মিথ্যোত্তর।

এই উত্তরপাদ অবলম্বনে ভারতীয় অর্থশাস্ত্র অনেক বিচার করিয়াছেন, তন্মতে উত্তর যদি এক হয় তবে তাহা অসঙ্কীর্ণ উত্তর, এবং অসঙ্কীর্ণ উত্তরই প্রধানতঃ গ্রাহ্য ও শাস্ত্রদিষ্ট, কারণ শাস্ত্রকারগণ দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উত্তর লেখ্য বলিয়া নির্দ্দেশ

(১) সত্যং মিথ্যোত্তরঞ্চৈব প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
পূর্ব্বন্যায় বিধিশ্চৈবমুত্তরংস্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥ কাত্যায়ন

(২) মিথ্যৈতন্নাভিজানামি তদা তত্র ন সন্নিধিঃ।
অজাতশ্চাস্মিতৎকালে ইতিমিথ্যাচতুর্ব্বিধং॥ কাত্যায়ন

করিয়াছেণ। (১) উত্তর শব্দের পর ঐ একবচন নির্দ্দেশ থাকায় এক বিবাদে নানা উত্তর হওয়া উচিত নয়, নানা উত্তর সঙ্কীর্ণ হইলে তাহা "অনুত্তর" বলিয়াছেন (২) তাৎপর্য্য এই, ব্যবহারে বাদী অথবা প্রতিবাদী অবস্থা বিশেষে প্রমাণ উপন্যাস করিবেন; তুমি শত সুবর্ণ ধার এই অভিযোগে "ধারিনা" এইরূপ মিথ্যোত্তরে প্রমাণের ভার বাদীর উপরে, এবং পরিশোধ করিয়াছি এইরূপ প্রত্যবস্কন্দনোত্তরে বা কারণোত্তরে প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপরে, পরন্তু প্রতিবাদী যদি সঙ্করোত্তর দেয় অর্থাৎ শতসুবর্ণ-মিথ্যা পঞ্চাশৎ ধারি, পঞ্চবিংশতি পরিশোধ করিয়াছি, এস্থলে শতাংশে মিথ্যোত্তর, পঞ্চাশৎ অংশে সত্যোত্তর, পঞ্চবিংশতি অংশে কারণোত্তর, এস্থলে অংশ বিশেষে প্রমাণের ভার উভয়ের উপরে হইবে। ইহা ব্যবহার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ, কিন্তু এরূপ বিরুদ্ধস্থলেও ক্রমে ক্রমে বাদী প্রতিবাদীর প্রমাণ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থার উপর বিচারক ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেন। সঙ্কীর্ণ উত্তরকে অনুত্তর বলিবার কারণ এই, এককালীন তাহাদের গ্রহণ করা যায় না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিলে অবশ্যই সঙ্কীর্ণোত্তর উত্তর বলিয়াই সিদ্ধ হইবে, এবং সঙ্কীর্ণ উত্তর স্থলে উত্তরের ক্রম, বাদী প্রতিবাদী ও সভ্যগণের ইচ্ছানুসারে গৃহীত হইবে। যে স্থলে উত্তরের সঙ্কর, সে স্থলে প্রভূতার্থবিষয়ক অর্থাৎ যে উত্তরের বিষয়ীভূত অর্থ অনেক তাহা অগ্রে গ্রহণীয়, অল্পার্থবিষয়ক উত্তর, অর্থাৎ যে উত্তরের বিষয়ীভূত অর্থ অল্প, তাহা পশ্চাৎ গ্রাহ্য, যেমন অমুক আমার নিকট শত সুবর্ণ, শত রৌপ্য, এবং কতিপয় বস্ত্র লইয়াছে এরূপ

(১) শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবঃ ৭ শ্লোক

২) পক্ষৈকদেশেযৎসত্যং একদেশেচ কারণং।
মিথ্যাচৈবৈকদেশেচ সঙ্করাত্তদনুত্তরং॥ কাত্যায়ন।

অভিযোগে, সুবর্ণ ও রূপক মিথ্যা, বস্ত্র লইয়াছিলাম দিয়াছি, এরূপ মিথ্যা ও কারণোত্তরের সঙ্করস্থলে সুবর্ণ ও রূপক প্রভৃত বিষয়, এজন্য বাদী তদ্বিষয়ে অগ্রে প্রমাণ দিবেন, বস্ত্রাংশে প্রমাণ প্রতিবাদী শেষে দিবেন। যে স্থলে মিথ্যা ও কারণোত্তর সম্পূর্ণ পক্ষব্যাপী সে স্থলে প্রতিবাদীর উপর প্রমাণের ভার, যেমন কেহ অভিযোগ করিতেছে, এই গাভি আমার, অমুক সময় হইতে দেখি নাই অদ্য ইহার গৃহে দেখিতেছি, প্রতিবাদী উত্তর দিল, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এই গাভি পূর্ব্বকাল হইতেই আমার ঘরে আছে এবং আমার গৃহেই জন্মিয়াছে, ইহাকে সকারণ মিথ্যোত্তর বলে। শুদ্ধ মিথ্যোত্তরে প্রমাণের ভার বাদীর উপর থাকিলেও এরূপ সকারণ মিথ্যোত্তরে প্রমাণ, প্রতিবাদীই দিবেন বাদী দিবেন না। অভিযুক্ত বিষয়ের অপহ্নব করাকে যে "মিথ্যোত্তর" বলে উহা একটি উত্তরের সংজ্ঞামাত্র, বাস্তবিক উহা মিথ্যা কথার ন্যায় মিথ্যোত্তর নয়। এইরূপ মিথ্যা ও প্রাঙ্‌ন্যায়োত্তরের সঙ্করস্থলেও প্রতিবাদীর উপর প্রমাণের ভার। যেমন "শত সুবর্ণ ধার" এরূপ অভিযোগে "ইহা মিথ্যা" এই অভিযোগে পূর্ব্বে একবার আমার কাছে পরাজিত হইয়াছে এরূপ মিথ্যা ও প্রাঙ্‌ন্যায় উত্তর দিলে প্রতিবাদীকেই প্রমাণ দিতে হইবে। (১) এইরূপ শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ উত্তরে কাহার উপর কিরূপ প্রমাণ ভার ন্যস্ত হইবে এ বিষয় লইয়া ভারতীয় শাস্ত্র বহু প্রমাণ উপন্যাস পূর্ব্বক বহু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এসকল নীতি বর্ত্তমান ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধিতেও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়।

উত্তর যদি সন্দিগ্ধ, প্রস্তুত বিষয়ের সহিত অসংলগ্ন, অত্যল্প বা অতি বহুল, এবং ভাষার একদেশমাত্র ব্যাপী হয় তাহা উত্তর হইবেনা।

(১) "প্রাঙ্‌ন্যায় কারণোক্তৌতু প্রত্যর্থী-নির্দ্দিশেৎক্রিয়াং" হারীতস্মৃতি।

পূর্ব্ব প্রদর্শিত সঙ্কীর্ণ উত্তরের অনুত্তরত্ব প্রমাণ কাত্যায়ন বচনের ব্যাখায় ব্যবহার তত্ত্ব বলিয়াছেন যথা, উত্তর যদি পক্ষের একই অংশে সত্য, কারণ ও মিথ্যা স্বরূপ হয়, তবে তাহা অনুত্তর, যেমন শতমুদ্রা ধারি, এবং পরিশোধ করিয়াছি, এবং ধারিনা এক শতমুদ্রার উপরে ত্রিবিধ উত্তর উত্তরই নয়।

ভাষা ও উত্তরের পর প্রমাণ দেওয়া রীতি যেমন বর্ত্তমান আইনে আছে, প্রাচীন ভারতেও সেই রীতি ছিল। উত্তরের পর যেরূপ অর্থটি অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে যাহা কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তিনি সেই অর্থ প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবেন। অর্থাৎ বাদীর অভিযোগে প্রতিবাদী ইহা মিথ্যা বলিয়া উত্তর দিলে বাদীকেই প্রমাণ দ্বারা স্বীয় অভিযোগ সমর্থন করিতে হইত, প্রাঙ্ন্যায় উত্তরে প্রতিবাদীর উপরে প্রমাণের ভার, কারণোত্তরেও প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর, তবে কারণোত্তর যদি প্রবল হয় তবেই প্রতিবাদী প্রমাণ দিবে, যেমন "তুমি আমার শত মুদ্রা ধার" এরূপ অভিযোগে প্রতিবাদী যদি জবাব দেয় "হাঁ ধার করিয়াছিলাম কিন্তু পরিশোধ করিয়াছি" এরূপস্থলে প্রতিবাদী প্রমাণ দিবেন। কিন্তু কারণোত্তর যদি তুল্যবল হয়, তখন বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই প্রমাণ দিতে হইবে। তবে অগ্রে বাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়, তাঁহার অসামর্থ্যে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়, যেমন একজন অভিযোগ করিল "এভূমি আমার যে হেতু ইহা আমার ক্রমাগত সম্পত্তি অর্থাৎ পৈতৃক," প্রতিবাদীও ঠিক্ ঐ জবাব দিল, তখন অগ্রে বাদীর প্রমাণ, তাহার অসামর্থ্যে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রাহ্য (১)। বিজ্ঞানেশ্বরের মতে উভয় পক্ষে সাক্ষী থাকিলে যিনি পূর্ব্ববাদী অর্থাৎ যিনি দাবীকৃত

(১) সাক্ষিষুভয়তঃ সৎসু সাক্ষিণঃ পূর্ব্ববাদিনঃ।
পূর্ব্বপক্ষেঽধরীভূতে ভবন্ত্যুত্তরবাদিনঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যঃ, ১৭ শ্লোক।

সম্পত্তিকে পূর্ব্বে প্রতিগ্রহ বা ভোগ করিয়াছেন তাঁহার সাক্ষী অগ্রে গ্রাহ্য, তবেই পূর্ব্ববাদী শব্দের অর্থ এস্থলে অভিযোক্তা নহে, এবং অন্যতর অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যে কেহ যদি এরূপ বলে যে, হাঁ অমুক ঐ সম্পত্তি পূর্ব্বে প্রতিগ্রহ বা ভোগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রাজা ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া আমাকে দান বা বিক্রয় করিয়াছেন তখন পূর্ব্বপক্ষ পরাস্ত হওয়ায় পর-বাদীরই প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে। এবং কারণোত্তর যদি দুর্ব্বল হয় তাহাতে পূর্ব্বে বাদীর, তদসামর্থ্যে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়, যেমন বাদী অভি-যোগ করিল এই সম্পত্তি আমার, যে হেতু ইহা আমার ক্রমাগত, প্রতিবাদী জবাব দিল ইহা আমার যে হেতু ইহা আমি দশবৎসর ভোগ করিতেছি, এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর কারণোত্তর দুর্ব্বল বিধায় প্রথমে বাদীর প্রমাণ, বাদী প্রমাণ দিতে অশক্ত হইলে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়।

বর্ত্তমান দেওয়ানি বিচার পদ্ধতিতে দেখা যায়, কোন ব্যক্তির দাবীকৃত সম্পত্তি প্রতিবাদী অস্বীকার করিলে বাদী যদি তাহা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিতে পারেন তবে রাজা প্রতিবাদীর নিকট হইতে তাহা বাদীকে দেওয়াইবেন মাত্র, পরন্তু তাহাতে প্রতিবাদীর রাজদণ্ড নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ফৌজদারী বিধিতেতো বটেই, দেওয়ানি বিচার পদ্ধতিতেও দেখা যায়, দাবীকৃত সম্পত্তির অপহ্নবে প্রতিবাদী, প্রমাণ দ্বারা বাদী কর্ত্তৃক দাবীকৃত বিষয়ে সমর্থিত হইলে তাহাকে বাদীর দাবীকৃত সম্পত্তি ছাড়া তত্তুল্য দণ্ডও রাজাকে দিতে হইত। এবং বাদীর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হইলে বাদীকে নিজের দাবীকৃত সম্পত্তির দ্বিগুণ দণ্ড রাজাকে দিতে হইত। তবে সত্যোত্তরে কোন দণ্ড ছিল না। কোন কোন নিবন্ধকার বলেন এই নীতি সর্ব্ববিধ বিবাদ পদেতেই

অনুসৃত হইবে। প্রাঙ ন্যায় ও কারণোত্তরেও এ নীতি অনুসরণীয়। প্রাচীন ভারতে অনেক ক্ষেত্রে পণরক্ষাপূর্ব্বক ব্যবহার প্রচলিত ছিল; ইদানীন্তনকালে এ রীতি দেখা যায় না। সপণ ব্যবহার ক্ষেত্রেও পরাজিত ব্যক্তি, পণ ও পূর্ব্বোক্ত দাবীকৃত সম্পত্তিতুল্য দণ্ড রাজাকে দিবেন ও দাবীকৃতসম্পত্তি বাদীকে দিবেন (১)।

সভ্য ও সভাপতি চেষ্টা করিবেন যেন ব্যবহার যাথার্থ্যের উপরে পরিগৃহীত হয়, এজন্য প্রথমতই সামাদি উপায় দ্বারা যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী সত্য কথা বলেন সেপক্ষে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে সাক্ষী নিরপেক্ষেও ব্যবহার নির্ণীত হইতে পারে এবং ইহাই মুখ্যকল্প, তাহাতে নিতান্ত অশক্ত হইলে সাক্ষ্যাদি প্রমাণ গ্রহণ করিবেন ইহা অনুকল্প, কেননা সাক্ষ্যাদি অনুসরণ করিয়াও কদাচিৎ ব্যবহারক্ষেত্রে বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপণ হয় না, ইহা বর্ত্তমান মোকদ্দমায় পদে পদে অনুভূত হইতেছে। এইরূপ যাথার্থ্যের অনুসরণে বিচার পদ্ধতি পরিচালনীয়। ভারতীয় বিচার রীতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোনস্থলে বাদী ভাষাপাদে অনেক বস্তু দাবী করিয়াছেন এবং প্রতিবাদী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে বাদী যদি দাবীকৃত বস্তু সমূহের অংশ বিশেষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদীকে স্বীকার করাইতে পারেন, তাহা হইলে বাদীর তাবৎ দাবীকৃত বস্তুই রাজা বা প্রাড়্বিবাক প্রতিবাদীকে দেওয়াইবেন, পরন্তু প্রতিবাদীর উত্তর দানের পর বাদী যদি বলেন যে, আমি ভাষা প্রস্তুত কালে অমুক বিষয়টি বিস্মৃত হওয়ায় লিখি

---

(১) নিহ্নবে ভাবিতো দদ্যাৎ ধনং রাজ্ঞেচ তৎসমং।
মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাদ্ধনং বহেৎ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।২১
সপণশ্চেদ্বিবাদঃ স্যাৎ তত্রহীনং তু দাপয়েৎ।
দণ্ডঞ্চ সপণঞ্চৈব ধনিনে ধন মেবচ॥ যাজ্ঞবল্ক্য। ২।১৮

নাই, তবে তাহা বাদী পাইতে পারিবেন না। তবে এই নিয়ম, পিত্রাদিকৃত ঋণাদি বিষয়ে পুত্রাদির উপরে চলিবে না, সে স্থলে যে অংশবিশেষ প্রমাণ সিদ্ধ হইবে পুত্রাদি সেই পর্য্যন্তই দিতে বাধ্য। যেমন উত্তমর্ণ পিতৃঋণ বিষয়ে পুত্রের উপরে অভিযোগ আনিলে পুত্র যদি জানিনা বলিয়া অস্বীকার করে, তবে সে স্থলে পুত্রের প্রকৃত অপহ্নব নয়, এজন্ম যে অংশমাত্র বাদী প্রমাণ সিদ্ধ করিতে পারিবেন তাহাই রাজা দেওয়াইবেন সম্পূর্ণ দাবীকৃত বস্তুজাত রাজা দেওয়াইবেন না। এইরূপ নীতির উপরে যদি কদাচিৎ প্রকৃতসত্যও অন্যথা হয় এবং প্রকৃত মিথ্যাও সত্য হয়, তাহা হইলেও সভ্য বা সভাপতির কোন দোষ ঘটিবে না। (১)

প্রতিভু (Bail and Surety)

সর্ব্ববিধ বিবাদেই বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষেই আবশ্যক বোধে প্রতিভূ (জামিন) গ্রহণের বিধি ছিল। বর্ত্তমান অনেকবিধ বিবাদেও জামিন লইবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ফৌজদারী বিবাদে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে ঋণাদান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রতিভূ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রতিভূ না পাইলে অর্থী ও

---

(১) নিহ্নুতে লিখিতং নৈকমেকদেশে বিভাবিতঃ।
দাপ্যঃ সর্ব্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহ্য স্তনিবেদিতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যব ২৩
"ন্যায়াধিগমে তর্কোঽভ্যুপায় স্তেনাভ্যুহ্য যথাস্থানং
গময়েৎ তস্মাৎ রাজাচার্য্যাবনিন্দ্যৌ। গৌতম ধর্ম্মসূত্র।
অনেকার্থাভিযোগেঽপি যাবৎ সংসাধয়েদ্ধনী।
সাক্ষিভিস্তাবদেবাসৌ লভতে সাধিতং ধনং॥ কাত্যায়ন স্মৃতি।

প্রত্যর্থীর রক্ষণে কোন পুরুষ নিযুক্ত হইত এবং সেই পুরুষের বেতন অর্থী ও প্রত্যর্থীর নিকট হইতে প্রতিদিন আদায় করা হইত। (১)

প্রতিভূ তিন প্রকার **দর্শনপ্রতিভূ, প্রত্যয়প্রতিভূ ও দানপ্রতিভূ,** "আমি ইহাকে দেখাইয়া দিব" এইরূপ প্রতিভূকে **দর্শনপ্রতিভূ** বলে; আমার বিশ্বাসে ইহাকে টাকা দিতে পার এ ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চনা করিবে না যে হেতু এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র ও অনেক সম্পত্তিশালী এরূপ প্রতিভূকে **প্রত্যয়প্রতিভূ** বলে, এবং যদি এই ব্যক্তি না দেয় তবে আমিই দিব, এইরূপ যে বলে তাহাকে **দানপ্রতিভূ** বলে। দর্শন ও প্রত্যয়ের প্রতিভূ হইলে ঘটনাচক্রে যদি দর্শন ও প্রত্যয়ের অন্যথা হয় তবে উক্ত দুই প্রতিভূই ধনিকের ঋণ বা অন্য যে কোনরূপ দাবী পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন। পরন্তু প্রতিভূ মৃত হইলে তাহার পুত্রাদি দাবীকৃত বিষয় দিতে বাধ্য হইবেন না, কিন্তু দান প্রতিভূ যদি মৃত হন তবে প্রতিভূর পুত্র পর্য্যন্ত (অর্থাৎ পৌত্রাদি নয়) ধনিকের ঋণাদি পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন, প্রতিভূর পুত্র ধনীর মূলধন মাত্র দিবেন সুদ দিবেন না। তবে যদি দর্শন প্রতিভূ বা প্রত্যয় প্রতিভূ ঋণীর নিকট হইতে বন্ধক লইয়া প্রতিভূ হন, তবে তিনি মরিয়া গেলে তাহার পুত্রগণ সেই বন্ধক হইতে ধনীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন।

ঋণাদি স্থলে একপ্রয়োগে যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জামিন হন তবে ঋণী ঋণ দিতে না পারিলে প্রত্যেক জামিনই অংশমত ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন, এবং প্রতিভূগণ যদি প্রত্যেকেই ঋণীর সমকক্ষরূপে প্রতিভূ হন, অর্থাৎ ঋণী না দিতে পারিলে আমরা

---

(১) অথচেৎ প্রতিভূর্নাস্তি কার্য্যযোগ্যস্তু বাদিনঃ।
স রক্ষিতো দিনস্যান্তে দদ্যাৎ ভৃত্যায় বেতনং॥ মিতাক্ষরাধৃত কাত্যায়ন

প্রত্যেকে ঋণীর স্থানীয় হইলাম এরূপ ভাবে প্রতিভূত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঋণের অপরিশোধে ধনী যে কোন প্রতিভূর নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায় করিতে পারিতেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিভূ হইতে পারিতেন না। তবে এইমত প্রাচীন ভারতে হিন্দুদিগের ছিল, বর্ত্তমান সময়ে দেওয়ানি বা ফৌজদারী বিবাদক্ষেত্রে সম্পত্তিশালী হইলেই তিনি প্রতিভূ (জামিন) হইতে পারেন, তাহাতে কোন বিশেষ নিয়ম অর্থাৎ অমুক হইতে পারিবে না এরূপ নিয়ম নাই। হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, শত্রু, অবরুদ্ধ, রাজদণ্ড প্রাপ্ত, রাজদণ্ড পাইবার জন্য পূর্ব্বে ধৃত, বিশেষ বন্ধু, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, রাজকার্য্যে নিযুক্ত, প্রব্রজ্যাশ্রমপ্রাপ্ত, প্রভু বা দাস, এবং ধনীকে ধন দান করিতে বা রাজাকে দণ্ডাদি দান করিতে যে অশক্ত এরূপ ব্যক্তি প্রতিভূ হইতে পারিত না। এবং জীবৎপিতৃক, ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত, বা অজ্ঞাত পুরুষও কোন স্থলে প্রতিভূ হইতে পারিত না। (১)

প্রমাণ

ভারতীয় বিচার পদ্ধতিতে দ্বিবিধ প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে মানুষ ও দৈব। প্রমাণকে ব্যবহার বিষয়ে ক্রিয়াপাদ বলে। সাক্ষী লেখ্য ও

(১) ন স্বামী নচ বৈ শত্রুঃ স্বামিনাধিকৃত স্তথা।
বিরুদ্ধো দণ্ডিতশ্চৈব সন্দিগ্ধশ্চৈব ন ক্বচিৎ॥
নৈব রিক্থী ন মিত্রং চ ন চৈবাত্যন্ত বাসিনঃ।
রাজকার্য্য নিযুক্তাশ্চ যে চ প্রব্রজিতা নরাঃ॥
ন শক্তো ধনিনে দাতুং দণ্ডং রাজ্ঞেচ তৎসমং॥
জীবন্ বাপি পিতা যস্য তথৈবেচ্ছা প্রবর্ত্তকঃ॥
নাবিজ্ঞাতো গ্রহীতব্যঃ প্রতিভূঃ স্বক্রিয়াং প্রতি॥—যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যব ৫৭ শ্লোক

ভোগ এই ত্রিবিধ মানুষ প্রমাণ বা মানুষক্রিয়াপাদ, এবং তুলা, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্যপ্রমাণ বা দিব্যক্রিয়াপাদ। বৃহস্পতি মতে দিব্যপ্রমাণ নয় প্রকার, পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার ও তণ্ডুল, তপ্তমাষ, কাল ও ধর্ম্মজ এই চারিপ্রকার এই সকল বিবরণের জন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দিব্যতত্ত্বনামক একখানি তত্ত্বগ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে এ সকল দিব্য প্রমাণ প্রচলিত নাই তবে অবস্থা বিশেষে কদাচিৎ গৃহীত হইয়া থাকে। উক্ত দিব্য ব্যতীত শপথও ভারতীয় বিচার প্রমাণে অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (১) তবে শপথ প্রমাণ স্বল্প বিষয়ে ও দিব্যপ্রমাণ গুরুতর অভিযোগে গৃহীত হইত।

সাক্ষী প্রমাণ

সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়ম ছিল এই যে, আসামী ও ফরিয়াদীর সম্মুখে সাক্ষ্য গৃহীত হইত, পরোক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, বিনা কারণে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলে রাজদণ্ডও শ্রুত ছিল। (২) সাক্ষী অন্যূন তিন জন হওয়া আবশ্যক, দেওয়ানি মোকদ্দমায় অর্থাৎ ঋণাদানাদি ব্যবহারে সাক্ষী, গৃহস্থ অর্থাৎ কৃতদার, এবং পুত্রবান্ ও তদ্দেশনিবাসী, ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণই হউক হইতে পারিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যাঁহারাই সত্যবাদী ও লোভ বর্জ্জিত তাঁহারাই সাক্ষী হইতে পারিতেন।

---

(১) সত্যেন শাপয়েদ্ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ॥
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্। মনু।
সত্যং বাহন শস্ত্রাণি গোবীজ কনকানি চ।
দেব ব্রাহ্মণ পাদাংশ্চ পুত্রদার শিরাংসিচ॥
ইত্যেতে শপথাঃ প্রোক্তাঃ স্বল্পেঽর্থে সুকরাঃ সদা॥
সাহসেষ্বভিযোগেষু দিব্যান্যাহুর্বিশোধনং। বৃহস্পতি।

(২) শুক্রনীতি ৪।৫।১৯৪, ১৯৫,

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইত না, যথা যাহার সহিত অর্থ সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ অধমর্ণ, যাঁহারা মিত্র অর্থাৎ বিশেষ বন্ধু, যাহারা পরিচারক, যিনি শত্রু, যাহারা দৃষ্টদোষ অর্থাৎ যাহাদের মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়া পূর্ব্বে প্রমাণ সিদ্ধ আছে, রোগী এবং মহাপাতকাদি পাপে যাহারা দূষিত, এতদ্ভিন্ন রাজা, সূপকার, অধ্যয়ন বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত এরূপ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ; ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, অত্যন্ত পরাধীন গর্ভদাস, দস্যু, ক্রূরকর্ম্মা অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী; নাবালক, একজনমাত্র, অশীতিপরবৃদ্ধ, চণ্ডালাদিনীচজাতি, বিকলেন্দ্রিয়, আর্ত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত, পরিশ্রান্ত, চোর বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারিত না।

সাক্ষ্যর প্রাশস্ত্য বিবেচনা করিতে হইলে স্ত্রীজাতির সাক্ষী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণের সাক্ষী উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের তদ্রূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্য, শূদ্রের শূদ্র, চণ্ডালাদির চণ্ডালাদসজাতীয় সাক্ষী হইবে; তাৎপর্য্য এই যে, যে জাতি, উহার সজাতি সম্ভবে ভিন্ন জাতীয় সাক্ষী হইবে না, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সজাতীয়ের অসম্ভবে ভিন্ন জাতীয় সাক্ষী হইতে পারে। তবে ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষীর কোন নিয়ম ছিল না (১) তাহাতে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিষ্য, বন্ধু, দাস ও পরিচারক যদি কার্য্য অবগত থাকে তবে তাহারাও সাক্ষী হইতে পারে, সে স্থলে উক্তবিধ সাক্ষীর সাক্ষ্য মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও অনুমান দ্বারা সাক্ষ্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্ববিধ সাহসকার্য্যে অর্থাৎ নরহত্যাদিস্থলে, বা চৌর্য্য স্ত্রীসংগ্রহ বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যবিবাদে, সাক্ষী পুত্রবান্ বা গৃহস্থ কি না এরূপ কোন পরীক্ষা

(১) সাহসেষুচ সর্ব্বেষু স্তেয় সংগ্রহণেষুচ।
বাগ্‌দণ্ডয়োশ্চপারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ॥ শুক্রনীতি ৪।৫।১৯০

নাই তাহাতে যে কোন ব্যক্তি অনুভাবক অর্থাৎ দ্রষ্টা তাহারাই সাক্ষী হইতে পারে।

সাক্ষী দ্বারা নির্ণয় করিবার নিয়ম এইরূপ ছিল যে, বাদী ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক মানিত সাক্ষীর মধ্যে যদি কেহ অর্থীর মত বলে, কেহ বা বৈপরীত্য সাক্ষ্য প্রদান করে তবে রাজা বা প্রাড়্‌বিবাক বহুলোকের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাদ নির্ণয় করিবেন, সমান হইলে গুণীর বাক্যদ্বারা নির্ণয় করিবেন, গুণীরদ্বৈধস্থলে আনুষ্ঠানিকব্রাহ্মণের সাক্ষ্যদ্বারা ব্যবহার নির্ণয় করিবেন। চক্ষুগ্রাহ্য ব্যাপারের সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়, শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয় (cf. Evidence must be direct) (১)। সত্যসাক্ষ্যবাদী ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে হীন হয় না, কেননা সত্য কথনে ধর্ম্ম এবং সত্য কথন জন্য দণ্ডাভাবে অর্থ হানি নাই। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মানিত না হইলেও যদি কেহ ঋণাদানাদি বিষয় দেখে বা বাকৃপারুষ্যাদি শ্রবণ করে সেখানেও উক্ত ব্যক্তি প্রাড়্‌বিবাক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, যাহা জানে তাহা বলিবে ইহাকে অকৃত সাক্ষী বলে, এই অকৃত সাক্ষী ছয় প্রকার, গ্রামস্থ ব্যক্তি, রাজা, প্রাড়্‌বিবাক, সভ্য, লেখক, এবং কুল্য অর্থাৎ স্বকুলোদ্ভব, এই অকৃতসাক্ষীর পরিচয়ে জানা যায় প্রাড়্‌বিবাকের নিকট হইতে বিচার রাজার নিকট উপস্থিত হইলে প্রাড়্‌বিবাকও অবস্থা বিশেষে সাক্ষী হইতেন। যদ্যপি সাক্ষী অন্যূন তিন জন হওয়া আবশ্যক ইহা ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, তথাপি উভয়সম্মত সাক্ষী একজনও হইতে পারেন যদি তিনি বিশেষধার্ম্মিক অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হন। (২)

(১) "সমক্ষদর্শনাৎসাক্ষ্য শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।" মনু ৮ম, ৭৪

(২) উভয়ানুমতঃ সাক্ষী ভবত্যেকোঽপি ধর্ম্মবিৎ।
সর্ব্বঃ সাক্ষী সংগ্রহণে চৌর্য্যপারুষ্যসাহসে॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।৭২

বর্ত্তমান সময়ে যেমন সাক্ষ্যদান কালে সকল সাক্ষীকেই সত্য পাঠ (Oath) করান হয় প্রাচীন ভারতেও এই জাতীয় নিয়ম ছিল, তবে সাক্ষীকে সত্যপাঠ করান হইত না, কিন্তু তাহাকে শুনাইয়া দেওয়া হইত যদি ব্রাহ্মণ সাক্ষী হন তবে তাঁহাকে "তুমি বল" এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া সাক্ষ্য জিজ্ঞাসা করা হইত, আর ক্ষত্রিয়কে "সত্য বল" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সাক্ষ্য প্রশ্ন করা হইত, গাভি ব্রীহ্যাদিবীজ ও সুবর্ণের চৌর্য্যতে যে পাপ স্পর্শে যদি মিথ্যা কহ তবে তোমার সেই পাপ হইবে বৈশ্যগণকে এইরূপে সাক্ষ্য প্রশ্ন করা হইত, এবং শূদ্রকে সর্ব্ববিধ পাতক অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যাদি পাপ তোমার হইবে যদি মিথ্যা বল, এইরূপ শুনাইয়া প্রশ্ন করা হইত, কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অন্যের গোচারণ করে অথবা বাণিজ্যজীবী, পাচকবৃত্তি, নর্ত্তক বা গায়কবৃত্তি হয় বা দাসবৃত্তি বা ধান্যাদি বৃদ্ধিজীবী হয় তাদৃশ ব্রাহ্মণসাক্ষীকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্য প্রশ্ন করিবার নিয়ম ছিল। সত্য সাক্ষ্যদানে বিশেষ ধর্ম্ম হয়। পরন্তু ধাম্মিক শূদ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা ব্রাহ্মণ ইহারা যদি প্রমাদবশতঃ কোন অধর্ম্ম করিয়া বসেন এবং তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা হয় তবে সাক্ষী যদি তদ্বিষয়ে দয়া বশে অসত্য বলেন তাহাতে সাক্ষীর দোষ হইত না। (১) তবে তাহাদেরও মিথ্যাসাক্ষ্য দান জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। মানিত সাক্ষী ধনাদি ব্যবহার বিষয়ে ত্রিপক্ষের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদান না করিলে উহাকে উক্ত ঋণ দিতে হইত, এবং ঋণের দাবীর দশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে দণ্ড দিতে হইত, তবে সাক্ষী নীরোগ অবস্থায় থাকিলে এইরূপ বিধান দেওয়া হইত।

---

(১) নানৃতবদনে দোষো জীবনঞ্চেৎ তদধীনং নতু পাপীয়সো জীবনং।
গোতম ধর্ম্মসূত্র।

শূদ্রবিট ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রোর্ত্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে॥ মনু ৮ম, ১০৪

যে যে বিবাদ বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য নির্ণীত হইত ঐ ব্যবহার অসমাপ্ত থাকিলে তাহা নিবর্ত্তনীয়, দণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া যাইলে ভালরূপ পরীক্ষণীয়, যে হেতু এরূপ ব্যবহার কৃত হইলেও অকৃতের ন্যায় জানিবে। লোভাধীন একবার মিথ্যা সাক্ষ্যে হাজার পণ দণ্ড অর্থাৎ উত্তমসাহস দণ্ড, মোহবশতঃ আড়াই শত পণ অর্থাৎ প্রথমসাহস দণ্ড, ভয় বশতঃ হাজার পণ অর্থাৎ উত্তমসাহস দণ্ড, স্নেহজন্য মিথ্যাসাক্ষ্যেও সহস্র পণ অর্থাৎ উত্তমসাহস দণ্ড সাক্ষীর প্রতি বিধান ছিল, মিথ্যাসাক্ষ্য দানে এইরূপ রাজদণ্ড বিধান পাওয়া যায়, পরন্তু পুনঃ পুনঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে উক্তবিধ দণ্ড করিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের প্রতি রাজা ওষ্ঠচ্ছেদন, জিহ্বাচ্ছেদন এমনকি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও বিধান করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ধন দণ্ড ব্যতিরেকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হইত (১) ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা। কুল্লূকভট্ট বলেন ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রয়, পুনঃ পুনঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে ধনদণ্ডের সহিত তাহাদের রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসন এবং তাদৃশ অপরাধী ব্রাহ্মণ হইলে তাহার ধনদণ্ড ব্যতিরেকে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত। গোবিন্দরাজমতে ব্রাহ্মণকেও পূর্ব্বোক্ত ধনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া উলঙ্গ করিয়া দিবে, এ মতে বিবাসিত করা অর্থে বস্ত্রশূন্য করা। মেধাতিথির মতে পুনঃ পুনঃ কৌটসাক্ষ্যকারী ব্রাহ্মণের মাত্র বস্ত্রহরণ অথবা গৃহভঙ্গ করিয়া দেওয়া তাহার দণ্ড, এইরূপে নিম্নলিখিত প্রমাণের ব্যাখ্যায় নানামতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। মিথ্যা সাক্ষ্য বিষয়ে ব্রাহ্মণের যদি কোনরূপ ধনলোভাদি কারণ পরিলক্ষিত না হয় এবং পুনঃ পুনঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে ব্রাহ্মণের প্রতিও ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় কেবল ধনদণ্ডই বিহিত হইত। তবে ব্রাহ্মণের

---

(১) কৌট সাক্ষ্যন্তু কুর্ব্বাণাংস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্ম্মিকোনৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ॥ মনু ৮ম, ১২৩

সর্ব্বস্ব হরণ অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এরূপ ধনদণ্ড কখনই নাই এবং শারীরদণ্ডও ব্রাহ্মণের নাই। (১)

সাক্ষ্যের বিষয় অবগত হইয়া এবং সাক্ষ্যদিতে স্বীকার করিয়া যদি অকারণে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা না করে তবে তাহার বিবাদ পরাজয়ে যে দণ্ড, তাহার অষ্টগুণ দণ্ড রাজাকে দিতে হইত, ব্রাহ্মণ তাদৃশ অপরাধে অপরাধী হইলে যদি ঐরূপ অষ্টগুণ দণ্ড দিতে অসমর্থ হন তবে তাঁহার প্রতি অপরাধের অবস্থানুসারে উলঙ্গকরণ, গৃহভঙ্গ, দেশনির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত হইত। এবং ব্রাহ্মণেতরজাতি, ঐরূপ ধনদণ্ড দিতে অসমর্থ হইলে, স্ব স্ব জাত্যুচিত কর্ম্মকরণ, নিগড়বন্ধন, কারাগৃহপ্রবেশ প্রভৃতি দণ্ড অবস্থানুসারে প্রাপ্ত হইত, এবং যে কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়া যদি সে সাক্ষ্য অন্যথা করিবার চেষ্টা করিতেন, তিনিও অপরাধের অবস্থানুসারে দণ্ডনীয় হইতেন, নির্জ্জনে অন্যের সহিত সাক্ষীর পরামর্শ করা ধর্ম্মাধিকরণে নিষিদ্ধ, এবং বাদী বা প্রতিবাদী যে কেহ, সাক্ষী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে তিনি মোকদ্দমায় পরাজিত হইতেন এরূপ নিয়ম ছিল। (২) ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে সাক্ষী প্রমাণ বিষয়ে সাক্ষীর মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে মিথ্যা বলিবার অধিকারও দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোন গুণবান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি শঙ্কাভিযোগে* অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ড পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সে স্থলে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে পারেন, তাই বলিয়া পাপিষ্ঠের

---

(১) "ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্ববস্থিতং" ॥ মনু ৮ম, ৩৮০।

(২) ন পরেণ সমুদ্দিষ্টমুপেয়াৎ সাক্ষিণং রহঃ।
ভেদয়েন্নৈব চান্যেন হীয়েতৈবং সমাচরন্ ॥ নারদস্মৃতি।

* অসৎ সংসর্গাদি দোষে আশঙ্কাবশতঃ অভিযুক্ত হওয়ার নাম শঙ্কাভিযোগ।

জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা বলিবার অধিকার দেওয়া ছিল না। তবে যেস্থলে সত্য কথা বলিলে বা মিথ্যা কথা বলিলে বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে অন্যতরের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য, সেরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীর তুষ্ণীভাবও হিন্দুশাস্ত্রে অভ্যনুজ্ঞাত আছে ইহা পাওয়া যায়, কিন্তু রাজা না ছাড়িলে সেস্থলে সাক্ষী সত্য কথাই বলিবেন। গুণবান্ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিয়া পরে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধানও হিন্দু-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

ভোগ প্রমাণ

প্রমাণের মধ্যে ভোগ (দখল) অন্যতম প্রমাণ। ভোগ যদি লেখ্যপত্র, অর্থাৎ ক্রয় প্রতিগ্রহাদির দলিলাদিসহ থাকে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী ও নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ধারাবাহিক হয়, এবং ইহা অন্যের নয় ভোক্তারই, এইরূপ প্রবাদ পূর্ব্বাপর থাকে এবং প্রতিবাদীর সমক্ষে ভোগ করা হয় তবে সেই ভোগই প্রকৃত বিশুদ্ধ ভোগ। কোন স্থলে দলিলাদি নাই কেবল ভোগ আছে, কোন স্থলে বা ভোগ নাই কেবল দলিলাদি আছে সেরূপ স্থলে হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন, পুরুষানুক্রমে ভোগ না থাকিলে কেবল দলিলাদিই প্রমাণ হইবে, পক্ষান্তরে ত্রৈপুরুষিক ভোগ সিদ্ধ থাকিলে বিবাদীর দলিলাদিও প্রমাণ হইবে না। যেস্থলে কিছুমাত্র ভোগ নাই সেখানে আগম অর্থাৎ ক্রয়াদি প্রমাণ হইবে না। এই ত্রৈপুরুষিক ভোগ কাহাকে বলে তাহা এই গ্রন্থের বিচার পদ্ধতির প্রথমাংশে উক্ত হইয়াছে

---

(১) বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥

যাজ্ঞবাল্ক্য সাক্ষী প্রঃ ৮৩।

সুতরাং এস্থলে পুনরুক্ত হইল না, বাদীর অসমক্ষে ঐ ত্রৈপুরুষিক ভোগ বিনা আগমে স্বত্বের কারণ হইবে বাদীর সমক্ষে কুড়ি বৎসর মাত্র যদি কোন স্থাবর সম্পত্তি ভূম্যাদি, জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে ভোগ করে তবে বাদীর স্বত্বহানি ঘটে, ভূম্যাদি ব্যতীত হস্তী অশ্ব গবাদি বা অন্যবিধ ধন বিনাপ্রণয়ে দশ বৎসরমাত্র ভোগ করিলে তাহাতে বাদীর স্বত্বনাশ ঘটে। (১) তবেই ভারতীয় বিচার পদ্ধতি সমালোচনা করিলে জানা যায়, জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে বাদীর অসমক্ষে কোন স্থাবর তিন পুরুষ ভোগ করিলে, তাহাতে বাদীর স্বত্ব থাকিবে না এবং সমক্ষে বাদীর বিনা আপত্তিতে কুড়ি বৎসর ভোগ করিলে স্বত্ব থাকিবে না। এই ত্রৈপুরুষ-ভোগ কোন মতে শতাধিক বৎসর ঘটিলে তবে সিদ্ধ হয়, জীমূতবাহন মতে ষাট বৎসর ভোগই ত্রৈপুরুষ-ভোগ, মিতাক্ষরা মতে সমক্ষে স্থাবর সম্পত্তি বিংশতি বর্ষ ভুক্ত হইলেও তাহাতে একেবারে স্বত্বহানি হয় না যদ্যপি স্বামী ন্যায়ত সেই ভূম্যাদি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসল বাদী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, পরন্তু পরোক্ষে ঐরূপ ভোগ করিলে উৎপন্ন ফসল যাহা নষ্ট না হইয়াছে তাহাও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, নষ্ট ফসল বাদী পাইবেন না।

কিন্তু বন্ধকদ্রব্য, সীমা, উপনিক্ষেপ, অর্থাৎ বাসনস্থিত মুদ্রা-সংযুক্ত নিক্ষেপ, জড় অর্থাৎ বিকলবুদ্ধি ব্যক্তির সম্পত্তি, নাবালক অর্থাৎ ঊনষোড়শ বর্ষীয় বালকের সম্পত্তি, উপনিধি অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক ভোগার্থ অর্পিত দ্রব্য, রাজার সম্পত্তি, স্ত্রীধন, শ্রোত্রিয়ের ধন বা

(১) পশ্যতোঽব্রুবতো হানির্ভূমের্বিংশতি বার্ষিকী।
পরেণভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী॥

যাজ্ঞবাল্ক্য, অসাধারণ ব্যবহার মাঃ ২৪।

জ্ঞাতিবর্গের ধন ঐরূপ বিংশতি বর্ষের ঊর্দ্ধ কাল এমন কি ত্রৈপুরুষ— ভোগ করিলেও তাহাতে ভোগ কর্ত্তার স্বত্ব হইবে না বা তাহার ফলহানি হইবে না। (১) চিরকাল উপভোগ বলে বন্ধকাদি দ্রব্য অপহরণ করিলে বাদীর দাবীকৃত সম্পত্তি রাজা বিবাদীর নিকট হইতে আদায় করিয়া বাদীকে দেওয়াইবেন এবং বিবাদীকে বাদীর দাবীকৃত, সম্পত্তির সমান বা শক্তিসাপেক্ষ দণ্ড, রাজাকে দিতে হইত, দণ্ড দিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের কারাগার ভোগ ব্যবস্থা হইত, ঐরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দণ্ড ছিল, "অন্যের কাছে উক্ত দোষ প্রখ্যাপন, নির্ব্বাসন, চিহ্নকরণ, ইত্যাদি"। পুর হইতে নির্ব্বাসন করিবার সময়ে ব্রাহ্মণের চক্ষু বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া নির্ব্বাসন বিধি ছিল ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড ছিল না। ভারতীয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যদি কোন পুরুষ কোন ভূম্যাদি ভোগ করিতেছে, এরূপ সময়ে এই ক্ষেত্রাদি কোথা হইতে পাইয়াছ এরূপে অন্য কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়, তবে ভোক্তাকে ভোগের কারণ ক্রয় বা প্রতিগ্রহাদি, লিখিত বা সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা উদ্ধার করিতে হইত, তাহার পুত্র বা পৌত্র ঐরূপ অভিযুক্ত হইলে, আগম প্রমাণ করিতে হইত না, পুত্র নিরবচ্ছিন্ন ভোগ ও পৌত্র ক্রমাগত ভোগ মাত্র প্রমাণ করিতেন। ভোক্তা আগম উদ্ধার করিতে না পারিলে দণ্ডনীয় হইতেন এবং ভোগ্য বস্তুর হানি হইত,

---

(১) আধিসীমোপনিক্ষেপ জড়বালধনৈর্বিনা।
তথোপনিধিরাজস্ত্রী শ্রোত্রিয়াণাং ধনৈরপি॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।২৫
ভুক্তি স্ত্রৈপুরুষী সিধ্যেদপরেষাং ন সংশয়ঃ।
অনিবৃত্তে সপিণ্ডত্বে সকুল্যানাং ন সিধ্যতি॥
অস্বামিনাথ যদ্ভুক্তং গৃহক্ষেত্রাপণাদিকং।
সুহৃদ্বন্ধু সকুলস্থ ন তদ্ভোগেন হীয়তে॥ বৃহস্পতি।

পুত্র পৌত্রের ভোগ প্রমাণিত না হইলে দণ্ড নাই বটে কিন্তু ভোগ্য বস্তুতে স্বত্বহানি তাহাদেরও হইত। তবে ভোক্তা অভিযুক্ত হইয়া ব্যবহার নির্ণয়ের পূর্ব্বে যদি মরিয়া যান তবে তাহার পুত্রকেও আগম অর্থাৎ ক্রয় বা প্রতিগ্রহাদি প্রমাণ দ্বারা উদ্ধার করিতে হইত, সেস্থলে পুত্রের আগমরহিত কেবল ভোগমাত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইত না। (১)

লেখ্য প্রমাণ

প্রাচীন ভারতের তাম্রশাসন এখনও অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু রাজাগণ ধর্ম্মপথের অনুসরণ পূর্ব্বক অলব্ধ সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, এবং লব্ধ সম্পত্তি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন, পালিত সম্পত্তি রাজনৈতিক উপায়ে বর্দ্ধিত করিতেন, ও বর্দ্ধিত সম্পত্তি যোগ্যপাত্রে দান করিতেন, রাজা কোন ভূমি বা নিবন্ধ (মাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিকাদিকাল উল্লেখ পূর্ব্বক এত টাকা বা এত দ্রব্য অমুককে দেওয়া হইবে এরূপ নিয়মিত দ্রব্যাদি দানকে নিবন্ধ বলে) দান করিয়া ভবিষ্যৎরাজার পরিজ্ঞান জন্য লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন, ঐ লেখ্য কার্পাসিকপটে বা তাম্রফলকে প্রস্তুত হইত, এবং রাজা নিজের গরুড়াদি চিহ্নিত মুদ্রাদ্বারা ঐ তাম্রফলক চিহ্নিত করিয়া দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে যে, দানপত্রাদিতে ভূম্যাদির চৌহদ্দি নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধি সম্মত, রাজা নিজের নাম, পিতৃ পুরুষের নাম, ভূমির পরিমাণ ও চৌহদ্দি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, এবং শকাব্দ ও সম্বৎসরাদিকাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিজের সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যকারী ব্যক্তিদ্বারা তাম্রশাসনাদি প্রস্তুত

---

(১) তথারূঢ় বিবাদস্ত প্রেতস্ত ব্যবহারিণঃ।
পুত্রেণ সোঽর্থঃ সংশোধ্যো ন তং ভোগো নিবর্ত্তয়েৎ॥ নারদস্মৃতি।

করাইয়া দিতেন ইহার নামই "শাসন"। লেখ্য প্রমাণ দ্বিবিধ, শাসন ও জানপদ, উক্তরূপ তাম্রফলকাদি "শাসন" নামে অভিহিত। (১) জনপদ শব্দের অর্থ দেশ, দেশের মধ্যে লোক ব্যবহারের জন্য ঋণ, ক্রয়, প্রতিগ্রহাদি বিষয়ে যে দলিলাদি প্রস্তুত হইত, তাহাকেই জানপদ লেখ্য বলে। জানপদ লেখ্য প্রমাণও স্বহস্তকৃত ও অন্যহস্তকৃতরূপে দ্বিবিধ, কোন লেখ্য প্রমাণ, যাহা নিজ হস্তে লিখিত তাহাতে সাক্ষী না থাকিলেও চলে, কিন্তু অন্যহস্তকৃত লেখ্য প্রমাণে সাক্ষী থাকা আবশ্যক, ইহা প্রাচীন ভারতের লেখ্য প্রমাণের রীতি ছিল। (২) তবে অসাক্ষিক ও সসাক্ষিক লেখ্য প্রমাণের ব্যবহার, দেশাচার অনুসারে প্রচলিত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে দলিলপত্রে যেরূপ প্রণালী পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দলিলেও সেরূপ প্রণালী ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দলিলে নিম্নলিখিত রূপ নির্দ্দেশ করিবার বিধি ছিল, যথা সম্বৎসর, চৈত্রাদিমাস মাসার্দ্ধ, শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষ, তিথি, দলিলদাতা ও গ্রহীতার নাম, উভয়ের জাতি, বশিষ্ঠ কাশ্যপাদিগোত্র, কৌথুম মাধ্যন্দিনাদিবেদশাখাধ্যায়িত্বগুণ, লেখক ও তাহার পিতৃনাম, দাতা প্রতিগ্রহীতার পিতৃনাম, দেয় দ্রব্যাদি, তাহার সংখ্যা, উভয়ের আচার ব্যবসায় প্রভৃতির উল্লেখসংযুক্ত জানপদ লেখ্য প্রস্তুত করিবার বিধি ছিল। দলিল প্রস্তুত হইলে তাহাকে অধমর্ণ বিক্রেতা বা দাতা, অমুকের পুত্র আমি ইহাতে আমার সম্মতি আছে ইহা উল্লেখপূর্ব্বক নাম স্বাক্ষর করিতেন, সাক্ষীগণও নিজ নিজ পিতৃনাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক নাম স্বাক্ষর করিতেন, যদি

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা রাজধর্ম্মপ্রকরণ ৩১৮।৩১৯।৩২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(২) লেখ্যন্তু দ্বিবিধংজ্ঞেয়ং স্বহস্তান্যকৃতংতথা।
অসাক্ষিমৎ সাক্ষিমচ্চ সিদ্ধির্দেশস্থিতেস্তয়োঃ॥ নারদস্মৃতি।

অধমর্ণাদি লিখিতে না জানেন তবে অন্য সাক্ষীদ্বারা সাক্ষীগণের সম্মুখে নাম লিখাইতেন (১) লেখকও সর্ব্বশেষে পিতৃনাম উল্লেখপূর্ব্বক নিজনাম লিখিতেন।

ঋণী যদি স্বহস্তে লেখ্যপ্রমাণ প্রস্তুত করিয়া দেয় তবে তাহাতে সাক্ষী না থাকিলেও চলিত, ইহাকে অসাক্ষিক লেখ্য প্রমাণ বলে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐ অসাক্ষিক লেখ্যপত্র যদি উন্মত্ত, অভিযুক্ত, স্ত্রীলোক, নাবালক কর্ত্তৃক লিখিত হয়, বা বলপূর্ব্বক, ভয়ে, বা ছলনা পূর্ব্বক লেখিত হয় তবে তাহা প্রমাণ নয়,(২) রাজকৃত শাসনরূপ লেখ্যপত্র প্রচলিত ভাষায় লিখিলেও চলিত, এ সকল নিয়ম বর্ত্তমান দলিলাদিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে দলিলপত্রে ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র কথিত তিথি, পক্ষ, গোত্রাদি উল্লেখ করিবার নিয়ম নাই। পরন্তু মিতাক্ষরা মতালম্বী দেশে ঐরূপ চান্দ্রমাস তিথি প্রভৃতির দলিলে উল্লেখ থাকা এখনও প্রচলিত আছে।

কোন দলিল দুরদেশে থাকিলে, বা তাহার অক্ষর বিষয়ক সন্দেহ হইলে, বহুকাল অতীত হওয়ায় নষ্ট হইলে, অক্ষর মুছিয়া যাইলে, চোরে অপহৃত করিলে, বিদলিত হইলে, দগ্ধ হইয়া যাইলে, ছিন্ন হইলে অর্থী ও প্রত্যর্থীর পরস্পর বিমতি থাকিলে দুরদেশেই পত্র আনিবার জন্য সময় দিতে হইত, নষ্ট হইয়া যাইলে সাক্ষীদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইত। লেখ্য প্রমাণে কোনরূপ সন্দেহ হইলে বিচারক, উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সন্দেহ নির্ণয় করিতেন, প্রমাণ না পাইলে দিব্য প্রমাণ অবলম্বিত হইত।

---

(১) অলিপিজ্ঞ ঋণীযঃস্যাৎ স্বমতস্তু স লেখয়েৎ।
সাক্ষী বা সাক্ষিণান্তেন সর্ব্বসাক্ষসমীপতঃ॥ নারদস্মৃতি।

(২) মত্তাভিযুক্ত স্ত্রীবাল বলাৎকারকৃতঞ্চবৎ।
তদপ্রমাণং লিখিতং ভয়োপধিকৃতংতথা॥ নারদস্মৃতি।

দিব্য প্রমাণ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রমাণ দ্বিবিধ, মানুষ ও দৈব, ভোগ সাক্ষী ও লেখ্য এই ত্রিবিধ মানুষ প্রমাণ সত্বে দিব্য প্রমাণ গ্রাহ্য নয়। উক্ত বিধ মানুষ প্রমাণের অভাবে দিব্য প্রমাণ গ্রহণীয়।

কি হিন্দু কি মুসলমান কি জৈন, কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান কি বৌদ্ধ সকল শ্রেণীর মধ্যেই একটা ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে,ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়িয়া কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না,প্রাচীন ভারতের ঐ দিব্যপ্রমাণ পূর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ঐ দিব্য প্রমাণ ধর্ম্মবিশ্বাসী প্রজার প্রতি হিন্দুরাজার পক্ষেই প্রাচীন কালে সম্ভাবিত ছিল, এক্ষণে দিব্য প্রমাণের কথা উল্লেখ করিলে হয়তো অনেকে উপহাস করিবেন। তবে যে বিষয় ধরিয়া এই পুস্তক লিখিতেছি তাহাতে উক্ত প্রমাণ উল্লিখিত না হইলে পুস্তক অপূর্ণাঙ্গ হয়, সুতরাং প্রাচীন ভারতের মোকদ্দমার বিচারে যেরূপ দিব্যপ্রমাণ ছিল সংক্ষেপে এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

সাক্ষী লেখ্য বা ভোগ প্রমাণ যেস্থলে পাওয়া যাইত না হিন্দু শাস্ত্রের বিচার পদ্ধতিতে সে স্থলে দিব্য প্রমাণ গৃহীত হইত। অবস্থা বিশেষে সাক্ষী সত্বেও দিব্য প্রমাণ গৃহীত হইত। দিব্য কত প্রকার, তাহা বিচারপদ্ধতির প্রমাণশীর্ষকস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিযুক্তব্যক্তি, দিব্য স্বীকারপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধি প্রমাণিত করিতে পারিলে ও অভিযোক্তা জয় বা পরাজয় স্বরূপ ব্যবহার নির্ণয়, অর্থাৎ পরাজয়ে যথোক্ত দণ্ড গ্রহণ করিব এরূপ অঙ্গীকার করিলে, তবে অভিযুক্তের প্রতি দিব্য প্রমাণ দিবার বিধি হইত, ইহার নাম অভিযোক্তা শীর্ষকস্থ হওয়া; শীর্ষকশব্দের অর্থ মস্তক অর্থাৎ ব্যবহারের চতুর্থপাদ জয় বা পরাজয় লক্ষণ, তাহাতে স্থিত হইলে শীর্ষকস্থ বলা যায়। তবে বাদী বা প্রতিবাদীর মধ্যে পরস্পর

অনুমতিসত্ত্বে যে কেহ ঐ রূপ শীর্ষকস্থ হইলে উভয়ের মধ্যে যে কেহই দিব্য প্রমাণ স্বীকার করিতেও পারিতেন, তবে যে স্থলে রাজদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, অন্যূন অশীতিরত্তিকাপরিমিত সুবর্ণহরণ বা গুরুতর চৌর্য্য, এবং অগম্যাগমনাদি গুরুতর অপরাধের আশঙ্কায় অভিযোগ হইত, সে স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ শীর্ষকস্থ কেহ না হইলেও তাহাকে দিব্য প্রমাণ দেওয়ার বিধিছিল। (১) শঙ্কাভিযোগস্থলেই দিব্য প্রমাণ প্রায়শঃ সন্দেহ নির্ণায়ক বলিয়া গৃহীত হইত। গুরুতর অপরাধে তুলা অগ্নি জল ও বিষ, এবং সাহস্কার অভিযোগে কোশরূপ দিব্য প্রমাণ গৃহীত হইত, স্বল্পাপরাধে তণ্ডুল বা তপ্তমাষ প্রভৃদি দিব্য সকল প্রদত্ত হইবার বিধিছিল।

স্নেহ প্রযুক্ত লোভবশতঃ বা ক্রোধবশতঃ সাক্ষীর সত্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু দিব্য প্রমাণে ঐরূপ দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে না, তবে সাক্ষী বিশেষ গুণবান হইলে সে স্থলে দিব্য প্রমাণ গ্রাহ্য নয়, এবং লেখ্য প্রমাণ সত্ত্বেও দিব্য বা সাক্ষী কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক সাক্ষী গুণবান হইলেও যদি কারণবশতঃ সাক্ষিত্বের বিসম্বাদ ঘটে, তবে সে স্থলে দিব্যই প্রমাণ হইবে গুণবান্ সাক্ষীও প্রমাণ হইবে না।

এই দিব্যকে পরীক্ষাও বলে যেমন তুলাপরীক্ষা অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি, দিব্য ব্যতীত স্বল্পাভিযোগে শপথও ছিল, দেবতা স্পর্শ, মাতাপিতার চরণ স্পর্শ, সঞ্চিতপুণ্যদান, পুত্র স্ত্রী বন্ধুর শিরঃস্পর্শ, বাহন, শস্ত্র, গো, বীজ ও স্বর্ণস্পর্শ, কোষপান অর্থাৎ পূজাদি পূর্ব্বক দেবতা বিশেষের স্নান জলপান, এই সকল শপথ স্বল্প কারণে ব্যবহৃত ছিল। পূর্ব্বোক্ত দিব্য

---

(১) রুচ্যাবান্যতরঃ কুর্য্যাৎইতরোবর্ত্তয়েচ্ছিরঃ।

বিনাপি শীর্ষকাৎ কুর্য্যাৎ নৃপদ্রোহেঽথ পাতকে॥ যাজ্ঞবল্ক্য

মিতাক্ষরা দিব্য প্রঃ ৯৬ শ্লোক

ব্যবহারের দেশ, কাল, প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় ; যাহারা মহাপাতকাদি গুরুতর অপরাধী তাহাদের পক্ষে দিব্য অর্থাৎ পরীক্ষা করিবার নিয়ম ছিল ইন্দ্রধ্বজদেশে অর্থাৎ যে স্থানে ইন্দ্রধ্বজের পূজা হইত। ইন্দ্রধ্বজ কাহাকে বলে উহা এক্ষণে বোধহয় অনেকেই অবগত নহেন এজন্য সংক্ষেপে একটু বলিয়া রাখি। প্রাচীন কালে হিন্দুরাজাগণ সর্ব্বত্র জয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া এবং প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনা করিয়া ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিতেন, দেবদারু, শাল, উড়ুম্বর প্রভৃতি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ, শুভাদনে ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা যথাবিধি ধ্বজ প্রস্তুত করিয়া ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশীর পূর্ব্বদিনে ঐ সকল বৃক্ষনির্ম্মিত ধ্বজের অধিবাস করতঃ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার নিম্নে ইন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপনা পূর্ব্বক পূজাদি করিয়া অপরাহ্নে ঐ ইন্দ্রধ্বজের বিসর্জ্জন করা হইত। ঐ স্থানকে ইন্দ্রধ্বজ দেশ বলে।

রাজদ্রোহকারী ব্যক্তির পক্ষে রাজদ্বারই পরীক্ষার স্থান ছিল, নীচ জাতির পক্ষে চতুষ্পথে পরীক্ষা করিবার বিধি ছিল, এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ অপরাধে সভামধ্যেই দিব্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইত। (১) দিব্য দিবার বিশেষ বিশেষ কালও নিরূপিত ছিল, চৈত্র বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ, সাধারণ দিব্যের কাল, তুলাপরীক্ষা সমস্ত ঋতুতেই চলিতে পারিত, তবে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে তুলা পরীক্ষা সে সময়ে দেওয়া হইত না। শীত, হেমন্ত, ও বর্ষাকালে অগ্নি পরীক্ষার বিধি ছিল, শরৎ ও গ্রীষ্মে জলপরীক্ষা, শীত ও হেমন্তে বিষ পরীক্ষা দেওয়া হইত। তণ্ডুলাদি অন্যান্য দিব্যের

---

(১) ইন্দ্রস্থানেঽভিশপ্তানাং মহাপাতকিনাং নৃণাং।
নৃপ দ্রোহে প্রবৃত্তানাং রাজদ্বারে প্রযোজয়েৎ॥
প্রতিলোম প্রসূতানাং দিব্যং দেয়ং চতুষ্পথে।
অতোঽন্যেষুচ কার্য্যেষু সভামধ্যে বিদুর্বুধাঃ॥ কাত্যায়ন স্মৃতি

পক্ষে সমস্ত ঋতুই বিহিত। এতদ্ভিন্ন গুরু শুক্রের অস্ত বাল্য বার্দ্ধকাদি জন্য অকালে, মলমাসে, অষ্টমীতিথিতে শনিমঙ্গলবারে যে কোন পরীক্ষা নিষিদ্ধ, পরীক্ষার বিধান পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য ছিল, পরীক্ষা বিধানে কাল নিয়মের অন্যান্য যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ নিষেধ বিষয়ে জন্মমাস, দিব্যকর্ত্তার অষ্টমচন্দ্র, বিষ্টিভদ্রা ও জন্মতারা প্রভৃতি, এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে গুরু চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি দ্ব্যাত্মক ও চরলগ্ন ও কৃতীর প্রশস্ত লগ্ন প্রভৃতি, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে দীপিকার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। (১) পণ্ডিত ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণবর্গ ও প্রকৃতি বর্গের সম্মুখে স্বয়ং রাজা বা রাজনিযুক্ত সভাসদ্‌বর্গ পরীক্ষা অর্থাৎ দিব্যপ্রমাণ দিবার জন্য আদেশ করিতেন, বড় বড় পাপে ব্রাহ্মণের পক্ষে তুলাপরীক্ষা, ক্ষত্রিয়ের অগ্নি, বৈশ্যের জল ও শূদ্রের পক্ষে বিষ পরীক্ষাই বিহিত হইত, তবে কোষ পরীক্ষা সর্ব্ব সাধারণেরই ছিল, অথবা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ পরীক্ষা ব্যতীত, অন্যান্য জাতির পক্ষে সর্ব্ববিধ পরীক্ষাই অবস্থা বিশেষে চলিতে পারিত, তবে দিব্যকারী যদি কোনরূপ সংকল্পাদি পূর্ব্বক ব্রতারম্ভ করিয়া থাকেন, বা পীড়িত তপস্বী বা স্ত্রীজাতি হন, তবে তাহার প্রতি উক্তরূপ তুলাদি পরীক্ষা দিবে না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে উক্ত বৃহৎ পরীক্ষা একেবারেই নিষিদ্ধ, তাহাদের তণ্ডুলাদি পরীক্ষাই বিধেয় ছিল। কেহ কেহ বলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ব্যবহার ক্ষেত্রে, অভিযোক্তা ও অভিযুক্তের ভিতরে শাস্ত্রানুসারে অভিযুক্তের দিব্যকর্ত্তৃত্ব বিহিত থাকিলেও স্ত্রীজাতি অভিযুক্ত হইলে তাহার প্রতি দিব্যদান হইবে না

---

(১) নো শুক্রাস্তেঽষ্টমেঽর্কে গুরু সহিত রবৌ জন্মমাসেঽষ্টমেন্দৌ
বিষ্টৌ মাসে মলাখ্যে কুজশনিদিবসে জন্মতারাসু চাথ।
নাড়ীনক্ষত্রহীনে গুরুরবিরজনীনাথ তারা বিশুদ্ধৌ
প্রাতঃকার্য্যা পরীক্ষা দ্বিতমুচর গৃহাংশোদয়ে শস্তলগ্নে॥ দীপিকা

সে ক্ষেত্রে অভিযোক্তাই দিব্য করিবেন। তবে পরস্পর স্ত্রী ও পুরুষ যদি দিব্য করিতে স্বীকার করেন তবে স্ত্রীজাতিও তুলা পরীক্ষা দিতে পারিতেন। এবং এই তুলা পরীক্ষা নাবালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ও রোগীর পক্ষেও আবশ্যক হইলে দিবার বিধি ছিল। অবস্থা বিশেষে স্ত্রীলোক ও বালকাদির পক্ষে কোষ পরীক্ষাও চলিত। দিব্য প্রমাণে আরও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দিব্য কর্ত্তা যদি অসচ্চরিত্র, বা নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, বিবাদ ক্ষেত্রে তাহার প্রতি দিব্য করিবার আদেশ দেওয়া হইত না, কিন্তু তাহারা যে কোন সাধু চরিত্র ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিই তাহার হইয়া দিব্য করিতে পারিতেন, তবেই দিব্য প্রমাণ ধর্ম্মবিশ্বাস ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ যাহারা জলজীবী অর্থাৎ সর্ব্বদা জলের উপরেই বাস করে, "নৌকার মাঝি প্রভৃতি" তাহাদের প্রতি জলপরীক্ষা বিধেয় ছিল না, এবং যাহারা অগ্নিজীবী কর্ম্মকারাদি তাহাদের প্রতি অগ্নিপরীক্ষা বিধেয় হইত না, এইপ্রকার মুখ রোগীর তণ্ডুল পরীক্ষা, শ্বেতকুষ্ঠী বা কুনখীর অগ্নিপরীক্ষা, স্ত্রীলোক ও বালকের জলপরীক্ষা নিষিদ্ধ ছিল, এবং দিব্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক প্রকার বিধি নিষেধ অবস্থা বিশেষে বিহিত হইত তাহার বিস্তীর্ণ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

অভিযুক্ত ও অভিযোক্তার আত্মশুদ্ধির নিদর্শন এই দিব্য প্রমাণ, নানাদেবতার পূজা স্তোত্রপাঠ ও হোমাদি ইতি কর্ত্তব্যতাযোগে বিহিত থাকায় সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাসী হইলেই তিনি দিব্য প্রমাণ দিতে অগ্রসর হইতে পারিতেন। এবং দিব্যপ্রমাণের পদ্ধতিও অতিবিস্তীর্ণ হওয়ায় এবং বিচার পদ্ধতিতে তাহা উল্লেখ যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এস্থলে উল্লিখিত হইল না। বর্ত্তমান সময়ে স্থলবিশেষে বিচারক শপথ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত দিব্য প্রমাণ এক্ষনে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না।

তবে সুসভ্য বলিয়া পরিচিত সমাজের ভিতরেও কিছুদিন পূর্ব্বে দিব্য প্রমাণ পরিগৃহীত হইত ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। দিব্য ও শপথ ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ থাকায় জানা যাইতেছে দিব্য ও শপথ একই স্বরূপ নয়, শপথে নির্দ্দিষ্টসময়ের মধ্যে শপথ কর্ত্তার অনিষ্ট হইত, এবং দিব্য নিয়মে যে সকল পূজাদি পদ্ধতি বিস্তীর্ণ আছে শপথে তাহা করিতে হয় না, কেবল স্নান ও আচমন পূর্ব্বক শপথ করিবে। শপথ কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শপথ সাধারণতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তিই করিবে। কদাচিৎ পরস্পরের অভিপ্রায় থাকিলে অভিযোক্তাও করিতে পারেন, শপথ করিবার পরে যদি পঞ্চদশদিনের মধ্যে শপথ কারীর কোন রাজকীয় বা দৈব বিপদ উপস্থিত না হইত তবে বুঝিতে হইবে শপথকারী বিশুদ্ধ অর্থাৎ নিরপরাধ, পক্ষান্তরে পক্ষমধ্যে যদি শপথকারী ব্যক্তির রোগ, গৃহদাহাদি, আত্মীয়মৃত্যু বা রাজাতঙ্ক উপস্থিত হইত, তবে তিনি অশুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। (১) শপথ বিষয়ে বৈশিষ্ট ছিল এই যে, যে ব্যবহারে পরাজয়ানন্তর জিতব্যক্তির সহস্র পণ দণ্ড হইতে পারে না এরূপ স্বল্প বিষয়ে শপথ করিবে না, কারণ স্বল্প বিষয়ে বৃথা শপথ-কারীর ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হয়, তবে স্ত্রীর সন্তোষের জন্য, (২) বিবাহবিষয়ে, গরুর ঘাসাদি আহরণ বিষয়ে হোমীয়

(১) আচতুর্দ্দশকাদহ্নো যস্য নো রাজদৈবিকং।
ব্যসনং জায়তে ঘোরং স জ্ঞেয়ঃ শপথেশুচিঃ॥ কাত্যায়নস্মৃতি
রোগোঽগ্নি র্জ্ঞাতিমরণং রাজাতঙ্কমথাপিবা।
তমশুদ্ধং বিজানীয়াৎ তথা শুদ্ধং বিপর্য্যয়ে॥ বিষ্ণুসংহিতা।

(২) ন বৃথা শপথং কুর্য্যাৎ স্বল্পেঽপ্যর্থে নরোবুধঃ।
বৃথা হি শপথং কুর্ব্বন্ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি॥ মনু ৮ ম, ১১১।
কামিনীষু বিবাহেষু গবাস্তক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌচ শপথে নাস্তি পাতকং॥ মনু ৮ ম, ১১২।

কাষ্ঠাদি আহরণ বিষয়ে এবং ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ অঙ্গীকৃত ধনাদিবিষয়ে মিথ্যা-শপথে কোন পাতক হয় না।

তুলাপরীক্ষায় পুরোহিত দ্বারা যথাবিধি পূজা হোমাদির পর বিচারক পরিক্ষার্থীকে তুলায়-আরোপন করিবেন্ এবং অপরদিকে তত্তুল্য দ্রব্যাদি দান করিবেন পরীক্ষার্থী যদি উর্দ্ধে উঠে তবে সে শুদ্ধ, অধঃস্থ হইলে অশুদ্ধ, সমান ভাবে স্থিত হইলে অল্পদোষী স্থিরীকৃত হইবে। বিনা কারণে তুলা ছিঁড়িয়া গেলে, বা তুলাস্থাপনের কাষ্ঠ ভগ্ন হইলেও পরীক্ষার্থী অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তুলায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষার্থী নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরাদেবৈ বিনির্ম্মিতা।
তৎ সত্যং বদ কল্যাণি! সংশয়ান্মাং সমুদ্ধর॥
যদ্যস্মিন্ পাপকৃন্মাত স্ততোমাংত্বমধোনয়।
শুদ্ধশ্চেৎ গময়োর্দ্ধং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়ে॥

যাজ্ঞবাল্ক্য দিব্য প্রঃ ১০১।১০২ শ্লোক।

অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর অঞ্জলির মধ্যে তণ্ডুল ও সাতটি অশ্বথ পত্র রক্ষা করতঃ তাহা শ্বেতসূত্রে বেষ্টন করিবে এবং তপ্তলৌহপিণ্ড সেই অঞ্জলির উপরিভাগে প্রাড়্বিবাক অর্পণ করিলে, পরীক্ষার্থী ভূমিতে লিখিত অষ্ট সংখ্যক গোলাকৃতি মণ্ডলের প্রত্যেকটিতে পদ বিন্যাস পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া যাইবেন, এবং সেই সময়ে প্রাড়্বিবাক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক হোম করিবেন, পরীক্ষার্থী অদগ্ধহস্তে মণ্ডল অতিক্রম পূর্ব্বক হোমীয় অগ্নিতে লৌহপিণ্ড নিক্ষেপ করিলে শুদ্ধ, ও হস্ত দগ্ধ হইলে অশুদ্ধ বিবেচিত হইবেন, কোনরূপ সংশয় হইলে বা মণ্ডল অতিক্রমের পূর্ব্বে লৌহপিণ্ড পতিত হইলে পুনঃ পরীক্ষা দিতে হইত। মণ্ডল সকল

প্রস্তুত করিবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পূজা প্রভৃতি ইতি কর্ত্তব্যতা আছে। (১)

অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষার্থী নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নির অভিমন্ত্রণ করিবেন।

ত্বমগ্নে! সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক!
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং কবে মম॥

যাজ্ঞবল্ক্য দিব্য প্রঃ ১০৪।

উদক পরীক্ষার নিয়ম ছিল যে, স্বল্পবেগা স্রোতস্বতী, সাগর, হ্রদ, দেবখাত, তড়াগ, বা সরোবরে নাভিপ্রমাণ জলে অবস্থিত কোন পুরুষের উরুদেশ ধরিয়া পরীক্ষার্থী জলে নিমগ্ন হইবেন, নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে কোন পুরুষ ধনুতে শরসংযোগ করিয়া তিনটী শর নিক্ষেপ করিবেন, মধ্যমশর যে স্থানে পতিত হইবে সেই স্থানে অন্য একজন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সেই নিক্ষিপ্ত শর হস্তে করিয়া থাকিবেন, সেইসময়ে তিনটি করতালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থী ডুব দিবেন ও মূলস্থ পুরুষ দৌড়িয়া বাণ পতন স্থানে যাইবেন, ও গৃহীতবাণ অপর পুরুষ দৌড়িয়া নিমজ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি নিমগ্নপরীক্ষার্থীর দেহ জলমধ্যে দেখিতে না পান তবে পরীক্ষার্থী শুদ্ধ অন্যথা অশুদ্ধ, এ পরীক্ষাতেও বরুণাদির পূজাদি আছে। নিমজ্জনের পূর্ব্বে শোধ্যব্যক্তি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"সত্যেন মাভিরক্ষ ত্বং বরুণেত্যাভিশাপ্যকং।"

যাজ্ঞবল্ক্য, দিব্য প্রঃ ১০৮।

বিষপরীক্ষায় মন্ত্র ছিল এইরূপ।

ত্বং বিষ! ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ সত্য ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
ত্রায়স্বাস্মাদভীশাপাৎ সত্যেন ভবমেঽমৃতং॥

যাজ্ঞবল্ক্য দিব্য প্রঃ ১১০।

---

(১) রঘুনন্দনের দিব্যতত্ত্ব, অথবা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার দিব্য প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

কোষ পরীক্ষার বিষয় পূর্ব্বেই সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, দুর্গাদিদেবতা অথবা যিনি যে দেবতার ভক্ত, বা সূর্য্যদেবের পূজাদি করিয়া সেই স্নানজল দিব্যকারীকে পান করাইবে, তবে সূর্য্যের স্নানজল ব্রাহ্মণকে দেওয়া নিষিদ্ধ, সেই সেই দেবতার অস্ত্রাদি স্নান করাইয়াও তাহার জলপান করিবার বিধি ছিল। আস্তিক ব্যক্তি ভিন্ন কোষপরীক্ষা নিষিদ্ধ, এবং গুরুতর অপরাধেও এ পরীক্ষা নিষিদ্ধ। গোময় মণ্ডলের উপরে স্থিত হইয়া সূর্য্যাভিমুখে কোষপান বিধি ছিল।

কোশ পরীক্ষাতেও পরীক্ষার পর চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে পরীক্ষাদাতার কোনরূপ দৈব বা রাজনিমিত্ত ব্যসন ঘটিলে তিনি অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতেন, বিলম্বে উক্তরূপ ব্যসন ঘটিলে দোষী বলিয়া স্থির হইতেন না। (১) দ্বাদশাহমধ্যে যাহার ব্যসন পরিলক্ষিত হইত তাহাকেও অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

পূর্ব্বোক্তরূপ তুলা, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ ব্যতীত ক্ষুদ্র অভিযোগে সাধারণ দিব্য অর্থাৎ চৌরাদির প্রতি তণ্ডুলাদি পরীক্ষাও ছিল। তণ্ডুল পরীক্ষার নিয়ম ছিল এইরূপ, কতিপয় হৈমন্তিক ধান্যের শ্বেত তণ্ডুল দেবতার স্নানজলে মিশ্রিত করিয়া মৃন্ময় পাত্রে রৌদ্রে রাখিয়া একদিন ও রাত্রি অতিবাহিত করিবে, পরদিন কৃতস্নান অপরাধীকে পূর্ব্বাভিমুখ উপবেশন করাইয়া তাহার মস্তকে অশ্বত্থ বা ভূর্জ্জপত্র রাখিয়া বিচারক স্বয়ং তাহাকে ঐ তণ্ডুল ভক্ষণ করাইয়া পরে ঐ পত্রের উপরে অপরাধীকে নিষ্ঠীবন (থুতু) ফেলিতে বলিবেন তাহাতে যদি রক্ত দেখা দেয় ও হনু ও তালুদেশ শীর্ণ

(১) অর্বাক্ চতুর্দ্দশাদহ্নো যস্য নো রাজদৈবিকং।
ব্যসনং জায়তে ঘোরং স শুদ্ধঃ স্যান্নসংশয়ঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা দিব্য প্রকরণ, ১১৩।

ও গাত্র কম্পিত হয় তবে পরীক্ষার্থী অশুদ্ধ ইহা স্থির হইত। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার ন্যায় ধর্ম্মের আবাহন পূজাদি তণ্ডুলাদি বিধিতেও ছিল।

তপ্তমাষ পরীক্ষার নিয়ম ছিল যে, ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ ও চতুরঙ্গুল-খাত এমন সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র, বা মৃণ্ময় পাত্র উত্তপ্ত ঘৃত বা তৈলে পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটি সৌবর্ণ মাষক নিক্ষেপ করিবে, পরে পরীক্ষার্থী যথাবিধি স্নানাদি করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই উত্তপ্তপাত্র মধ্য হইতে সৌবর্ণ মাষকটি উদ্ধার করিবেন তাহাতে যদি পরীক্ষার্থীর হস্তাগ্র কম্পিত না হয় বা হস্তে বিস্ফোট (ফোস্কা) না হয় তবে তিনি শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। অথবা সৌবর্ণ রাজত তাম্র আয়স বা মৃৎপাত্রে গব্যঘৃতে পূর্ণ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে একটি সৌবর্ণী রাজতী তাম্রী বা লৌহী মুদ্রা জলধৌত করিয়া সেই উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর, একটি আর্দ্রপর্ণ ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া কিরূপ ভর্জন শব্দ হয় দেখিয়া ঘৃতের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘৃত অভিমন্ত্রিত করিবে, যথা।

পরং পবিত্র মমৃতং ঘৃত ত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু।
দহ পাবক! পাপং ত্বং হিমশীতং শুচৌ ভব॥ (১)

এইরূপ অভিমন্ত্রণের পর, কৃতোপবাস, কৃতস্নান ও আর্দ্রবস্ত্র পরিধায়ী পরীক্ষার্থীকে সেই ঘৃতমধ্যস্থ মুদ্রা উত্তোলন করিতে বলিবে, তাহাতে যদি তাহার অঙ্গুলিতে বিস্ফোট না হয় তবে সে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। মুদ্রা উত্তোলন তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারাই কর্ত্তব্য ছিল, এবং ধর্ম্ম আবাহনাদি ক্রিয়া যাহা সর্ব্বদিব্য সাধারণ তাহা এস্থলেও ছিল। এইরূপ আরও ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্য দিব্যবিধি ও দ্রব্যাদির অল্পত্ব ও বহুত্ব সাপেক্ষ এবং জাতি

(১) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মিতাক্ষরা দিব্য প্রকরণ তপ্তমাষ বিধি দ্রষ্টব্য।

বিশেষ সাপেক্ষ নানারূপ শপথের বিষয় উক্ত আছে গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে তাহা উদাহৃত হইল না।

আপিল (Appeal)

অভিযোগে জয়পরাজয় লক্ষণ নির্ণয় অর্থাৎ (রায়) প্রকাশিত হইলে তাহাতে পক্ষপাতাদিশঙ্কাপূর্ব্বক অসন্তুষ্ট পরাজিত ব্যক্তির উত্তরোত্তর উচ্চাধিকরণে বিচার প্রার্থনা করাকে আপিল করা বলে। এরূপ আপিল করা প্রাচীন ভারতেও ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেমন সালিশ মান্য করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বিবাদ বিচারিত হইয়া থাকে প্রাচীন ভারতেও তৎসদৃশ রীতি পরিলক্ষিত হয়। তবে তাহাকে ঠিক্ সালিশী বিচার বলা যায় না। কুল শ্রেণী পূগ রাজনিযুক্ত অর্থাৎ প্রাড়্‌বিবাক ও স্বয়ং রাজা উত্তরোত্তর ইঁহারাই বিচার করিবার অধিকার লইতেন (১) এই কুল শ্রেণী ও পূগের উপর বিচার ভার প্রাচীন ভারতের প্রচলিত চিরন্তন প্রথা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, জ্ঞাতি সম্পর্কীয় বন্ধুগণের নাম কুল, ইঁহারাই প্রথমে বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ ভঞ্জনের জন্য অভিযোগের বিচার করিতেন, সেই বিচারে কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইলে তিনি শ্রেণীর নিকট আপিল করিতেন। একজাতীয় কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে অথচ পরস্পর অভিন্ন জাতি এরূপ জন সমূহ শ্রেণী নামে অভিহিত ছিল, যেমন তন্তুবায় বা তাম্বুলিক বা চর্ম্মকার প্রভৃতি বা ব্রাহ্মণ সমূহ, তবেই জানা গেল তুল্যকর্ম্মোপজীবী সমানজাতি

(১) নৃপেনাধিকৃতাঃ পূগাঃ শ্রেণয়োঽথ কুলানিচ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুজ্ঞেয়ং ব্যবহার বিধৌ নৃণাং॥ যাজ্ঞবল্ক্য, সাধারণ ব্যবহার মাতৃকা ৩০ শ্লোক।

ব্যক্তিসমূহকে শ্রেণী বলে অথচ তাঁহারা বাদী প্রতিবাদীর জাতি নয়। একস্থাননিবাসী, বিভিন্নজাতি, ও বিভিন্নকর্ম্মোপজীবী জনসমূহকে পূগ বলে, শ্রেণীর বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে পূগেরনিকট পুনর্বিচারের আবেদন হইতে পারিত, পরন্তু কুল, শ্রেণী ও পূগ এই ত্রিবিধ বিচার কর্ত্তা রাজ নিযুক্ত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইহা সালিশি বিচারের ন্যায় বাদী প্রতিবাদীর মানিত ইহা স্বীকার্য্য, এ সকল বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে ধর্ম্মাধিকরণে প্রাড়্‌বিবাকের নিকট বিচার প্রার্থনা হইত, প্রাড়্‌বিবাকের নিকটেও যদি কোন পক্ষ অভিযোগ বা অভিযোগের কোন অংশ কুদৃষ্টি বিচারিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন তবে তিনি রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেন। (১) যদিচ ত্রিবিধ প্রথমোক্ত বিচারক রাজনিযুক্ত হইতেন না তথাপি বাদী ও প্রতিবাদী ঐরূপ শাস্ত্রোক্ত বিচার পদ্ধতি অনুসারেই বিচারক স্থির করিতে বাধ্য হইতেন, কারণ ঐ রীতি চিরন্তন সামাজিক নিয়ম ছিল। এবং ইহাও বাস্তব ছিল যে, পূগের নিকট বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে শ্রেণী বা কুলের নিকট অর্থাৎ নিম্নস্তরে বিচার প্রার্থনা হইত না, কারণ, নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারদর্শীগণের মধ্যে উর্দ্ধতন ব্যবহারদর্শী উত্তরোত্তর প্রবল, ও অধস্তন ব্যবহারদর্শী পরপর দুর্ব্বল। এইরীতি বর্ত্তমান বিচার পদ্ধতিতেও পরিলক্ষিত হয়। তবে বর্ত্তমান আইনে সালিশি বিচারে এরূপ বিধান আছে যে, মোকদ্দমা বাদী ও প্রতিবাদী উভয় দ্বারা মনোনীত সালিশ দ্বারা ন্যায়ানুসারে বিচারিত হইলে তাহার আপিল হয় না। পূর্ব্বোক্ত কুল শ্রেণী গণাদি কর্ত্তৃক বিচার, শুক্রনীতিমতে দেখা যায়, দেওয়ানি

(১) কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাশ্চাধিকৃতা নৃপঃ।
প্রতিষ্ঠা ব্যবহারাণাং গুর্ব্বেষামুত্তরোত্তরং॥ নারদস্মৃতি।

মোকদ্দমার বিচারস্থলেই প্রবর্ত্তিত ছিল, সাহস স্তেয়াদি ফৌজদারী মোকদ্দমাস্থলে তাঁহাদের বিচারাধিকার ছিল না। (১)

যদ্যপি উর্দ্ধতন বিচারালয়ে নির্ণীত বিচারের পুনর্বিচার ছিলনা তথাপি অভিযোগ যদি বলপূর্ব্বক বিচারিত হওয়া স্থির হইত অথবা বিচারক ভয় প্রযুক্ত বিচার সিদ্ধান্ত করিতেন, বা বিচারে কোন ছল থাকিত, বা গৃহাভ্যন্তরে অথবা গ্রামের বহির্ভাগে বিচারিত হইত, অথবা বিচারক বাদী বা প্রতিবাদীর শত্রু ইহা প্রকাশ পাইত, সেস্থলে উচ্চাধিকরণে বিচারিত বিষয়ও পুনর্বিচারিত হওয়ার ব্যবস্থা প্রাচীনশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

মোকদ্দমার আপিল এইরূপই ছিল। এতদ্ভিন্ন চৌর্য্যাদিহইতে গ্রাম বা নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য রাজার ব্যবস্থা ছিল যে, রাজা ছোট বড় গ্রামের অনুসারে দুই তিন পাঁচ অথবা সাত গ্রামের মধ্যে অনেক সেনা সমভিব্যাহারে একজন প্রধান পুরুষ অধিষ্ঠিত একটি স্থান করিবেন উহার নাম ছিল গুল্ম। আর প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি করিবেন, তাহা হইতে প্রবল দশগ্রামের অধিপতি একজন করিবেন, এইরূপ বিংশতি গ্রামের অধিপতি, শত গ্রামের অধিপতি ও সহস্র গ্রামের অধিপতি করিবেন। গ্রামে কোন চৌর্য্যাদি দোষ ঘটিলে গ্রামপতি তাহার প্রতীকারে অক্ষম হইলে দশগ্রামের অধিপতিকে উক্ত ব্যাপার অবগত করাইবেন, দশগ্রামাধিপতি হইতে

(১) রাজ্ঞা যে বিদিতাঃ সম্যক্ কুলশ্রেণী গণাদয়ঃ।
সাহসস্তেয় বর্জ্জ্যানি কুর্য্যুঃ কার্য্যাণি তে নৃণাং॥ শুক্রনীতি, ৪।৫।৩০

(২) বলোপধিবিনির্বৃত্তান্ ব্যবহারান্ নিবর্ত্তয়েৎ।
স্ত্রীনক্তমন্তরাগারবহিঃ শত্রু কৃতাংস্তথা॥ যাজ্ঞবল্ক্য, অসাধারণ ব্যবহার মাতৃকা। ৩১ শ্লোক।

সমাধা না হইলে বিংশতিগ্রামাধিপতিকে জানাইবেন, এইরূপে উপর উপর জানাইবার ব্যবস্থা ছিল, (১) ঐ সকল গ্রামাধিপতির শ্রেণীভাগ বর্ত্তমানে প্রচলিত পুলিশসব্ইন্স্পেক্টর, পুলিশ্ইন্স্পেক্টর, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিশ কমিশনার প্রভৃতির ন্যায় ছিল ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত বিচারের পুনরুত্থাপন ছিল না।

(Principle of *Res Judicata*)

শাস্ত্রানুসারে মোকদ্দমা বিচারপূর্ব্বক দণ্ড পর্য্যন্ত একবার নির্ণীত হইলে পুনরায় ঐ মোকদ্দমার অকারণে উত্থাপন হইত না। (২) কিন্তু যদি বিচারান্তে প্রকাশ পায় যে মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা বিবাদপদ নির্ণীত হইয়া কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে দণ্ডার্হ বিবেচিত হইয়াছে বা দণ্ডিত হইয়াছে তাহা হইলে ঐ বিবাদপদের পুনর্বিচার হইবে, এবং ঐরূপে অন্যায়ভাবে

---

(১) দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্ম মাধিষ্ঠিতং।
তথা গ্রাম শতানাঞ্চ কুর্য্যাৎ রাষ্ট্রস্য সংগ্রহং॥ ১১৪
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাৎ দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতি মেবচ॥ ১১৫
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ং।
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনং॥ ১১৬
বিংশতীশস্তু তৎসর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ং॥ ১১৭ মনু ৭ম।

(২) তীরিতঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যত্র কচন যদ্ভবেৎ।
কৃতং তদ্ধর্ম্মতো বিদ্যান্ন তদ্ভূয়ো নিবর্ত্তয়েৎ॥ মনু, ৯।২৩৩

দণ্ডিত ব্যক্তি অদণ্ডিত বা নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইবে। (১) এইরূপে নির্ণীত বিবাদপদের অকারণে পুনরুত্থাপন নিষিদ্ধ হইলেও দেখা যায় যদি কোন অর্থী বা প্রত্যর্থী বিবাদে পরাজিত হইয়াও আমি পরাজিত হই নাই এরূপ আশঙ্কা করে, তাহা হইলে পুনর্বিচারে পরাজিত হইলে দ্বিগুণ দণ্ড দিব ইহা স্বীকার করিয়া ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচার করাইতে পারিত। (২) কিন্তু যাহারা সাক্ষী বা সভ্যগণের দ্বারা পরাজিত হইত তাহারাই পুনর্বিচার করাইবার অধিকার পাইত, যাহারা স্বকীয় আচরণে বিবাদে পরাজিত হইত তাহাদের বিচারের পুনরুত্থাপন হইত না। (৩)

নির্ণয়পাদ

ব্যবহারের চতুর্থপাদ নির্ণয়পাদ নামে অভিহিত। সাক্ষীগণ যাহার প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া উক্ত করিবেন তিনি ব্যবহারে জয়ী, অন্যথারূপ উক্ত করিলে পরাজয়ী হইবেন। বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে কেহ স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিলে বা নিজের আচরণে পরাজিত হইলে বা

---

(১) যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদেতু কৌটসাক্ষ্যংকৃতং ভবেৎ।
তত্তৎকার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতঞ্চাপ্যকৃতং ভবেৎ ॥ মনু, ৮।১১৭
অন্যায়েনতং যদন্যেন রাজ্ঞা জ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
তদপ্যন্যায়বিহিতং পুনর্ন্যায়ে নিবেশয়েৎ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৩০৬ শ্লোক
মিতাক্ষরাধৃত বচন

(২) যোমন্যেতাজিতোঽস্মীতি ন্যায়েনাপি পরাজিতঃ।
তমায়ান্তং পুনর্জিত্বা দাপয়েদ্দ্বিগুণং দমং ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৩০৬

(৩) সাক্ষি সভ্যাবসন্নানাং দূষণে দর্শনং পুনঃ।
স্বচর্য্যাবসিতানাঞ্চ নাস্তি পৌনর্ভবো বিধিঃ ॥ নারদস্মৃতি ২।৪০

সাক্ষী লেখ্য প্রমাণাদি দ্বারা পরাজিত হইলেও যতক্ষণ সভ্যেরা তাহার পরাজয় অবধারণ না করিবেন ততক্ষণ সে পরাজিত বলিয়া স্বীকৃত নহে, সভ্যগণ মিলিত হইয়া অবধারণ করিয়া দিলে পশ্চাৎ পরাজিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে রাজার শাস্ত হইতেন, পক্ষান্তরে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে কেহ প্রমাণ দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞা সমর্থন করিলে প্রাড়্‌বিবাক ও সভ্যগণের সম্মান লাভ করিলে, ও জয়পত্র প্রাপ্ত হইলে তিনি জয়ী বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেন (১)।

ব্যবহার নিষ্পন্ন হওয়ার পর যিনি ব্যবহারে জয়ী হইতেন রাজা তাঁহাকে জয়পত্র প্রদান করিতেন, এবং যিনি পরাজিত হইতেন সময়ান্তরে দণ্ড প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে হীনপত্র প্রদান করা হইত, এইরূপ পত্র বর্ত্তমান সময়ে মোকদ্দমার "রায়" নামে প্রচলিত দেখা যায়। জয়পত্র বা হীনপত্র রাজার নাম ও মুদ্রা চিহ্নিত (মোহরাঙ্কিত) করিবার নিয়ম যেমন বর্ত্তমানে আছে, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ ছিল, এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বপক্ষ উত্তরাদি নির্ণয়ান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত এমন কি সাক্ষী ও সভ্যগণের নাম পর্য্যন্ত জয়পত্রে উল্লেখ থাকিত (২)।

(১) প্রতিজ্ঞা ভাবনাদ্বাপি প্রাড়্‌বিবাকাদি পূজনাৎ।
জয়পত্রস্ত চাদানাজ্জয়ী লোকে নিগদ্যতে॥
ব্যবহার তত্ত্বধৃত বৃহস্পতি।

(২) রাজ্ঞঃ স্বহস্ত সংযুক্তং স্বমুদ্রাচিহ্নিতং তথা।
রাজকীয়ং স্মৃতং লেখ্যং সর্ব্বেষর্থেষু সাক্ষিমৎ॥
যথোপন্যস্ত সাধ্যার্থ সংযুক্তং সোত্তরক্রিয়ং।
সাবধারণকঞ্চৈব জয়পত্রকমিষ্যতে॥
প্রাড়্‌বিবকাদি হস্তাঙ্কং মুদ্রিতং রাজমুদ্রয়া।
সিদ্ধেঽর্থেবাদিনে দদ্যাৎ জয়িনে জয়পত্রকং॥
যাজ্ঞবল্ক্য লেখ্য প্রঃ, ৯১ শ্লোক, মিতাক্ষরা।

"সভাসদশ্চ যে তত্র ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ স্তথা"। কাত্যায়ন, ব্যবহার তত্ত্ব।

জয়পত্রে বা হীনপত্রে মোকদ্দমার তাবৎ বিবরণ সংক্ষেপে উক্ত করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে সে সমস্ত উল্লেখ থাকিবার নিয়ম অবিকল ইংরাজি আইন সঙ্গত রায়ের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও পরিলক্ষিত হয়। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরে বাদী বা প্রতিবাদীর আনীত কোন প্রমাণ পরিগৃহীত হইত না।

ব্যবহারে পরাজিত ব্যক্তি "হীন" নামে কথিত ছিল, পঞ্চবিধ প্রকারে হীন বলিয়া অবধারিত হইত, বাদীর লিখিত ভাষার উত্তরে যিনি অন্যরূপ বলিতেন অথবা যিনি বাদীর উপন্যস্ত প্রমাণের বিদ্বেষী হইতেন, যিনি মোকদ্দমায় উপস্থিত হইতেন না, যিনি কোন উত্তর দিতেন না, অথবা যিনি আহূত হইয়া পলায়ন করিতেন এইরূপে হীন পঞ্চবিধ (১)।

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্য ২।৯১। মিতাক্ষরা।

পরিশিষ্ট

(দণ্ডপরিমাণস্থলে যেখানে যেখানে ক্ষতিপূরণ সম্ভব সেখানে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত ।)

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
বাক্‌পারুষ্য			
(১) দ্বিজাতি মধ্যে সবর্ণ ব্যক্তির প্রতি সবর্ণব্যক্তি কর্তৃক আক্রোশে বা বাক্‌পারুষ্যে—	১২ পণ দণ্ড		
(মনু ৮।২৬৯, নারদ ১৮।১৭, বিবাদ রত্নাকর ধৃত বিষ্ণুবচন, কৌটিলীয়ে ৩।১৮)			
ঐ স্থলে অবচনীয় বাক্য দ্বারা অপরাধ করিলে—	দ্বিগুণ দণ্ড অর্থাৎ ২৪ পণ।		
(মনু ৮।২৬৯, নারদ ১৮।১৭)			
(২) ক্ষত্রিয়ের প্রতি বাক্‌পারুষ্যে ব্রাহ্মণের—	৫০ পণ		
বৈশ্যের—	২৫ পণ		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
(গুণবান্) শূদ্রের প্রতি বাক্‌পারুষ্যে ব্রাহ্মণের	১২ পণ		কৌটিলীয়ে শূদ্রকৃত
(গুণহীন) " " " "	দণ্ডাভাব		বাক্‌পারুষ্যে জিহ্বা
(মনু ৮।২৬৮, গোতম ধর্ম্মসূত্র ১২।৮, ৯, ১০,			ছেদনাদি দণ্ড দেখা যায়
বিবাদ রত্নাকর ধৃত বৃহস্পতি বচন, নারদ ১৮।১৬)			না। বিশিষ্টের প্রতি
(৩) ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্‌পারুষ্যে ক্ষত্রিয়ের—	১০০ পণ		বাক্‌পারুষ্যে দ্বিগুণ, হীন
" বৈশ্যের—	১৫০-২০০ পণ		বা অধমের প্রতি
ব্রাহ্মণের প্রতি (তীব্র বা অশ্লীল) বাক্‌পারুষ্যে শূদ্রের —		জিহ্বাচ্ছেদাত্মক	বাক্‌পারুষ্যে অর্দ্ধদণ্ড
(মনু ৮।২৬৭, নারদ ১৮।১৫, গোতমধর্ম্মসূত্র ১২।৬-৭)		বধ।	এই নীতির উল্লেখমাত্র
(৪) ক্ষত্রিয়ের প্রতি বাক্‌পারুষ্যে—বৈশ্যের—	১০০ পণ		পাওয়া যায়। যাজ্ঞ-
বৈশ্যের " " ক্ষত্রিয়ের—	৫০ পণ		বল্ক্যেও ঐ নীতি দেখা
শূদ্রের " " ক্ষত্রিয়ের—	২৫ পণ		যায়। (কৌটিলীয়ে
" " " বৈশ্যের—	৫০ পণ		৩।১৮ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২০৬)
(বিবাদ রত্নাকর ধৃত বৃহস্পতি বচন)			

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
(৫) ব্রাহ্মণের প্রতি (মাত্র সাক্ষেপ অর্থাৎ সাধারণ) বাক্‌পারুষ্যে শূদ্রের—	উত্তম সাহস অর্থাৎ ১০০০ পণ		
ক্ষত্রিয়ের প্রতি ঐরূপ স্থলে—	৫০০ পণ (মধ্যম সাহস)		
বৈশ্যের প্রতি " — (বিবাদ রত্নাকর ধৃত বৃহস্পতি বচন)	২৫০ পণ (পূর্ব্ব সাহস)		
(৬) দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) প্রতি পাতকাভিযোগী তীব্র বাক্য দ্বারা আক্ষেপ করিলে——শূদ্রের (মনু ৮।২৭০, গোতমধর্ম্মসূত্র ১২।১, নারদ ১৮।২২)		জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড	
(৭) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পতনীয় আক্রোশ করিলে— ব্রাহ্মণের—	পূর্ব্বসাহস		
ক্ষত্রিয়ের—	মধ্যম সাহস		

অপরাধ		অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
ঐরূপ স্থলে বৈশ্য শূদ্র মধ্যে—	বৈশ্যের	পূর্ব্বসাহস		
(বৈশ্য গুণহীন হইলে)	শূদ্রের	মধ্যম সাহস		
(মনু ৮।২৭৬, ২৭৭)				
(৮) সমানবর্ণের প্রতি সমান বর্ণ কৃত পাতক, উপপাতক				
ও মহাপাতকাভিযোগী আক্রোশে—যথাক্রমে—		পূর্ব্বসাহস		
		মধ্যম সাহস		
(বিবাদ রত্নাকর ধৃত ব্যাসবচন যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১০)		উত্তম সাহস		
(৯) মাতা পিতা জায়া ভ্রাতা তনয় ও গুরুর প্রতি				
বাক্‌পারুষ্য করিলে		১০০ পণ		
(মনু ৮।২৭৫)				
(১০) মাতা ভগিন্যাদি প্রতি অশ্লীল বাক্য বলিলে	ব্রাহ্মণের—	১০০ পণ		
	ক্ষত্রিয়ের—	২০০ "		
(মনু ৮।২৬৯ কুল্লুকটীকামতে)	বৈশ্যের—	৩০০ "		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
১) শূদ্র দর্প করিয়া দ্বিজাতিকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে (মনু ৮।২৭২, নারদ ১৮।২৪)		শূদ্রের মুখে ও কর্ণে উত্তপ্ত তৈল নিক্ষেপ।
২) পরভার্য্যার প্রতি বাক্‌পারুষ্য করিলে (যাজ্ঞবল্ক্য—২'২০৬ কৌটিলীয়ে ৩।১৮)	দ্বিগুণ দণ্ড	
৩) সত্য ও মিথ্যা বাকপারুষ্যে সমান অপরাধ কিন্তু মিথ্যাস্থলে (নারদ ১৮।২১)—	দ্বিগুণ দণ্ড	
কাণাকে কাণা বা খঞ্জকে খঞ্জ বলিলে— (মনু ৮।২৭৪, নারদ ১৮।১৮)	২ কার্ষাপণ দণ্ড	
কৌটিলীয়মতে ঐ অপরাধে—	৩ পণ দণ্ড	
ঐরূপ মিথ্যাপবাদে—	৬ পণ দণ্ড	
কাণ-খঞ্জাদিকে শোভনাক্ষিদন্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিলে— (কৌটিলীয়ে বাক্ পারুষ্য প্রকরণ)	১২ পণ দণ্ড	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শরীরদণ্ড	মন্তব্য
(১৪) তোমার মাতা বা ভগ্নিতে আমি অভিগন্তা এইরূপে বাক্‌পারুষ্য করিলে (যাজ্ঞবল্ক্য- ২০৫)—	২৫ পণ দণ্ড		
(১৫) কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজার প্রতি বাক্‌পারুষ্য করিলে (নারদ ১৮।৩০, যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩০২)	সর্ব্বস্বগ্রহণ অথবা জিহ্বাচ্ছেদ		
(১৬) বাহু গ্রীবা নেত্র সক্‌থি ভাঙ্গিয়া দিব বা বিনাশ করিব এইরূপ বাক্‌পারুষ্য করিলে সমর্থ ব্যক্তির—	১০০ পণ দণ্ড এবং		
পা, নাক্‌ , কান প্রভৃতি অপ্রধান অঙ্গবিনাশ করিব এইরূপ বাক্‌পারুষ্য করিলে—	যাহাতে ঐরূপ অনিষ্ট না করে সেজন্য জামিন দিবে।		
ঐরূপ সমর্থ ব্যক্তির—	৫০ পণ দণ্ড এবং জামিন দিবে।		
(কৌটিল্যমতে ঐ অপরাধ করিলে যে দণ্ড তাহার অৰ্দ্ধদণ্ড)			

	অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
	ঐরূপ বাকপারুষ্য স্থলে অসমর্থ ব্যক্তির— (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২০৮, ২০৯ কৌটিলীয়ে ৩।১৮)	১০ পণ দণ্ড।		
(১৭)	মোহ মদ প্রমাদাদি হেতু বাক্‌পারুষ্য করিলে— (বিবাদরত্নাকর ধৃত কাত্যায়ন ও উশনার বচন। কৌটিলীয়ে ৩।১৮)	অর্দ্ধদণ্ড		
(১৮)	পতিতাদি সংসর্গ পরিহার জন্য পতিতকে পতিত বলিলে— (বিবাদ রত্নাকর ধৃত কাত্যায়ন বচন)	দণ্ডাভাব		ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ইহা justification বা exception স্থল বলা যাইতে পারে।
	শ্বপাক চণ্ডালাদি প্রতিলোমজাত অন্ত্যবর্ণ দ্বিজাতির প্রতি অপরাধ করিলে— (নারদ ১৮।১১-১৪। দণ্ড পারুষ্য তরঙ্গে বিবাদ রত্নাকর ধৃত বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন বচন)	অর্থদণ্ড ছিল না	তাড়নাদিবধদণ্ড	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
মোহ প্রমাদাদি হেতু বাক্‌পারুষ্য করিয়া যদি অপরাধী "আমি এরূপ আর বলিবনা" এইরূপ স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার প্রতি—	অর্দ্ধদণ্ড		
(বিবাদ রত্নাকরধৃত কাত্যায়ন ও উশনার বচন)			

দণ্ডপারুষ্য—

(১) স্পর্শন

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
সমানজাতি মধ্যে—			
হস্ত পঙ্ক ভস্ম বা [illegible]দ্বারা অন্য ব্যক্তির নাভির নীচে কায় স্পর্শ করিলে—	৩ পণ দণ্ড		
পা বা থুতু দ্বারা ঐরূপ স্পর্শ করিলে—	৬ পণ দণ্ড		
ছর্দ্দি মূত্র পুরীষাদি দ্বারা ঐরূপ স্পর্শ করিলে—	১২ পণ দণ্ড		
ঐরূপে নাভির উপরিস্থ কায় স্পর্শ করিলে—	দ্বিগুণ দণ্ড		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
ঐরূপে মস্তক স্পর্শ করিলে	চতুর্গুণ দণ্ড		
বিশিষ্ট ব্যক্তির কায় ঐরূপ স্পর্শ করিলে হীনের	দ্বিগুণ দণ্ড		
হীন ব্যক্তির কায় ঐরূপ স্পর্শ করিলে বিশিষ্ট ব্যক্তির	অর্দ্ধদণ্ড		
পরস্ত্রীর প্রতি ঐরূপ অপরাধ করিলে	দ্বিগুণ দণ্ড		
প্রমাদমদমোহ হেতু ঐরূপ অপরাধ করিলে	অর্দ্ধদণ্ড		
(কৌটিলীয়ে ৩.১৯)			
যাজ্ঞবল্ক্য মতে সমবর্ণ মধ্যে (২।২১৩, ২১৪)			
ভস্মপঙ্করজঃ দ্বারা স্পর্শ করিলে	১০ পণ দণ্ড		
পা, থুতু দ্বারা "	২০ পণ দণ্ড		
পরস্ত্রী বা উত্তম পুরুষ প্রতি অপরাধ করিলে	দ্বিগুণ দণ্ড		
হীন ব্যক্তির প্রতি ঐরূপ অপরাধ করিলে	অর্দ্ধদণ্ড		
মোহ মদ উন্মাদাদি হেতু ঐ অপরাধ করিলে	দণ্ডাভাব		
অন্য ব্যক্তির পা কেশ বা কাপড় ধরিয়া টানিলে	১০ পণ		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করতঃ পা ধরিয়া টানিলে (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৭ কৌটিলীয়ে ৩।১৯)	১০০ পণ		
অপর ব্যক্তিকে ফেলিয়া দিয়া পলাইলে (কৌটিলীয়ে ৩।১৯)	পূর্ব্ব সাহসের অর্দ্ধ দণ্ড অর্থাৎ ১২৫পণ।		
মনুসংহিতা মতে—ব্রাহ্মণের গায়ে শ্লেষ্মা দিলে শূদ্রের		ওষ্ঠচ্ছেদ।	
(মনু ৮।২৮২, ২৮৩) " " মূত্র দিলে শূদ্রের		লিঙ্গচ্ছেদ।	
(নারদ ১৮।২৭-২৮) " কেশাদি গ্রহণে শূদ্রের		হস্তচ্ছেদ।	
ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের (মনু ৮।২৮১, গৌতমধর্ম্মসূত্র ১২।৫, নারদ ১৮।২৬)		লৌহময় তপ্ত শলাকাদ্বারা কটীদেশ অঙ্কিত করিয়া পাছা কাটিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসন।	

দণ্ডপারুষ্য—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
(২) **উদ্গূরণ বা অবগোরণ**			
(অর্থাৎ মারিবার জন্য হস্তশস্ত্রাদি উত্তোলন)			
সমজাতি মধ্যে মারিবার জন্য হাত তুলিলে	১০ পণ দণ্ড		
„ „ পা তুলিলে	২০ পণ দণ্ড		
„ „ প্রস্তর বা কাষ্ঠ তুলিলে	প্রথম সাহস		
„ „ শস্ত্র তুলিলে	মধ্যম সাহস		
(বিবাদরত্নাকরধৃত বৃহস্পতি ও বিষ্ণু বচন। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৬ কৌটিল্য ৩।১৯)			
শূদ্র দ্বিজাতিকে মারিবার জন্য হাত পা তুলিলে শূদ্রের (মনু ৮।২৮০ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৫)		তদঙ্গচ্ছেদ অর্থাৎ হাত বা পদেরছেদ।	
(৩) **প্রহার**			
অবগোরণে বা প্রহারোদ্যমে যে দণ্ড, প্রহারে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড (বিবাদরত্নাকরধৃত কাত্যায়ন ও শঙ্খলিখিতের বচন)			

দণ্ডপারুষ্য অপ:	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
সমজাতিম: স্তদ্বারা মৃদু প্রহার করিলে	২৪ পণ দণ্ড		
দরত্নাকরধৃত ক ত ন ন			
শাণি ক কাষ্ঠাদিদ্বারা মৃদু প্রহার করিলে	৩২ পণ দণ্ড		
ঐরূপ প্রহার স্থলে রক্ত হইলে	৬৪ পণ দণ্ড		
জ্ঞংহ্মা ৮ বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণু বচন)			
ত্বগ্ ভেদক লে ত ২প কর (গুরু প্রহার স্থলে)	১০০ পণ দণ্ড		
াংসভেদকের	৬ নিষ্ক		
স্থিভেদকের		দেশ হইতে নির্ব্বাসন।	
(মনু ৮।২৮৪, নারদ ১৮।২৯)			

(৩) প্রহার

সমজাতি মধ্যে—			
হাত বা পা বা দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ বা নাসিকার ছেদনে বা মৃতকল্প করিয়া প্রহার করিলে	মধ্যমসাহস অর্থাৎ ৫০০ পণ দণ্ড		

দণ্ডপারুষ্য—ং পর	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
গ্রীবা, বাহু, উরু, নেত্র জিহ্বা ভঙ্গে রে যাজ্ঞবল্ক্য ২।২ ৯, ২২ জিহ্বাদির ছেদ	৫০০ পণ দণ্ড উত্তমসাহস অর্থাৎ ১০০০ পণ দণ্ড		একাঙ্গচ্ছেদ দণ্ডের পরিবর্তে বহুপ্রাচীন কাল হইতেই অর্থ-দণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়া-ছিল এ বিষয়ে কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে একাঙ্গবধ-নিষ্ক্রয়প্রকরণ দ্রষ্টব্য।
উভয় নেত্র করিলে দরত্নাকরধৃত ক ন ক্ষু চন		যাবজ্জীবন বন্ধন, বা উভয়নেত্র-ভেদ।	
শূদ্র যে অঙ্গ দ্বারা ব্রাহ্মণকে বা দ্বিজাতিকে প্রহার করিবে শূদ্রের (কৌটিল্য ৩।১৯, গোতমধর্ম্মসূত্র ১২।১, মনু ৮।২৭৯, নারদ ১৮।২৫)		তদঙ্গচ্ছেদদণ্ড।	
ক্ষত্রিয়াদি যে অঙ্গ দ্বারা বিপ্রকে প্রহার করিবে ক্ষত্রিয়াদির (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৫)		তদঙ্গচ্ছেদদণ্ড।	

বহুজন মিলিয়া একজনের অঙ্গভঙ্গাদি করিলে প্রত্যেকের

দণ্ডপারুষ্য—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব
ঐ অঙ্গভঙ্গের জন্য যে দণ্ড বিহিত আছে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২১, কৌটিলীয়ে ৩।১৯)			
কৃতাপরাধ হইলেও রাজাকে যে ব্যক্তি প্রহার করিবে তাহাকে (নারদ ১৮।৩১)		শূলে আরো করিয়া অগ্নিতে দহন করিবে	

(৪) পশুহিংসা

	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব
ক্ষুদ্র পশুর রক্তপাত না করিয়া তাড়না করিলে, রক্তপাত করিলে, শৃঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ করিলে, যথাক্রমে	২ পণ, ৪ পণ, ৮ পণ ও ১৬ পণ দণ্ড।		
মহাপশুর ঐরূপ করিলে (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৬, কৌটিলীয়ে ৩।২১)	দ্বিগুণ দণ্ড		
পশুর পুংস্ত্ব নষ্ট করিলে (বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণু বচন)	১০০ পণ দণ্ড		

পশুহিংসা—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব
পশুর লিঙ্গ ছেদন করিলে এবং তাহাতে পশুর মৃত্যু ঘটি (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৬)	মধ্যমসা ্স র্থাৎ দণ্ড		
গ্রাম্য পশু ঘাতীর	পণ দণ্ড		
অরণ্য পশুঘাতীর (বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণু বচন)	পণ দণ্ড		
গোকুমারী, দেবপশু, উক্ষা, বৃদ্ধবৃষদ্বারা বাহন করিলে	র্ব্বসাহস র্থাৎ ৫০ পণ দণ্ড।		
উহাদিগকে বধ করিলে (বিবাদরত্নাকরধৃত, মনু বচন)	উত্তমসাহস অর্থ ৎ ১০০০ পণ দণ্ড।		
শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত তৃষিত বৃষ দ্বারা বাহন করিলে (বিবাদরত্নাকরধৃত, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি বচন)	পূর্ব্বসাহস দণ্ড		
শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রীকে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত করিলে তাহারা যদি মারা যায় (কৌটিল্য ৪।১৩)	মৃতপশুর দণ্ড		

(৫) সারথি কৃত প্রাণিহিংসা—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
অনবধানতা ব্যতিরেকে বলীবর্দ্দাদির নাসারজ্জু ছেদন, যুগকাষ্ঠ ভগ্ন, বাধা প্রাপ্ত হইয়া বক্রভাবে বিরুদ্ধমুখে গমন, অক্ষভঙ্গ, চক্রভঙ্গ, যোক্ত্র ও রশ্মি ছিন্ন হেতু, বা সারথি "সরে যাও সরে যাও" বলিলেও যদি প্রাণি হিংসা হয় তাহা হইলে	দণ্ডাভাব		
যেখানে সারথির অকৌশল হেতু প্রাণি হিংসা হয় সেখানে অশিক্ষিত সারথি নিয়োগ জন্য যান স্বামীর	২০০ পণ দণ্ড		
এবং যানারূঢ় প্রত্যেক ব্যক্তির	১০০ পণ দণ্ড		
কিন্তু সারথি যদি শিক্ষিত হইয়াও অনবধানতা হেতু প্রাণি হিংসা করে তাহা হইলে সারথির	২০০ পণ দণ্ড		
সারথি অনবধান হেতু মনুষ্য মারিলে	উত্তম সাহসদণ্ড		
" " গোগজ উষ্ট্র অশ্ব মারিলে	৫০০ পণ দণ্ড		
" " ক্ষুদ্র গোগজাদি মারণে	২০০ পণ দণ্ড		

দণ্ডপারুষ্য—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব
সারথি অনবধান হেতু রুরুমৃগহংসাদি শুভ মৃগপক্ষী মারিলে	৫০ পণ দণ্ড		
,, ,, গর্দ্দভ ছাগ মেষ প্রভৃতি মারিলে	৫ রৌপ্যমাষক		
,, ,, কুকুর শূকর মারিলে	১ রৌপ্যমাষক		

(মনু ৮।২৯১-২৯৮। কৌটিল্য ৪।১৩)

সারথি নাবালক হইলে, যানস্থ স্বামীর দণ্ড হইবে। যদি যানে স্বামী না থাকে তাহা হইলে যানারূঢ় ব্যক্তির দণ্ড হইবে। সারথি সাবালক হইলে তাহার দণ্ড হইবে। বালাধিষ্ঠিত যানে যদি কোন (প্রাপ্ত ব্যবহার) পুরুষ না থাকে তাহা হইলে রাজা ঐ যান হরণ করিবেন।

(কৌটিল্য ৪।১৩)

(৬) নরহত্যা।			
মনুষ্যমারণে		বধদণ্ড (প্রাণান্তিক)	

(বধে বধঃ কৌটিলীয়ে ৪।১১)

নরহত্যা—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারী:	মন্তব্য
কলহে মানুষ মারিলে		।ঘাত ।র্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক বধ)	
কলহে আহত মনুষ্য সপ্তরাত্রির মধ্যে মরিলে আঘাতকারীর		শুদ্ধবধ (অর্থাৎ ফাঁসি প্রভৃতি দ্বারা শীঘ্র বধ)	
" " " একপক্ষের " " "	উত্তমসাহ		
" " " একমাসের " "	পণ দণ্ড		
(কৌটিলীয়ে ৪।১১)			
বলপূর্ব্বক বধ করিলে		শূলে আরোপ৷	
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৪)			
সাক্ষাৎ বধকারীর		চিত্র ।দণ্ড	
(বিবাদরত্নাকরধৃত কাত্যায়ন বচন)			
মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতৃ আচার্য্য তপস্বী ঘাতকের		চর্ম্ম ও মস্তক দহন পূর্ব্বক	

নরহত্যা—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
বিষদা ক পুরুষের এবং পুরু: স্ত্রীর		জল প্রবেশ ক বধদণ্ড।	
পতি গুরু সন্তান ঘাতিকা অগ্নীদাত্রী বিষদাত্রী এব সন্ধিচ্ছেদিকা রমণী (অগর্ভিণী বা গর্ভিণী হইলে ান প্রসবে পর কমাস অতীত হই ল কৌটিলীয়ে জ্ঞবল্ক্য ২। ৭৯		বৃষের দ্বারা উৎপাটন করতঃ বধদণ্ড।	
প্রহার দ্বার র্ভপাতনে	উত্তমসাহস		
ভৈষজ্যদ্বারা ,,	মধ্যমসাহস		
ক্লেশ বা আয়সদ্বারা গর্ভপাতনে কৌটিলীয়ে ৪।১১, সাহসতরঙ্গে বিবাদরত্নাকরধৃত উশন ল্ক	পূর্ব্বসাহস		
ব্রাহ্মণব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের	সর্ব্বস্বহরণ এবং	বধদণ্ড	
ক্ষত্রিয়ব ব্রাহ্মণের	গাসহস্র এবং ১টী বৃষ	দণ্ড	

নরহত	অপর	অর্থদণ্ড	রীরদণ্ড	মন্তব
বৈশ্যবধে	ব্রাহ্মণের	গোশত এব টি বৃষ		
শূদ্রবা	"	দশটি গরু এবং ১টি বৃষ		
স্ত্রীবধে		ঐ		
আত্রেয়ী স্ত্রী		ত্রিয় ব ৎ দ		
হংসা ক্ষুদ্র প		শূদ্র বধবৎদণ্ড		
(বিব ক র ধ য়নবচন সাহসতর				
ব্রহ্মহত্যা করিলে ব্রাহ্মণের (মনু ৯ ২৩৭, ২৪			ল টে কবন্ধ অঙ্কন দেশ হইতে নির্বাসন	
ঐরূপ স্থলে অপরাধী ব্রাহ্মণ যদি প্রায়শ্চিত্ত করে তাহা হইলে ত হার মনু ৯।২৪		উত্তমসাহসদ		

(৭) দ্রব্যহিংসা	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	বধ
পরের কুড্য অর্থাৎ দেওয়াল মুদ্গরাদি দ্বারা আঘাত করণে, বিদারণ করণে দ্বিধাকরণে ও অবপাতনে—যথাক্রমে (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৩, কৌটিলীয়ে ৩।১৯)	৫ পণ, ১০ পণ, ২০ পণ ও ৩৫ পণ দণ্ড।		
ক্ষুদ্র দ্রব্য হিংসা করিলে	উক্ত দ্রব্যের মূল্যসম দণ্ড।		
স্থূলদ্রব্য নষ্ট করিলে	উক্ত দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড		
(বহুমূল্য) বস্ত্র, আভরণ, হিরণ্যাদি নষ্ট করিলে (কৌটিলীয়ে ৩।১৯)	পূর্ব্বসাহস দণ্ড।		
বটাদি বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে	২০ পণ		
" " স্কন্ধচ্ছেদনে	৪০ পণ		
" " সমূলচ্ছেদনে	৮০ পণ		
উপজীব্য আম্রাদি বৃক্ষ স্থলেও	ঐরূপ দণ্ড		
চৈত্য, শ্মশান, সীমা, পুণ্যস্থান, সুরালয়ে, বৃক্ষচ্ছেদনে	দ্বিগুণ দণ্ড		

দ্রব্যহিংসা	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
রাজবনের বৃক্ষচ্ছেদনে— (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৭-২২৯। কৌটিলিয়ে ৩।১৯। বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন।	দ্বিগুণ দণ্ড		
দুঃখজনক কণ্টকাদি পরগৃহে নিক্ষেপ করিলে	১৬ পণ দণ্ড		
প্রাণহর বিষসর্পাদি „ „ „ (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৪, কৌটিলীয়ে ৩ ১৯)	মধ্যম সাহস		
মর্কট অশ্ব কুকুর বা পুত্রকৃত দণ্ডপারুষ্যাদি অপরাধে ঐ পশুস্বামী বা পিতা যদি তাহাদিগকে অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত বা উত্তেজিত না করিয়া থাকেন তাহা হইলে দণ্ডার্হ হইতেন না। (নারদ ৮।৩২)			
দণ্ডপারুষ্যাদি অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত পক্ষী বা শৃঙ্গীকে যদি সমর্থপশুস্বামী ঐরূপ পক্ষী বা শৃঙ্গীকে নিবারণ না করে তাহা হইলে ঐরূপ পশুস্বামীর—	পূর্ব্ব সাহস দণ্ড		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
এবং যদি "তোমার পশুকে নিবৃত্ত কর" এইরূপে বিক্রুষ্ট হইয়াও যদি সমর্থ পশুস্বামী ঐরূপ পশুকে নিবৃত্ত না করে তাহা হইলে পশুস্বামীর	মধ্যম সাহস দণ্ড	
(কৌটিল্য ৪।১৩ বিবাদরত্নাকরধৃত যাজ্ঞবল্ক্য)		

(১) স্তেয় অপ্রকাশতস্করদণ্ড :—

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
অল্পমূল্য বেণু ভাণ্ড চর্ম্ম শাক মূল তৃণ পুষ্প গুড় লবণ তৈল, পক্কান্ন মদ্য আমিষাদি দ্রব্যস্তেয়ে— (নারদ পরিশিষ্ট ২২-২৪)	চোরিত দ্রব্যের মূল্যের ৫ গুণ দণ্ড।	
মনুমতে ঐরূপ অল্পমূল্য দ্রব্যাদি স্তেয়ে—	চোরিত দ্রব্যের মূল্যের ২ গুণদণ্ড।	
কিন্তু যদি স্বামী ঐসকল দ্রব্য কার্য্যার্থ জোগাড় করিয়া থাকে, এবং তদবস্থায় চুরি যায় তাহা হইলে চোরের—	১০০ পণ দণ্ড।	
(মনু ৮।৩২৬-৩২৯। বিবাদ রত্নাকর ধৃত মনুবিষ্ণু বচন, ব্যাসবচন)		

স্তেয় অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
ঐ সকল অল্পমূল্য দ্রব্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল্য দ্রব্যাপহারে— (নারদ পরিশিষ্ট ২৫)	চোরিত দ্রব্যের ৮ গুণ দণ্ড।		
দশকুম্ভের অধিক ধান্য চুরি করিলে		বধদণ্ড (তাড়নাদি)	
উহার ন্যূন পরিমিত ধান্যচুরি করিলে (নারদ পরিশিষ্ট-২৬। মনু ৮।৩২০)	চোরিত ধান্যের ১১ গুণ দণ্ড		
শতপল পরিমিতের অধিকসুবর্ণ, রজত, মুখ্যরত্ন ও বহুমূল্য বস্ত্রস্তেয়ে— (মনু ৮।৩২১।নারদ পরিশিষ্ট-২৭)		বধদণ্ড (তাড়নাদি)	
পঞ্চাশতের অধিক ঐরূপ দ্রব্যাপহারে		হস্তচ্ছেদন	
পঞ্চাশৎ বা তাহার ন্যূন ঐরূপ দ্রব্যাপহারে (মনু ৮।৩২২।)	চোরিত দ্রব্যের মূল্যের ১১ গুণ দণ্ড।		
পুরুষ অপহরণ করিলে—	উত্তম সাহস।		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
স্ত্রী অপহরণ কয়িলে	সর্ব্বস্ব হরণ		
কন্যা ,, ,, (নারদ পারিশিষ্ট-২৮		বধদণ্ড	
কুলীন পুরুষ বা নারী অপহরণ করিলে (মনু ৮.৩২৩)			বধদণ্ড (কটাগ্নিদ্বারা দহন, বিবাদরত্নাকরধৃত বৃহস্পতি বচন অথবা হস্তপদ ছেদন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থাপন, বিবাদ রত্নাকরধৃত ব্যাস বচন।
(১) অপ্রকাশ তস্কর দণ্ড কুলীন স্ত্রী অপহরণ করিলে (বিবাদ রত্নাকরধৃত ব্যসবচন)			লোহশয়নে কটাগ্নিতে দহন
(অনবরুদ্ধ) মহাপশু অপহরণে	উত্তমসাহস		

স্তেয়	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
" মধ্যপশু "	মধ্যমসাহস	
" ক্ষুদ্রপশু "	পূর্ব্বসাহস	
(নারদ পরিশিষ্ট ২৭)		
বিশিষ্ট অশ্ব কুঞ্জর অপহরণে		শূলদণ্ড
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৩ মনু ৯।৩৮০)		
(অবরুদ্ধ) গো অশ্ব উষ্ট্র গজ স্তেয়ে		একহস্ত ও একপাদ ছেদন
(বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)		
চুরি করিয়া চোর যদি অস্বীকার করে	চতুর্গুণ দণ্ড	
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩০		
কূপসমীপে রজ্জু, ঘট চুরি করিলে		
পানীয় গৃহ ভঙ্গ করিলে	১ মাষা সোনা দণ্ড	
(মনু ৮।৩১৯)		
শস্ত্র ও ঔষধ চুরি করিলে		অঙ্গচ্ছেদাদি দণ্ড

স্তেয়—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
ব্রাহ্মণ স্বামিক গরু হরণে		অর্দ্ধপাদ ছেদ
যাগার্থ পশু হরণে		ঐ
(মনু ৮।৩২৪-৩২৫)		
পরিপূত (পুলকাদি নিঃসরণে পরিষ্কৃত) ধান্যাদি		
শাকমূলাদি হরণে সম্বন্ধী চৌরের	পণ দণ্ড	
নিঃসম্পর্কীয় চৌরের	পণ দণ্ড	
(মনু ৮।৩৩১)		
অব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়াদি) ব্রাহ্মণের যজ্ঞীয় কাষ্ঠ তৃণ পুষ্প ফল মূলাদি বলপূর্ব্বক বা অজ্ঞাতে অপহরণ করিলে		হস্তচ্ছেদাদি বধদণ্ড
(বিবাদরত্নাকরধৃত শঙ্খলিখিতবচন)		
(১) অপ্রকাশ তস্কর দণ্ড		
রাজার কোষ অপহরণ করিলে		করচরণচ্ছেদাদি বধদণ্ড
(মনু ৯।২৭৫)		

স্তেয়—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
গ্রন্থি ভেদকের প্রথমবার অপরাধে		অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীচ্ছেদ
দ্বিতীয়বার ”		হস্তচরণ ছেদ
তৃতীয়বার ”		বধদণ্ড
(মনু ৯৷২৭০ যাজ্ঞবল্ক্য ২৷২৭৪)		
রাত্রিতে সন্ধিচ্ছেদ করিয়া চুরি করিলে		করদ্বয় ছেদন করিয়া শূলে আরোপণ
(মনু ৯৷২৭৬, বিবাদরত্নাকরধৃত ব্যাসবচন)		
পান্থচোর (Highway robber)		ফাঁসি
(বিবাদরত্নাকরধৃত বৃহস্পতি বচন)		
কর্ষণার্থ হলকুদ্দালাদি কর্ষণসময়ে অপহরণ করিলে	১০৮ পণ দণ্ড	
(বিবাদরত্নাকরধৃত শঙ্খলিখিত বচন মনু ৯৷২৯২)		
রথের একটি চক্র অপহরণ করিলে	৪০ পণ দণ্ড	

পরিশিষ্ট

স্তেয়—অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
শকট অপহরণ কারলে (বিবাদরত্নাকরধৃত শঙ্খলিখিত বচন ব্রাহ্মণের ৮০ রতি পরিমিত সুবর্ণাপহারী মুক্তকেশে মুষল এবং তীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি লইয়া রাজার নিকট গমনকরতঃ অপরাধ স্বীকার করিবে—	১৮০ পণ দণ্ড	রাজা নিরপেক্ষভাবে একবার মুষল প্রহার করিবেন অপরাধী মরিলে বা বাঁচিলেও তাহার চৌর্য্যাপরাধ হইতে মুক্তি হইবে। (মনু ৮।৩১৪-৩১৬ গোতমধর্ম্মসূত্র ১২।৪০-৪১)
নিক্ষেপ প্রত্যর্পণ না করিলে বা নিক্ষেপ না করিয়া মিথ্যা নিক্ষেপ প্রার্থনা করিলে— মনু ৮।১৯১	চোরবৎ দণ্ড	

স্তেয়

	অর্থদণ্ড	শারীর দণ্ড
(২) প্রকাশ তস্কর দণ্ড :—		
কূট মান বা তুলা দ্বারা ধান্যাদির অষ্টমাংশ অপহরণ করিলে—	২০০ পণ দণ্ড	
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৪, বিবাদ রত্নাকরধৃত কাত্যায়ন বচন)		
ঔষধদ্রব্য ঘৃতাদি লবণ গন্ধ ধান্য গুড়াদিতে হীন বা অসার দ্রব্য মিশ্রণ করিলে—	১৬ পণ দণ্ড	
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৫)		
যাহা বীজ নয় সে দ্রব্যকে বীজ বলিয়া বিক্রয় করিলে—		কর্ণ নাসাদিচ্ছেদরূপ বধ দণ্ড
(মনু ৯।২৯১)		
সমান মূল্য লইয়া নানা পুরুষকে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিষম দ্রব্য বিক্রয় করে অথবা		

পরিশিষ্ট

	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
স্তেয়—অপরাধ একই দ্রব্য বিভিন্ন মূল্যে নানা পুরুষকে বিক্রয় করে—তাহার— (মনু ৯।২৮৭)	পূর্ব্ব বা মধ্য সাহস দণ্ড	
প্রচ্ছন্নদোষ দ্রব্য মিশ্রণ করিয়া বা পুরাতন দ্রব্য পুনঃ সংস্কার করতঃ নূতন বলিয়া বিক্রয় করিলে— (বিবাদ রত্নাকরধৃত বৃহস্পতিবচন)	মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড	
স্তেয় (২) প্রকাশতস্কর দণ্ড :— মৃত্তিকা মণি অয়ঃ কাষ্ঠ বস্ত্রাদি অল্পমূল্য দ্রব্য বহুমূল্য উৎকৃষ্ট জাতীয় দ্রব্য সদৃশ করিলে (বহুমূল্যে বিক্রয়ার্থ)— (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৬)	বিক্রেয় পদার্থের মূল্যের অষ্টগুণ দণ্ড	

অপরাধ—	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রানভিজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি চিকিৎসক নয় সে যদি তির্য্যক্‌জাতির মনুষ্যের বা রাজপুরুষাদি উত্তম পুরুষের চিকিৎসা করে তাহার — (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪২ বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)	যথাক্রমে পূর্ব্বসাহস মধ্যমসাহস ও উত্তম-সাহস দণ্ড।	
অন্যায়বাদী সভ্য উৎকোচজীবী এবং বিশ্বাসঘাতক বঞ্চকের— (বিবাদরত্নাকরধৃত বৃহস্পতিবচন, যাজ্ঞবল্ক্য-১।৩৩৯		নির্ব্বাসন দণ্ড
তুলা, শাসন (রাজাজ্ঞা), মান (প্রস্থদ্রোণাদি) নাণক (মুদ্রা) এই সকল দ্রব্য যাহারা জাল করে বা ঐরূপ জালিয়াতের সহিত যাহারা ব্যবহার করে তাহাদের— (যাজ্ঞবল্ক্য) ২।২৪০)	উত্তম সাহস দণ্ড	
কূটমুদ্রাকে ভালমুদ্রা বা ভালমুদ্রাকে কূটমুদ্রা বলিলে—	উত্তম সাহস দণ্ড	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শরীরদণ্ড
কূট স্বর্ণ ব্যবহারী ও বিরুদ্ধ মাংস বিক্রয়ীর (বিবাদ রত্নাকরধৃত কাত্যায়ন বচন)	উত্তম সাহস দণ্ড এবং অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড	
কূট সুবর্ণকার বারে বারে অপরাধ করিলে (মনু ৯।২৯২। বিবাদ রত্নাকরধৃত ব্যাখ্যান)		ক্ষুরদ্বারা শরীর খণ্ড খণ্ড ছেদন।

স্তেয়

(২) প্রকাশ তস্কর দণ্ড :—

অপরাধ	অর্থদণ্ড
শুল্কস্থান পরিত্যাগ বা পরিহার করিয়া রাত্রিকাল প্রভৃতি অসময়ে ক্রয় বিক্রয় করিলে বা শুল্কার্হ দ্রব্যের মিথ্যা পরিমাণ বলিলে (শুল্ক ফাঁকি দিবার মতলবে)— (বিবাদরত্নাকরধৃত মনু ও নারদ। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬২)	উক্ত ক্রীত বা বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের অষ্টগুণ দণ্ড।

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
ঐরূপ বারে বারে শুল্কস্থান পরিহার করিল (বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)	সর্ব্বস্ব হরণ		সর্ব্বস্বদণ্ড স্থলে ও জীবিকার উপকরণ (যথা বেশ্যার অলঙ্কার শাস্ত্রজীবীর শাস্ত্র ইত্যাদি) রাজা হরণ করিতে পারিতেন না (নারদ ১৯।১১১)
কুটাক্ষ সেবী—(অর্থাৎ কুট পাশা ক্রীড়া করিয়া যে বঞ্চনা করে)—তাহার (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২০২, বিবাদ রত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)		সচিহ্ন করিয়া (অর্থাৎ শ্বপদাদি অঙ্কন করিয়া) নির্ব্বাসন অথবা কর বা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ।	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
তন্তুবায় দশপলপরিমিত কার্পাসসূত্র লইয়া একাদশপল ওজন বস্ত্র দিবে অন্যথা তাহার—	১২ পণ দণ্ড	
মনু ৮।৩৯৭		
রজক পরের বস্ত্র পরিধান করিলে—	৩ পণ দণ্ড	
রজক পরের বস্ত্র বিক্রয় ভাড়া বন্ধক বা সুহৃদকে পরিধান করিতে দিলে—	১০ পণ দণ্ড	
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৮)		

স্ত্রী সংগ্রহণ

এই অপরাধ বিষয়ে দণ্ড সকল গ্রন্থ মধ্যে সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

সাহস :

সাহস নামক কোন অপরাধের পৃথক্ শ্রেণী ছিল না। মনুষ্যমারণ, স্তেয়, পরদারাভিমর্শন, বাক্‌পারুষ্য বা দণ্ড-

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
পারুষ্য অপরাধ বলপূর্ব্বক সাধিত হইলে তাহা সাহস অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইত। এ বিষয়ে প্রমাণ নারদ-স্মৃতিতে সাহসপ্রকরণ দ্রষ্টব্য। অতএব প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই সাহসে দণ্ড সকল উক্ত হইয়াছে। বিবাদরত্নাকর প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অপরাধ সাহস প্রকরণে উল্লিখিত করায় নিম্নে কতকগুলি দণ্ডস্থল প্রদর্শিত হইল :		
সেতুভঙ্গাদি করিয়া সাধারণের স্নানপানার্থ তড়াগ ভেদকের (মনু ৯।২৭৯)	উত্তমসাহস দণ্ড এবং উক্ত তড়াগ প্রতিসংস্কার করিয়া দিবে অথবা	শুদ্ধ বধদণ্ড।
সেতুভঙ্গকারীর (বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)		বধদণ্ড।

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
গৃহ ও পুরাদির প্রাকার ভেত্তার, পরিখার পুরক এবং দ্বার ভেত্তার (মনু ৯।২৮৯)		দেশ হইতে নির্ব্বাসন।
রাজার ধান্যাদি, ধনাগার, আয়ুধাগার ও দেবতাগৃহ ভেদকের এবং রাজার হস্তী, অশ্ব ও রথ হরণকারীর (মনু ৯।২৮০)		বধ দণ্ড
সাঁকো, রাজকীয় ধ্বজাদি এবং দেবপ্রতিমা ভেদকের (মনু ৯।২৮৫)	৫০০ পণদণ্ড	
আরাম (রাজরক্ষিত উপবন) এবং নিপান (গরু প্রভৃতির জন্য জলপানার্থ কূপ-নদীপস্থ জলাধার) ভঙ্গ করিলে তাহার (বিবাদরত্নাকরধৃত শঙ্খলিখিত)	৮০০ পণদণ্ড	
ক্ষেত্র, বেশ্ম, গ্রাম, বনাদি দাহকের (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮২)		কটাগ্নিতে দাহদণ্ড

অপরাধ	অর্থদণ্ড	রদণ্ড
বিষদাত্রী, অগ্নিদাত্রী, পুরঘ্নী এবং সেতুভেদকারী স্ত্রীলোক যদি অগর্ভিণী হয় তাহা হইলে তাহার (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৮)		শিলাবদ্ধ করিয়া জলে নি[illegible]ন পূর্ব্বক বধদণ্ড
মৃতব্যক্তির অঙ্গসংলগ্ন বস্ত্রাদি বিক্রেতার, পিত্রাদি গুরুর তাড়নাকারীর, এবং রাজার যান ও আসনে আরোহনকারীর (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩০৩)	১০৮০ পণদণ্ড	
শূদ্র যদি যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ পূর্ব্বক বিপ্রভাবে জীবন যাপন করে তাহা হইলে তাহার (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩০৪)	৮০০ পণদণ্ড	

সাহস

রাজকুলে প্রসূত নয় এমন ব্যক্তি যদি রাজ্য কামনা করে তাহার— (বিবাদ রত্নাকরধৃত বিষ্ণু)		বধদণ্ড

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
কূটশাসন প্রয়োগে, রাজশাসন প্রতিষেধে এবং কূট তুলামান প্রতিমান ব্যবহারে অপরাধীর— (বিবাদ রত্নাকরধৃত শঙ্খ লিখিত)		অঙ্গচ্ছেদাদি বধদণ্ড
রাজশাসন ন্যূন বা অধিক করিয়া যে জাল করে এবং যে পারিদারিক ও চৌরকে রাজার নিকট সমর্পণ না করিয়া ছাড়িয়া দেয় তাহার— (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৯৫)	১০৮০ পণ দণ্ড	
লেখ্য বা মুদ্রা জাল করিয়া যে কার্য্য সাধন করে তাহার— (বিবাদ রত্নাকরধৃত কাত্যায়ন)	১০৮০ পণ দণ্ড	
সৈন্যাদি রাজ্য প্রকৃতিকে যে দূষিত করে তাহার— (বিবাদ রত্নাকরধৃত বিষ্ণু। মনু ৯।২৩২)		বধদণ্ড
রাজপুরুষ উৎকোচ লইয়া ধনগর্ব্বে কার্য্যার্থীর কার্য্য নষ্ট করিলে (মনু ৯।২৩১)—	সর্ব্বস্ব	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষ এবং সামন্ত (সীমান্‌দার) যদি চৌর্য্যোপদেশে মধ্যস্থ হয় তাহা হইলে তাহাদের চৌরবৎ দণ্ড (মনু ৯।২৭২)		
(অবৈধভাবে) স্ত্রীলোক বা পুরুষকে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিলে বা ন্যায়ানুসারে) আবদ্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষকে বলপূর্ব্বক মুক্তি দিলে— (কৌটিল্য ৩।১৭ অঃ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৩)	৫০০ হইতে ১০০০ পণ দণ্ড	
অপতিত পিতামাতা পত্নী ও পুত্রকে ত্যাগ করিলে— (মনু ৮।৩৮৯)	৬০০ পণ দণ্ড	
যদি রাজনিযুক্ত পুরুষ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে (অন্যায় পূর্ব্বক) মুক্তি দেয় বা নির্দ্দোষ অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড দেয় তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড (বিবাদ রত্নাকরধৃত বিষ্ণু)		
পিতাপুত্রে বিরোধে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তাহার—	৩ পণ দণ্ড	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
যে ব্যক্তি পিতাপুত্র মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করে তাহার (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৯)	২৪ পণদণ্ড	
ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক অভক্ষ্য বা অপেয় খাওয়াইলে	উত্তমসাহস দণ্ড	
ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ খাওয়াইলে	মধ্যমসাহস	
বৈশ্যকে ,,	পূর্ব্বসাহস	
শূদ্রকে ,, (কৌটিল্য ৪।১৩, যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৯৬)	৫৪ পণ দণ্ড	
দিবাভাগে পরগৃহে বলপূর্ব্বক অনধিকার প্রবেশ করিলে	পূর্ব্বসাহস দণ্ড	
রাত্রিকালে ঐরূপ প্রবেশ করিলে	মধ্যমসাহস	
দিবসে বা রাত্রিতে সশস্ত্র প্রবেশ করিলে (কৌটিল্য ৪।১৩)	উত্তমসাহস দণ্ড	

দ্যূতসমাহ্বয়—

রাজানুমোদিত বা রাজ প্রতিষ্ঠিত দ্যূতশালা ব্যতীত অন্যত্র দ্যূতক্রীড়া করিলে (কৌটিল্য ৩।২০)	১২ পণদণ্ড	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
কূটাক্ষ দ্বারা দ্যূতক্রীড়া করিলে	পূর্ব্বসাহস দণ্ড এবং জিতদ্রব্যের প্রত্যর্পণ।	
উপধি বা ছলপূর্ব্বক খেলিলে (কৌটিল্য ৩।২০)	পূর্ব্বসাহস এবং স্তেয় দণ্ড।	
যাজ্ঞবল্ক্য মতে কূটাক্ষ দ্বারা এবং উপধি পূর্ব্বক যাহারা দ্যূতক্রীড়া করে তাহাদের—		সচিহ্ন নির্ব্বাসন।
বিষ্ণুমতে দ্যূতে কূটাক্ষ ক্রীড়কের		করচ্ছেদ।
" উপধি ক্রীড়কের (বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)		সন্দংশচ্ছেদ।
অক্ষভূমিতে হস্তলাঘবাদি দোষ নিষেধ না করিলে সভিকের	দ্বিগুণ দণ্ড	
সমাহ্বয় বা সপণ প্রাণিযোধন স্থলেও পূর্ব্বোক্ত নীতি ছিল (কৌটিল্য ৩।২০)		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
শস্যঘাত এবং স্বামিপাল বিবাদ		
খর, উষ্ট্র ও মহিষ কৃত শস্যঘাতে	৮ মাষ দণ্ড	
গরু " "	৪ "	
ছাগল ও মেষ " "	২ "	
যদি শস্য খাইয়া ক্ষেত্রাদিতে পশু উপবিষ্ট থাকে তাহা হইলে যথাক্রমে	দ্বিগুণ দণ্ড	
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৫৯, ১৬০)		
পশুপালক থাকিলে পালকই দণ্ড দিবে। পালক না থাকিলে পশু স্বামী দণ্ড দিবে।		
(বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)		
প্রত্যক্ষ চারক অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক পশুদ্বারা শস্য খাওয়াইলে চোরবৎ দণ্ড ।(নারদ ১৪।৩৪) পালকের দোষে শস্য নষ্ট করিলে পালকেরই দণ্ড হইবে। (নারদ		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
১৪।৩৫) অনাবৃত ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিলে কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না। (নারদ ১৪।৪০)			
ক্ষেত্রের সমুদয় শস্য নষ্ট করিলে বা সমূল শস্যঘাতে পালকের—		তাড়নাদি বধদণ্ড	
এবং পশুস্বামীর—	অর্থ দণ্ড		
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬১, নারদ ১৪।২৯) অশ্ব, হস্তী, আগন্তুকী, সূতিকা, যূথভ্রষ্টা রুগ্না প্রভৃতি গরু, উৎসৃষ্টবৃষ ইহারা শস্য নষ্ট করিলে কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না। (নারদ ১৪।৩২, ৩৩)			
পালকের দোষে পশু বিনষ্ট হইলে পালকের (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৬৫)	১৩½ পণ দণ্ড		কৌটিল্য মতে মিথ্যাসাক্ষে ঐরূপ গুরু অর্থ দণ্ডের বিধান ছিল না।

প্রকীর্ণ (miscellaneous)

মিথ্যাসাক্ষ্য

পরিশিষ্ট

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
সাক্ষী হইয়া যে সাক্ষ্য অপহ্নব করে তাহার— (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৮২)	বিবাদ পরাজয়ে যে দণ্ড তাহার ৮ গুণ দণ্ড।	
ঐরূপ অপহ্নবে ব্রাহ্মণের		দেশ হইতে নির্ব্বাসন।
কৃষ্যাদির উপকারক জলমার্গ রোধ করিলে—	২৫০ পণ দণ্ড।	
ক্ষুদ্র পশু বা মনুষ্যপথ রোধ করিলে	১২ পণ দণ্ড	
মহাপশু পথ রোধ করিলে—	২৪ পণ	
হস্তি পথ ও ক্ষেত্র পথ রোধ কবিলে	৫৪ পণ	
শ্মশান ও গ্রাম পথ রোধ করিলে (কৌটিল্য ৩।১০)	২০০ পণ	
রাজানুমতি (license) বিনা লবণ তৈয়ারী করিলে (কৌটিল্য ২।১২)	উত্তমসাহস	

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মন্তব্য
শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে একবারের অধিক গো দোহন করিলে (কৌটিল্য ২।১২)—		অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ	
রাজকীয় মুদ্রা (Passport) বিনা জনপদ হইতে জনপদান্তর গমন করিলে— (কৌটিল্য ২।৩৪)	১২ পণ দণ্ড		এইরূপ মুদ্রা-বিধি কৌটিল্যের পরবর্তী কালে প্রচলিত ছিল না ইহা অনুমান হয় কারণ কোন সংহিতা বা সূত্র-গ্রন্থে এই নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না।
গৃহে অগ্নি লাগিলে প্রতিবাসী গৃহস্বামী তাহা নির্ব্বাপনার্থে ধাবিত না হইলে	১২ [illegible]		

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
রথ্যাতে (রাস্তাতে) ময়লা নিক্ষেপ করিলে	১/৮ পণ	
রথ্যাতে পঙ্ক ও উদক নিরোধ অর্থাৎ জমা করিলে	১/৪ পণ	
রাজমার্গে (king's highway) ঐরূপ অপরাধ করিলে	দ্বিগুণ দণ্ড।	
উদকস্থানাদিতে বিষ্ঠাত্যাগ করিলে	১ পণ বা তদধিকদণ্ড।	
মূত্রত্যাগে	„ অৰ্দ্ধদণ্ড।	
শ্মশান ব্যতীত অন্যত্র কবর দিলে বা শবদাহ করিলে (কৌটিল্য ২।৩৬)	১২ পণ দণ্ড	

সমাপ্ত।